রংদার রোববার
যুদ্ধ যুদ্ধ হাওয়া শেষ হয়ে গেল হঠাৎই। তবু যুদ্ধ কি আর শেষ হয়? রংদার রোববারের প্রচ্ছদে যুদ্ধ ধরা হচ্ছে অন্যভাবে। শৈশব থেকে বার্ধক্য, জীবনযুদ্ধের চার সময়ের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হল প্রচ্ছদে।
জীবনযুদ্ধ

»» ১৫ থেকে ১৮-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
নকল থেকে সাবধান
MK Since 90 Years
Ph : 9830303398

পাঁচ পাক জঙ্গিকে মেরেছে ভারত
ভারতীয় সেনা 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়ে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জইশ-ই-মহম্মদ ও লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যুক্ত প্রথম সারির পাঁচ জঙ্গিকে খতম করেছে। »» ১০

নিষিদ্ধ আওয়ামী লিগ
শেষপর্যন্ত বাংলাদেশে আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধই ঘোষণা করল ইউনূস সরকার। সরকারের সিদ্ধান্ত, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে হাসিনাদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা নিষিদ্ধ। »» ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৭° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন

টেস্ট থেকে অবসর চান কোহলি
রোহিত শর্মার পর এবার তাঁর পথেই হাঁটার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন বিরাট কোহলি। ইংল্যান্ড সিরিজের আগেই তিনি অবসরের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে। »» ১৯

শিলিগুড়ি ২৭ বৈশাখ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 11 May 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 350

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ রাত ধরে আলোচনার পর, আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, ভারত ও পাকিস্তান একটি পূর্ণাঙ্গ এবং তাৎক্ষণিক সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয়েছে।
-ডোনাল্ড ট্রাম্প, *মার্কিন প্রেসিডেন্ট*

পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার পরও চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। আমরা ভারতীয় সেনাকে বলেছি, সীমান্ত পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনে পদক্ষেপও করতে হবে।
-বিক্রম মিস্রি, *বিদেশসচিব*

বিরতিতেও বিভ্রান্তি

স্বস্তির শ্বাস পাহাড় থেকে সমতলে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ মে : বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি শনিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে সংঘর্ষ বিরতির কথা যখন ঘোষণা করছিলেন তখন স্মার্টফোনের স্ক্রিনে তা দেখছিলেন হায়দরপাড়ার বাসিন্দা রাজীব সরকার। বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার ভালো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সংঘর্ষ বিরতির কথা বললেও নিশ্চিতভাবে পাক সেনা আবার গোলাবর্ষণ করবে। পাকিস্তান পিছন থেকে ছুরি মারতে ওস্তাদ।' হলও তাই। রাত বাড়তেই দেখা গেল পাকিস্তানের ড্রোন জম্মু ও কাশ্মীরে হামলা করেছে। সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে সাধারণ মানুষের একটি অংশের ক্ষোভের শেষে নেই। আবার একাংশ সংঘর্ষ বিরতিতে যেন কিছুটা স্বস্তিতে।

ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের জেরে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছিল। সেই আশঙ্কায় অনেকেই আগে থাকতে বাড়িতে চাল-ডাল-তেল মজুত করেছিলেন। শনিবার রাতে পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির অমান্য করার বিষয়ে সুভাষপল্লির একটি চালের দোকানে বসে আলোচনা করছিলেন এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা অমল রায়, দিলীপ দাসরা। তাঁদের কথায়, পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে অল্প কিছু খাদ্যসামগ্রী বাড়িতে মজুত করে রেখেছি। এখনও সেভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাড়েনি ঠিকই। কিন্তু পরিস্থিতি ভালো নয়। জিনিসের দাম বাড়লে গরিব ও মধ্যবিত্তের সবচেয়ে বড় কষ্ট হবে। তাই যুদ্ধবিরতি কিছুটা হলেও স্বস্তির।'

যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে অনেকেই তাঁদের ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। যার জেরে পর্যটন ব্যবসায় সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। তবে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার পর পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্তরা কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন। শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রুটে গাড়ি চালান শক্তি ছেত্রী। তাঁর কথায়, 'পহলগামের ঘটনার পর থেকে পর্যটক কিছুটা কমেছিল। তারপর ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের জেরে পর্যটক আরও কমে গিয়েছে। এই সময় পাহাড়ে অন্যান্যবার অনেক পর্যটক থাকেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পর্যটক নিশ্চিতভাবেই বাড়বে। কিন্তু পরিস্থিতি যা তাতে সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হবে কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।'

ইতিমধ্যে অনেকে তাঁদের ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

বোঝাপড়ার পর গুলি, হুঁশিয়ারি ভারতের

নয়াদিল্লি, ১০ মে : অনাক্রমণের বোঝাপড়ার পর ফের গুলির লড়াই। অথচ স্থল, জল বা আকাশপথে পরস্পরকে আর আক্রমণ করবে না বলে মেনে নিয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। সন্ধ্যায় ওই ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যে পাকিস্তান ফের গুলি চালায় জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর।

সীমান্তের ওপার থেকে ছুটে আসা গুলিতে নিহত হয়েছেন বিএসএফের সাব ইনস্পেক্টর মহম্মদ ইমতিহাজ। আহত হয়েছেন আরও সাত জন। বিএসএফ সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ঘটনা জানিয়েছে।

শ্রীনগরেও গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বলে এক্স হ্যান্ডেলে জানান জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ অনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেন, পাকিস্তান 'ভয়ংকরভাবে' সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করেছে। ইতিমধ্যেই সেনাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তান অবশ্য এই যুদ্ধবিরতিকে তাদের 'ঐতিহাসিক জয়' বলে অভিহিত করছে। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এদিন রাতে দাবি করেছেন, পাকিস্তান ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে। চিনকে নিজেদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও প্রিয় বন্ধু বলে ধন্যবাদ দিয়ে শাহবাজ বলেছেন, 'ওরা আমাদের প্রয়োজনে সব সময় থাকে।'

যদিও পরে চিনা বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে জানা গিয়েছে, সে দেশের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের টেলিফোনে কথা হয়েছে। ওই আলোচনা সদর্থক। সন্ত্রাস দমনে ভারতের প্রশংসা করে সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে চিনা বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে।

অন্যদিকে, ট্রাম্পকেও ধন্যবাদ জানিয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তিনি আমাদের জন্য খুব, খুবই ভালো।' সেনা অফিসারদের নাম ধরে ধরে 'জয়ের জন্য' ধন্যবাদ জানিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী।

শনিবার সন্ধ্যায় আচমকা ছড়িয়ে পড়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বার্তা, যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। যদিও সকাল ১০টার পর সন্ধ্যা ৬টায় ফের বিদেশমন্ত্রক ও সেনার সাংবাদিক খবরের বৈঠকে কী হয়, কী হয় ভাব ছড়িয়ে গিয়েছিল দেশজুড়ে। বিশেষ করে 'আর একটি সন্ত্রাসবাদী হামলা হলে তাকে যুদ্ধ ঘোষণা ধরে নিয়ে' ভারতের পক্ষ থেকে দুপুরে প্রত্যাঘাতের হুমকি উত্তেজনার পারদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

টানা ৭২ ঘণ্টা ধরে হামলা, পালটা হামলার পর সংঘর্ষ বিরতি অপ্রত্যাশিতই ছিল। সাংবাদিক বৈঠকে এসে ১ মিনিটের মধ্যে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রির ওই ঘোষণা সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিল। বিদেশসচিবের শরীরী ভাষায় *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
ORMACOMIN
সব চাষের সঠিক ফলন মানেই আধুনিক জৈব প্রযুক্তির জৈব সার
অরম্যাকোমিন
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

কীভাবে ঘোষণা

- ভারত ও পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে বলে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প
- তারপর সন্ধ্যা ৬টায় সাংবাদিক সম্মেলনে সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণা ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রির
- ভারতের দাবি, পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস ফোন করে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দেন
- পাক ডিজিএমও-র ফোনের পরই বিকেল ৫টা থেকে দুই পক্ষ জল, স্থল ও আকাশপথে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাবে রাজি হয়
- দুই পক্ষের মধ্যে ১২ মে ফের আলোচনা হবে বলে জানান বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি
- দু'পক্ষই সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে বলে স্বীকার করে নেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার

দিনভর যা ঘটল

- শ্রীনগর থেকে নালিয়া পর্যন্ত ২৬টিরও বেশি স্থানে ড্রোন হামলা পাকিস্তানের
- উধমপুর, পাঠানকোট, আদমপুর ও বিজয়নগর বিমানঘাঁটির সামান্য ক্ষয়ক্ষতি
- শ্রীনগর, অবন্তিপুরা এবং উধমপুর বিমানঘাঁটির চিকিৎসাকেন্দ্র ও স্কুল লক্ষ্য করে হামলা
- এই হামলার জবাবে পাকিস্তানের রাফিকি, মুরিদ, চাকলালা, রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর এবং চুনিয়ার সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হানা ভারতের
- পাশুর ও শিয়ালকোটের বিমানঘাঁটিতে হামলা
- শনিবার দুপুরে ভারতীয় সেনা ও সরকারের পক্ষে প্রেস বিবৃতি দেন কর্নেল কুরেশি
- পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে কথা চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-এর
- রাতে কাশ্মীরের নাগরোটায় সেনা শিবিরে হামলা

সংঘর্ষ বিরতির নেপথ্যে

- দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে ৪৮ ঘণ্টা ধরে আলোচনা চালান মার্কিন বিদেশসচিব রুবিয়ো ও মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স
- রুবিয়ো ও ভান্স প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে কথা বলেন
- বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির ও আইএসআই প্রধান আসিম মালিকের সঙ্গেও কথা বলেন রুবিয়ো ও ভান্স

বিশেষ অধিবেশন দাবি বিরোধীদের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ মে : শনিবার দুপুর পর্যন্ত রাজধানীর আকাশে ছিল যুদ্ধের গন্ধ। চাপা উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা এবং প্রস্তুতির টানটান আবহ। বিকেলে ছবিটা পালটাতে শুরু করে। যুদ্ধের দামামা বন্ধ হয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে সংঘর্ষ বিরতি। প্রথমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পরে ভারতের আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতির খবরে নাগরিক থেকে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে, আলোচনার মাধ্যমেই যদি সমাধান সম্ভব ছিল, তাহলে এতগুলো প্রাণ কেন ঝরল? কেনই বা এতদিন অপেক্ষা করা হল?

আচমকা কোন পরিস্থিতিতে এই সংঘর্ষ বিরতি, তা জানাতে অবিলম্বে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার দাবি তোলে বিরোধী দলগুলি। জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেন, 'আমি যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। যদি এই আলোচনা আগে শুরু হত, তাহলে অনেক প্রাণ বাঁচানো যেত।' তাঁর মতে, এখন সরকারের উচিত, ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো।

তাঁর আশা, 'জম্মু বিমানবন্দর খুব দ্রুত চালু হবে যাতে হজযাত্রীরা নির্বিঘ্নে যাত্রা করতে পারেন।' পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতিও ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতিকে জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের জন্য ভালো খবর বলে মন্তব্য করেন। এআইমিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, পহলগামের দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। পাশাপাশি কাশ্মীরের বিষয়টির যেন আন্তর্জাতিককরণ না হয়, সেই আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব বলেন, 'শান্তি এবং সার্বভৌমত্ব সর্বোপরি।' সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্তকে একযোগে স্বাগতও জানালেও সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি প্রায় সব বিরোধী দলের। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্স বার্তায় বলেন, 'ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আসা অভূতপূর্ব ঘোষণার জেরে এখন অত্যন্ত জরুরি হল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অবিলম্বে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা এবং সমস্ত বিরোধী দলকে সঙ্গে নেওয়া। তাছাড়া পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকে একের পর এক ঘটনাবলি আলোচনার জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হবে কেন্দ্রকে।'

কংগ্রেস নেতা পবন খেরার কথায়, 'খুব সদর্থক সিদ্ধান্ত। তবে এখন সরকারের উচিত, অবিলম্বে সর্বদলীয় বৈঠক এবং সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকে গোটা দেশকে জানানো- কী ঘটেছে, কী ক্ষতি হয়েছে।' কংগ্রেসের সুরে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এক্স বার্তায় বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, উনি যেন সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকেন এবং পহলগামে হামলা থেকে সংঘর্ষ বিরতি পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন।'

সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণার ঠিক পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, তিন বাহিনীর প্রধান এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। বৈঠকে বিদেশসচিব বিনয় মিস্রিও অংশ নেন।

Cradle fertility center
সন্তান ধারণে সমস্যা? কোলকাতার পর আমরা এখন শিলিগুড়িতে
TEST TUBE BABY CENTRE
IUI • IVF • ICSI • IMSI
Jeevandeep Building, Salugara, Siliguri
9147071888 / 0353 4055797

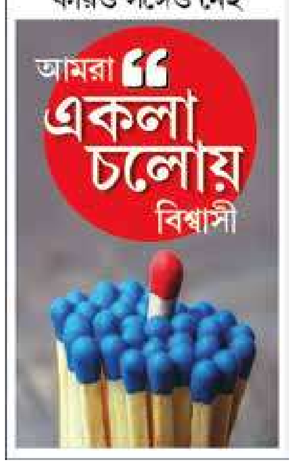
সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা একলা চলোয় বিশ্বাসী

স্থায়ী বিরতি, দাবি ইশকের

পাক গোলায় নিহত জাকির হুসেনের পরিবারে কান্নার রোল। শনিবার।

ইসলামাবাদ, ১০ মে : আচমকা সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণায় স্বস্তিতে পাকিস্তান সরকার। দেশের বিদেশমন্ত্রী ইশক দারের অবশ্য দাবি, আন্তর্জাতিক চাপেই যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত। এক সাক্ষাৎকারে তিনি শনিবার বলেন, 'সংঘর্ষ থামাতে প্রায় ৩৬টি দেশ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।' এ প্রসঙ্গে আমেরিকা, সৌদি আরবের সঙ্গে তুরস্কের নামও উল্লেখ করেন তিনি।

পহলগামে লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিদের হামলার পরেই পাকিস্তানকে অস্ত্র জোগানোর অভিযোগ উঠেছিল তুরস্কের বিরুদ্ধে। গত সপ্তাহে তুরস্কের একটি জাহাজ করাচি বন্দরে নোঙর করে। সেই জাহাজে পাক সেনার জন্য অস্ত্র এসেছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। এরপর চলতি সপ্তাহে তুরস্কের একটি মালবাহী বিমান পাকিস্তানে অবতরণ করে।

গত কয়েকদিনে ভারতে যে ৪০০-র বেশি ড্রোন হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান, সেগুলির অধিকাংশ তুরস্কের তৈরি বলে দাবি করেছিল ভারতীয় সেনা। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতির জন্য পাক মন্ত্রীর তুরস্ককে কৃতিত্ব দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দারের দাবি, শনিবারের এই সংঘর্ষ বিরতি শুধু সাময়িক অস্ত্র বিরতি নয়। পাকিস্তান ও ভারত পুরোপুরিভাবে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে।

ওই ঘোষণার পর শনিবার সন্ধ্যা থেকেই দেশের আকাশসীমা ফের *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

সিঁদুরের পালটা

- পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার বদলা নিতে ভারতের অভিযানের নাম 'অপারেশন সিঁদুর'
- শুক্রবার রাত থেকে পাকিস্তানের 'অপারেশন বুনিয়ান উল মারসুস' শুরু
- বুনিয়ান উল মারসুস-এর বাংলা তর্জমা হল 'সিসার শক্তপোক্ত দেওয়াল'। কোরানের একটি আয়াত থেকে নামটি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তান

আর হামলা হলে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিল ভারত

নয়াদিল্লি, ১০ মে : শুক্রবার রাতের পর থেকে ভারত-পাকিস্তানের হামলা-পালটা হামলা যুদ্ধ পরিস্থিতিকে চরমে তুলেছিল। পরিস্থিতি এমন হয় যে, শনিবার দুপুরে প্রতিরক্ষাবাহিনীর ৩ শাখার প্রধানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকের পর কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, এরপর আর যে কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলাকে যুদ্ধ ঘোষণা বলে বিবেচনা করা হবে। সেই অনুযায়ী উপযুক্ত প্রত্যাঘাতের বার্তা দেওয়া হয়।

পুঞ্চ, রাজৌরি সেক্টরে শুক্রবার রাতে চারটি ভারতীয় পোস্ট ও বসতি লক্ষ্য করে কামান ও মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ করে পাক সেনা। একের পর এক বিস্ফোরকবোঝাই ড্রোন ভারতের দিকে উড়ে আসে। যদিও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অধিকাংশ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করে ভারতীয় সেনা। তবে পাক গোলার আঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু ঘরবাড়ি। অন্তত ৩ জন গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। পঞ্জাব ও রাজস্থান সীমান্তে বেশ কয়েকটি ড্রোনকে গুলি করে নামিয়েছে সেনাবাহিনী।

জম্মু ও শ্রীনগর শহরেও আঘাত হানে পাক ক্ষেপণাস্ত্র। সেখানেও বহু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাল লেকে আছড়ে পড়ে গোলা। পালটা আঘাত হানে ভারতীয় সেনা ও বায়ুসেনা। ভূমি থেকে ভূমি ও আকাশ থেকে ভূমি ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে পাকিস্তানের বিমানঘাঁটিগুলিকে নিশানা করা হয়। বেলা বাড়তেই ভারতের হামলায় বিমানবন্দরগুলির ক্ষতি স্বীকার করে নেয় পাকিস্তান।

৮ পাক বিমানঘাঁটি ধ্বংসের পর কড়া বার্তা

সেদেশের সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে জানানো হয়, ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পাকিস্তানের ৮টি বিমানবন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেগুলি হল ইসলামাবাদ সংলগ্ন নুর খান এবং চকলালা, চকওয়াল জেলার মুরিদ, সোরকোটের রফিকি, পাক পাঞ্জাবের দক্ষিণে অবস্থিত রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর, চুনিয়ান ও পাসরুর এয়ারবেস।

হরিয়ানার সিরসায় ছুটে আসা পাক যুদ্ধাস্ত্রের অংশ। শনিবার।

গত ৪ দশক ধরে কাশ্মীরি জঙ্গিদের স্থানীয় স্তরেই মোকাবিলার নীতি নিয়ে চলেছে ভারত। এবার পাকিস্তান সমর্থিত জঙ্গিদের যে কোনও হামলাকে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলে গণ্য করে সরাসরি ইসলামাবাদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল নয়াদিল্লি। এতদিন ইজরায়েল, আমেরিকার মতো হাতেগোনা দেশ সন্ত্রাসবাদকে যুদ্ধ ঘোষণার সমগোত্র বলে গণ্য করত। এবার সেই তালিকায় শামিল হল ভারত।

ইরান, হিজবুল্লা, হুথিদের প্রতিরোধ ভেঙে ইজরায়েল যেভাবে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাসকে কোণঠাসা করেছে, অদূরভবিষ্যতে কাশ্মীরে সক্রিয় জঙ্গিদের নিশ্চিহ্ন করতে সেই একই কৌশল গ্রহণের ইঙ্গিত আছে কেন্দ্রের এই নয়া ঘোষণায়। সংঘর্ষ বিরতি হলেও পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় সেনা ও বিএসএফ চূড়ান্ত সতর্ক অবস্থায় রয়েছে বলে বিদেশমন্ত্রক ও প্রতিরক্ষাবাহিনীর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়।

কর্নেল সোফিয়া কুরেশি জানান, সীমান্ত এলাকায় সেনা বাড়াচ্ছে পাকিস্তান। সেইমতো প্রস্তুতি নিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। ভারতের এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং ব্রহ্মস মিসাইল বেস ধ্বংস করেছে বলে পাকিস্তানের দাবি সম্পূর্ণ ভুয়ো। কর্নেল কুরেশি বলেন, 'ভারতের সিরসা, জম্মু, পাঠানকোট, ভাতিন্ডা, নালিয়া ও ভুজ বিমানঘাঁটির ক্ষয়ক্ষতির খবর পুরোপুরি ভিত্তিহীন। পাকিস্তান ধারাবাহিকভাবে ভুয়ো খবর ছড়ানোর চেষ্টা করছে। চণ্ডীগড় ও বিয়াসে আমাদের অস্ত্রভাণ্ডার সুরক্ষিত রয়েছে।'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সাধারণ কাজ করতে গিয়ে দুশ্চিন্তা। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় কষ্ট বাড়বে। উদরপীড়ার কারণে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ বাতিল করতে হতে পারে। ব্যবসার কারণে দূরবর্তী স্থানে যেতে হতে পারে। সামান্য মন্দাভাব ব্যবসায় থাকলেও সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে তা কেটে যাবে।

বৃষ : দূরের প্রিয়জনের সুসংবাদে মানসিক শান্তি। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। সংসারে নতুন অতিথি আসায় খুব আনন্দলাভ। সংসারে পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণ। অতিভোজন থেকে এ সপ্তাহে অবশ্যই সতর্ক থাকুন। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে হঠাৎ মতানৈক্য এবং মনঃকষ্ট।

মিথুন : উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হলে এ সপ্তাহে কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্যের অবসান হওয়ায় মানসিক শান্তিলাভ। ব্যবসার জন্য মাত্রাতিরিক্ত ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকাই ভালো। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন। নতুন গাড়ি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত খুব দ্রুত বাস্তবায়িত হবে।

কর্কট : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। নতুন গাড়ি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত খুব দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। বন্ধুর অসামান্য সৃজনমূলক কাজের জন্য গর্বিত হবেন। বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। অতি আকাঙ্ক্ষায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিমত্তার জয় হওয়ায় জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হবে।

সিংহ : কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের বিরোধিতায় না গিয়ে আপস আলোচনায় থাকুন। এর ফলে সমস্যা মিটিয়ে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে যাবেন না। সংসারে পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণ। বন্ধুর অসামান্য সৃজনমূলক কাজের জন্যে গর্বিত হবেন। নতুন কোনও দায়িত্ব কাঁধে চাপতে পারে।

কন্যা : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ। সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্যে দুশ্চিন্তা থাকবে। প্রেমে শুভ। সৃজনশীল কাজে স্বীকৃতি মিলবে। হারানো মূল্যবান দ্রব্য ফেরত পেয়ে স্বস্তি। অযথা কোনও ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। গৃহসংস্কারে ব্যয় বাড়বে।

তুলা : সাধারণ কাজ করতে গিয়ে দুশ্চিন্তা। কোনও বিপন্ন ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। দূরের প্রিয়জনের সুসংবাদে মানসিক শান্তি। জমি নিয়ে আইনি সমস্যার উদয়। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

বৃশ্চিক : অন্যায় কাজের সঙ্গে এ সপ্তাহে আপস করার অবস্থায় চলে আসতে পারেন, যা আপনার ভবিষ্যতে সমস্যা করে তুলবে। নতুন সম্পদ ক্রয়ের সুযোগ আসবে। মায়ের পরামর্শ মেনে দীর্ঘদিনের কোনও সাংসারিক সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। হঠাৎ কোনও নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি হয়ে উঠবেন। সন্তানের সঙ্গে মতপার্থক্য হতে পারে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন।

ধনু : কোনও দুষ্ট ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করে সমস্যায় পড়তে পারেন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে আনন্দলাভ। দীর্ঘদিনের পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। সামান্য কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। অন্যায়কারীকে সমর্থন করে মানসিক যন্ত্রণা। নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বস্ত্র, রত্ন ও কেমিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হবেন।

মকর : ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্যের অবসান হওয়ায় মানসিক শান্তিলাভ। দূরের বন্ধুর সহায়তা পেয়ে ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। গৃহে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। মায়ের পরামর্শ মেনে দীর্ঘদিনের কোনও সাংসারিক সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। হঠাৎ কোনও নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি হয়ে উঠবেন। বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।

কুম্ভ : সামান্য কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। প্রেম নিয়ে দুশ্চিন্তা বাদ দিন। হঠাৎ কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছ থেকে বড় কোনও সুযোগ পেতে পারেন। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি মিলবে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দলাভ। বিদেশে যাওয়ার আশা পূরণ হতে পারে। শরীরের দিকে নজর দিন। বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

মীন : সফল হবেন। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। প্রেমের সমস্যা কেটে যাবে। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি মিলবে। মানসিক দিক থেকে সুস্থতা ফিরবে। নতুন গৃহ ও গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কন্যার বিবাহ হওয়ায় মানসিক স্বস্তিলাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২১ বৈশাখ, ১১ মে, ২০২৫, ২৭ বহাগ, সংবৎ ১৪ বৈশাখ সুদি, ১২ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৩, অঃ ৬।৫। রবিবার, চতুর্দশী রাত্রি ৭।১৭। স্বাতীনক্ষত্র অহোরাত্র। ব্যতীপাতযোগ শেষরাত্রি ৪।৫০। গরকরণ দিবা ৬।১৬ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৭।১৭ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৭।১৭ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৯।৫৬ গতে ১।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৬ গতে ২।১৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। জাতীয় প্রযুক্তি দিবস (১১ মে)। বিশ্ব মাতৃত্ব দিবস (মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার।) মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৪ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ১।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫১ গতে ৭।৩৪ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ২।৫০ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৫।৫৪ গতে ৯।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৪ গতে ৯।২ মধ্যে।

ডিসানে মক ড্রিল

কলকাতা, ১০ মে : ভারতের একমাত্র রুফটপ হেলিপ্যাড সজ্জিত ডিসান হসপিটাল একটি পূর্ণাঙ্গ মক ড্রিল আয়োজন করল। এটির মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতিতে হাসপাতালের প্রস্তুতি ও জটিল রোগী ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাই করা হয়। এছাড়া এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স ও চারচাকার অ্যাম্বুল্যান্সের মাধ্যমে রোগী আগমনের পরিস্থিতিও তুলে ধরা হয়েছে। অনুশীলনে যেসব অবস্থা তুলে ধরা হয়, তার মধ্যে ছিল বিল্ডিং ধসের ফলে গুরুতর আঘাত, দগ্ধ হওয়া, এবং বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাসে শ্বাসরোধ, যেগুলির জন্য দ্রুত ট্রায়াজ এবং সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা অপরিহার্য। ড্রিলটি পরিচালিত হয় মেডিকেল ডিরেক্টর ডাঃ সুজয়রঞ্জন দেব, ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিসেস-এর প্রধান ডাঃ মঞ্জিত কাউর এবং সিকিউরিটি ও ফায়ার সেফটি বিভাগের প্রধান মৃদুল দাস-এর তত্ত্বাবধানে। ডিসান হসপিটালস গ্রুপ-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সজল দত্ত বলেন, 'এইভাবে জরুরি অবস্থায় সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেওয়া হবে।'

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, 32+/5'-2", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/116283)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সরকার, শিলিগুড়ি, 5'-2"/29 বছর, B.Sc. Nursing পাশ, সরকারি চাকরি, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য 33 বছর-এর মধ্যে সরকারি চাকরি/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ির মধ্যে। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন, কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। Ph.No. 7908427509. (C/113473)

■ কায়স্থ, B.A., 5'-1"/34, ফর্সা, দেবারি পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র চাই। Mob : 8617861172. (C/116299)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)

■ Siliguri, কায়স্থ, 26/5'-4", M.Sc., B.Ed., CBSE School-এ PGT Teacher, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পিতা ও মাতা সরকারি চাকরিরতা। Mobile : 7001761066. (C/116285)

■ কায়স্থ, ডিভোর্সি (নামমাত্র), ২৮/৫'-২", M.A., B.Ed., 36-এর মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী (ডিভোর্সি/অবিবাহিত) উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9134523569. (C/116289)

■ ব্রাহ্মণ, 28+/4'-11", M.Sc., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/প্রঃ ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 7002582196. (C/115545)

■ কায়স্থ, M.A., B.Ed., জন্ম সন 1990, 5'-3", ফর্সা, সুদর্শনা, শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর মেয়ের জন্য অনূর্ধ্ব 40, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। যোগাযোগ-9434048912, 8918850806. (C/116323)

■ নমশূদ্র, ২৪/৫'-২", B.A. (Hon. Eng./ICSE Board), B.Ed., ICSE Board School কর্মরতা, সংগীত জানা পাত্রীর জন্য ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Ph.No. 9332038488. (C/116401)

■ পাত্রী কায়স্থ, বোস, 34/5', B.A.Pass, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, নরগণ, এমন পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী বা ভালো ব্যবসায়ী পাত্র চাই। দেবারিগণ চলিবে না। শিলিগুড়ির বা তার নিকটস্থ পাত্র চাই। মোঃ 7029965061, 9474761689. (C/113475)

■ EB, কায়স্থ, 32/5'-2", দেব, অমাঙ্গলিক, মীন রাশি, IIT Kharagpur হইতে Ph.D., বর্তমানে দিল্লিতে University-র Asstt. Prof. পদে কর্মরত (16 LPA), এইরূপ কন্যার জন্য সমতুল্য শিক্ষিত, সুচাকুরে, উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকেন বা দিল্লিতে স্থায়ী বাস, নেশামুক্ত সুপাত্র কাম্য। Mob : 9564568718. (C/115917)

■ ব্রাহ্মণ, 29+/5'-2", দেব, ফার্মাসিস্ট, চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9474028461. (C/116406)

■ রাজবংশী, মিউচুয়াল ডিভোর্সি, ফর্সা, সুশ্রী, 30/5'-1", B.A., D.El. Ed., GNM নার্সিং, কোচবিহার নিবাসী। সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। (M) 8637078129. (C/115918)

■ কায়স্থ, 36+/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, গভঃ কম্পিঃ শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য আলিপুঃ/কোচঃ স্থিত সঃ কাঃ/বেঃ সঃ চাকুরে, রাক্ষসগণ ব্যতীত সুপাত্র কাম্য। (M) 7319142186. (C/115548)

■ পাত্রী বারুজীবী, 25/5'-2", M.Sc. (Phys.), B.Ed., ফর্সা, সুদর্শনা। সরকারি চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। (M) 9475140141, 9734970198. (P/S)

■ ব্রাহ্মণ, 29+/5'-1", M.Sc. (Math), কেঃ সঃ চাকরিরতা (শিলিগুড়িতে Posting), যোগ্য ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 9635594098. (C/116417)

■ বারুজীবী, 31+/5', Eng. (H), সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা, স্বঃ/অসঃ, চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি কাম্য। (M) 8101692289. (C/115843)

■ পাত্রী 40/5'-2", M.A. পাশ, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9641449369. (C/115841)

পাত্র চাই

■ NB, কায়স্থ, 29/5', B.Tech. (IIT) পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য, কলকাতা অগ্রগণ্য। (M) 8918951457, 9064503562. (C/115842)

■ ব্রাহ্মণ, 23, B.A., 5'-3", ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9126261977. (C/116423)

Gen., বৈশ্য, 29/5'-4", সঃ ব্যাংককর্মী, পাত্রীর জন্য রাজ্য সঃ/বেসঃ চাকরিরত 32-36 মধ্যে জলপাইগুড়ি নিবাসী, Gen. পাত্র কাম্য। অভিভাবকই যোগাযোগ করিবেন। (M) 7098587127. (K)

■ SC, নমশূদ্র, ২৩, সুন্দরী, স্লিম, ৫.২ ফিট, একমাত্র কন্যা, বেসরকারি নৃত্য শিক্ষিকা, সরকারি স্বঃ/অসঃ, সুদর্শন পাত্র কাম্য। 9800375007. (K)

■ কায়স্থ, 33/5'-3", Studied in Convent, B.A., LLB (Hons.) and LLM, MNC Bangalore-এ কর্মরত, একমাত্র সন্তান, শিলিগুড়ি নিবাসী, বাবা Cent. Govt. Ret., উপযুক্ত পাত্র চাই। Mob : 8101948907.

■ কায়স্থ, ফর্সা, সুশ্রী, 31+/5'-2", M.A., D.El.Ed., নামমাত্র ডিভোর্সি। নেশাহীন উপযুক্ত ডিভোর্সি/অবিবাহিত পাত্র কাম্য। শিলিঃ। 9093104349. (C/116434)

■ পাত্রী বালুরঘাট নিবাসী, কুর্মী (মাহাতো), 28+/5'-3", সুশ্রী, M.Sc. (Zoology), B.Ed., পিতা অঃপ্রাপ্ত শিক্ষক। ছোট কন্যার জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, শিক্ষিত, চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মাহাতো অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : মোঃ 8918948150. (C/116429)

■ পাত্রী SC, 29/5', B.A.(H), D.El.Ed., টেট পাশ, গান জানা, বাবা Retd. ব্যাংককর্মী, সরকারি/বেসরকারি চাকুরে, স্বঃ/অসবর্ণ 34 মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 8116969473. (A/B)

■ বারুজীবী (দাস), 27/5'-4", M.A. (Eng.), ধূপগুড়ি নিবাসী, ঘরোয়া, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 35-এর মধ্যে সুপাত্র কাম্য। (M) 9641178422, 8918985069. (A/B)

■ শিলিগুড়ি নিকটস্থ, জেনারেল, 33/4'-11", B.Sc.(H), B.Ed., সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9832483492 (6 P.M. to 10 P.M.). (C/116432)

■ ধূপগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৪/৫'-২", ফর্সা, বিএ পাশ পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। যোগাযোগ-9474718998. (C/116433)

■ ক্ষত্রিয়, 26+/5'-4", M.A., D.Ed., কম্পিউটার। পিতা-স' মিল ব্যবসায়ী। সঃ চাকুরে/স্থায়ী ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9609791927. (C/115849)

■ বয়স 53, অবিবাহিতা, M.A., B.Ed., জলপাইগুড়ি নিবাসী, ঘরোয়া পাত্রের জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-7980833520. (K)

■ সাধারণ মধ্যবিত্ত, 22 বছর বয়স, H.S. পাশ, ব্রাহ্মণ পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই। 9804807902. (C/116322)

■ কায়স্থ, 28/5'-3", B.Sc., গভঃ অ্যাগ্রিকালচারে কর্মরত, সুন্দরী, গানজানা পাত্রীর জন্য ভদ্র পরিবারের পাত্র চাই। 9733066658. (C/116322)

■ জেনারেল, 25/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9432076030. (C/116322)

■ বয়স ৩১, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে-তে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, শিক্ষিতা, বয়স ২৬, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9332710998. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গভঃ চাকরিরতা, বয়স ২৮+, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/116322)

■ চাঁচল নিবাসী, EB কর্মকার 34/5'3", M.A. (Bengali), ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ বেঃসঃচাঃ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুপাত্র কাম্য। মালদা/ দুই দিনাজপুর অগ্রগণ্য। M-8250061882 (M-ED)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৫, B.Tech., MNC-তে কর্মরতা, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা, গান জানে। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩ বছর বয়সি, B.A. ইন জিওগ্রাফি, পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/116322)

■ বারুজীবী, M.A., B.Ed., 32/5'-3", প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য আলিপুরদুয়ারের মধ্যে বা আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 8759473826. (C/115550)

■ রাজবংশী, রং ফর্সা, 29+/5'-3", D.El.Ed., GNM ফাইনাল ইয়ার, বাবা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9749109677. (C/115552)

■ ২৮/৫'-৪", M.A., B.Ed., TET পাশ, ফর্সা, স্লিম, জলপাইঃ, শিলিঃর মধ্যে সঃ চাকুরে পাত্র চাই। 8250691836. (C/115854)

■ বালুরঘাট নিবাসী, General, 26/5'3", B.Sc (Math), B.Ed. শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য শিক্ষিত সরকারি চাকুরী কর্মরত পাত্র কাম্য। M - 9907715508 (M-114087)

পাত্র চাই

■ পাত্রী বাঙালি, সুন্দরী, কায়স্থ, ১৯৯৭ জন্ম, MBBS, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ : 080-69072062. (K)

■ পাত্রী বাঙালি, ব্রাহ্মণ, ২০০২ জন্ম, ৫'-৪", সম্ভ্রান্ত পরিবার, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ করুন : 080-69072085. (K)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ২৮+/৫', M.Sc., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতার জন্য জেলা শহর সংলগ্ন এলাকার সরকারি সংস্থায় কর্মরত, ৩২+, ছোট পরিবার, পাত্র কাম্য। 8617486694 (নিজস্ব)। (C/115855)

■ সাহা, 37/5'-1", M.A., ICDS-এ কর্মরত, ডিভোর্সি, সন্তান আছে, পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9832520618, 9126585947. (C/116318)

■ পাত্রী মোদক, 29+/5'-3", B.A. (Hons.), LLB, দেবারি, সুশ্রী। উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন-9434143100 (12 P.M.-10 P.M.). (C/116323)

পাত্রী চাই

■ দত্ত (স্বর্ণবণিক), ৩১ বছর, গ্র্যাজুয়েট (H), মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। মোঃ 9083531939. (C/116404)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, ৩৫/৬', এমবিএ, ITC, জলপাইগুড়িতে কর্মরত, নরগণ। উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজনীয়। (M) 6295942749, 7602028944. (C/115832)

■ ব্রাহ্মণ, B.Tech., Engg., 32/5'-5", একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9002690532. (K/D/R)

■ কায়স্থ, 37+/5'-6", C.A., সুদর্শন, Tax Consultant, (36 LPA), কলকাতা যাদবপুর নিবাসী, নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। ফর্সা, সুন্দরী, 32 বছরের মধ্যে স্নাতক, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 6289249175. (C/115912)

■ কায়স্থ, ৩৪/৫'-৩", H.S., উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, মা ও ছেলে, নিজস্ব ব্যবসা ও তিনটে দোকান, দুটো ভাড়া দেওয়া আছে। মা ICDS কর্মী, ছেলের এক পায়ে একটু সমস্যা আছে, তবে সব কাজ করতে পারে, সুপাত্রী কাম্য। 9933807510, 8389056795. (C/116300)

■ বাগচী, 35/6', B.Tech., IT, বৃশ্চিক রাশি, দেবগণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, অমাঙ্গলিক, 31LPA, পাত্রের জন্য লম্বা, সুশ্রী, অমাঙ্গলিক, কর্মরতা পাত্রী চাই। 9083232188. (C/116291)

■ পাত্র মণ্ডল, 30/5'-2", বাড়ি-শিলিগুড়ি, B.Com.(H), মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। পিতা রিটায়ার্ড সার্ভিসম্যান। উপযুক্ত, ঘরোয়া, সুশ্রী, 25-27'এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। No caste bar. (M) 6295855901. (C/116428)

পাত্রী চাই

■ বয়স-36+, উচ্চতা 5'-1", পেশা-গৃহশিক্ষকতা, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ফোন-9641868541. (C/113474)

■ কায়স্থ, 35/5'-6", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, মাঙ্গলিক পাত্রী চাই। (M) 9641797671. (C/116403)

■ 37, ডিভোর্সি, 5'-7", রাজ্য সরকারি গ্রুপ-সি পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9641139653. (C/116424)

■ কায়স্থ, পাত্র ব্যবসায়ী, 36+/5'-5", মাধ্যমিক ব্যাক, পিতা পেনশনার, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। সত্বর বিবাহ। (M) 9932711068. (C/116407)

■ নমশূদ্র, 49/5'-4", প্রধান শিক্ষক (প্রাইমারি স্কুল) পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 40, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9434884872. (C/116408)

■ কায়স্থ (দে), B.Com., 41/5'-5", বেসরকারি চাকরি, মাতৃ-পিতৃহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 34 পাত্রী চাই। (M) 9733142800. (C/116411)

■ B.Tech., 33, ইঞ্জিনিয়ার, MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য বাঙালি, ব্রাহ্মণ, সুশিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9531563164. (C/116418)

■ পাত্র Gen., দেবগণ, 5'-9", বিকম (Hons.), 35y, বেঃ সঃ সংস্থায় ম্যানেজার পদে কর্মরত, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, উপযুক্ত পাত্র চাই। M.No. 8388013420. (C/116422)

পাত্রী চাই

■ পাত্র বোস, ৩০, MBBS, সরকারি ডাক্তার M.O., ২২-২৮ মধ্যে ফর্সা, সুন্দরী, সুদর্শনা পাত্রী চাই। জলঃ। (M) 9083527580. (C/115845)

■ অসম বাসিন্দা, পুঃ বঃ শীল, 29/5'-7", সরকারি ব্যাংকের প্রবেশনারি অফিসার, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর অধিকারী, বর্তমান শিলিগুড়ি নিবাসী, ভদ্র পরিবারের উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজছেন। হোয়াটসঅ্যাপ Ph-7044309868/Mail-mazudj.25@gmail.com (K)

■ ৩৬, কায়স্থ, সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 8584008516. (K)

■ বারুজীবী, 32/5'-5", M.A., D.El.Ed., পাত্র ব্যবসায়ী/চাবাগান, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Ph : 9679716006, 7384896030. (C/115840)

■ কায়স্থ, দে, জলঃ, 28+/5'-6", WB Govt. Group 'A' (Lecturer) পাত্রের কায়স্থ, সুমুখশ্রী, 25-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। চাকরিরতা, উঃবঙ্গ অগ্রগণ্য। অভিভাবক যোগাযোগ করিবেন। 6294655518. (C/115846)

■ সাহা, 46+/5'-6", ফর্সা, সুদর্শন, প্রতিষ্ঠিত হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি, শহরে ৩টি দোকান, GIC এজেন্ট পাত্রের স্লিম, সুশ্রী, ঘরোয়া, অনূর্ধ্বা 37 পাত্রী কাম্য। (M) 9647846121. (C/115549)

পাত্রী চাই

■ ডিভোর্সি, 36/5'-8", B.Tech., MBA, SBI bank-এর Branch ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9734488572. (C/116322)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-8", M.Tech., রেলের ইঞ্জিনিয়ার, বাবা গভঃ Retd. অফিসার পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 7407777995. (C/116322)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 32/5'-9", B.Tech., MBA, PWD Engineer এবং উচ্চ ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9593965652. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯০, PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত সন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, শিক্ষিত, সুশীল, বয়স ২৯, B.Tech., রাজ্য সরকারি দপ্তরে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9332710998. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৩+, গভঃ চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৩, M.Tech., MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., স্টেট গভঃ উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ রুচিশীল ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন, সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (M) 9874206159. (C/116322)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, MBA, গভঃ ব্যাংক-এ কর্মরত। পিতা গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116322)

■ 1995 জন্ম, মাধ্যমিক পাশ, গোল্ড শোরুম। 20-25'এর মধ্যে ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Phone No. 8536934338. (C/115551)

■ কুম্ভকার পাল, 27+/5'-6", M.Tech. Engg., MNC (Bengaluru)-তে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য, পাত্রী চাই। (M) 8293214382 (7 P.M.-9 P.M.). (C/116323)

■ বাঙালি পাত্র, ১৯৯০ জন্ম, ৫'-১১", ইঞ্জিনিয়ারিং-এ MS, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে কর্মরত, আয় ৪ কোটি, উচ্চবিত্ত পরিবার, বাবা পরিচিত ব্যবসায়ী। উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 080-69103043. (K)

■ পাত্র বাঙালি, ডিভোর্সি, ১৯৮৭ জন্ম, M.Tech., সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, মুম্বইতে কর্মরত, ৭০ LPA, শিলিগুড়ির বাসিন্দা। উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 080-69103058. (K)

■ বাঙালি, কায়স্থ পাত্র, ১৯৯২ জন্ম, ৫'-১০", MBBS, MD, বাবা অবসরপ্রাপ্ত, মা গৃহিণী, উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 080-69103043. (K)

■ বাঙালি, ব্রাহ্মণ পাত্র, ১৯৯৭, লম্বা এবং সুদর্শন, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, সম্ভ্রান্ত, ঐতিহ্যবাহী এবং অত্যন্ত পরিচিত পরিবার। আয় ৫০ LPA, ব্যবসায়ী। যোগাযোগ : 080-69103058. (K)

■ কর্মকার, ওষুধ ব্যবসা, রায়গঞ্জ 45/5'10", 36-40 পাত্রী কাম্য। সঃ চাকুরিরতা হলে ডিভোর্সী ও বিধবা চলবে। M - 8101502217 (M-115360)

■ Govt.'A' Gazetted Lecturer, M.Tech, 36/5'9", পাত্রের জন্য সরকারি চাকুরিরতা/ সুশিক্ষিতা উঃ দিঃ পাত্রী অগ্রগণ্য। M-8942809056 (M-115360)

অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি

■ উত্তরবঙ্গের ১২ বছরের বিবাহ প্রতিষ্ঠান অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি অ্যাপ ইনস্টল করুন এবং পাত্র-পাত্রীর ছবি দেখুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। Ph : 8509292825. (C/116318)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116322)

■ শিলিগুড়ি, সাহা, (জেনারেল), 30/5'-3", M.A. (Beng.), শ্যামবর্ণা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8145272732. (C/116323)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স-২৮, উচ্চতা ৫', ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন-9635232873. (C/116323)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি, 30+/5'-3", Ph.D. (History), ফর্সা, সুন্দরী, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। একমাত্র কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। দয়া করে কোনও বিবাহ প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করিবেন না। 9475444699. (C/116323)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী, 40+/5'-7", B.Com., পাত্রের জন্য সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া, স্নাতক পাত্রী চাই। (M) 8617837871. (C/116124)

■ কায়স্থ, বয়স 38, উচ্চতা 5'-6", CA, বেসরকারি কর্মরতা পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 8016920942 (6 P.M.). (C/116309)

■ কায়স্থ, 31/5'10", ইঞ্জিনিয়ার। বর্তমানে বিদেশে কর্মরত। শীঘ্রই স্থায়ীভাবে দেশে ফিরবে। নির্দিষ্ট স্বল্প সময়ের জন্য বিদেশে যেতে আগ্রহী সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। M-9002026302 (M-115360)

■ রায় (কাশ্যপ গোত্র), 35/5'-6", আলিপুরদুয়ার জংশন নিবাসী, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য 23-30 বছরের মধ্যে ধার্মিক পাত্রী চাই। (M) 8731846481. (C/115544)

■ কায়স্থ, 40/5'-7", শিক্ষিত, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্বঃ/অসঃ, অনূর্ধ্ব 34, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। ফোন-8348907295. (C/115546)

■ নমশূদ্র, কাশ্যপ গোত্র, স্নাতক (Eng.), 30/5'-5", ফর্সা, সুদর্শন, একমাত্র পুত্র, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কেবলমাত্র অভিভাবকই যোগাযোগ করবেন। (M) 8293813168. (No caste bar). (A/B)

■ সাহা, 32/5'-5", M.Tech., MNC, উত্তরবঙ্গের সাহা, সুশ্রী, ফর্সা, 26, B.Tech./M.Tech./MBA, MNC চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। Mo. 9475652190. (B/S)

■ মুখার্জি, 70+, কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশনভোগী, আলিপুরদুয়ারে নিজস্ব বাড়ি, নিঃসন্তান ব্যক্তির জন্য ৫০-৫৫ মধ্যে ইস্যুলেশ পাত্রী চাই। আইনগতভাবে স্ত্রীর মর্যাদা ও স্বামীর অবর্তমানে পেনশন পাবে। ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। (M) 7908658329. (C/115547)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, ৩৯ বৎসর, ৫'-৫", বিটেক ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি অফিসার। নিরামিষাশী পাত্রের উপযুক্ত নিরামিষাশী, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9474965029, 9593892494. (C/116414)

■ ব্রাহ্মণ, 29+/5'-7", Veterinary ডিপ্লোমা, বাবা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, Veterinary প্র্যাকটিস (Pvt.) করা পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। Ph : 9641758018. (C/116415)

■ জেঃ, জন্ম ৯০, 5'-11", M.A. (In Com.), ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের জন্য ৩০-এর মধ্যে পাত্রী চাই। সহমতে শীঘ্র বিবাহে ইচ্ছুক। অভিভাবক ফোন করুন। Mob : 9593937157. (C/115848)

■ কায়স্থ, 32+/5'-5", ব্যবসায়ী, মাসিক উপার্জন কুড়ি হাজার টাকা, পাত্রের জন্য ফর্সা, ভদ্র পরিবারের অনূর্ধ্ব 27 বছর-এর পাত্রী চাই। (M) 8207093110. (C/115847)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", সরকারি চাকরি, স্বল্পদিনে ডিভোর্সি, ইস্যুহীন, ফর্সা, সুশ্রী, 40-এর মধ্যে অবিবাহিতা, B.A. পাশ পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/116320)

■ পাত্র, বয়স ৩১, উচ্চতা ৫'-৯", পাল, রেলে কর্মরত (Gr.-C), আলিপুরদুয়ার জংশন নিবাসী। ফর্সা, শিক্ষিত, সুন্দরী এবং ঘরোয়া পাত্রী চাই। বয়স ২১-২৬'এর মধ্যে। ফোন : ৬২৯৭৩৪৭২৫২. (C/116427)

■ রাজবংশী, শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স 33+, উচ্চতা 5'-8", B.Tech. (Electronics) from IIT Kharagpur, Private Company-তে Software Engineer, পাত্রের জন্য শিক্ষিত, উপযুক্ত পাত্রী চাই। Mobile : 7908954867. (C/116442)

■ WB, ব্রাহ্মণ, 34+/5'-3", কেঃ সরকারি কর্মচারী, অনূর্ধ্বা ৩০, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতা, সুমুখশ্রী, ঘরোয়া, উঃবঙ্গ পাত্রী প্রয়োজন। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 9749586743. (B/B)

■ বৈদ্য, 28, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, 5'-6", পাত্রের জন্য সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, স্নাতক পাত্রী চাই। পাত্রের নিজ বাড়ি শিলিগুড়ি শহরে। 9733003399. (C/113477)

■ কায়স্থ, 32+, Reliance IT, Slg. কর্মরত পাত্রের জন্য কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 7602031370. (C/113478)

■ 36/5'-5", ব্রাহ্মণ, B.Com. (H), বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। নমশূদ্র বাদ, ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। (M) 9749374768. (C/116318)

■ Gen., 32/5'-9", জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, রাজ্য সচিবালয়ে কর্মরত, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9641333564. (C/116430)

■ ব্রাহ্মণ, দেবারি, 43, অল্পদিনে ডিভোর্সি, ব্লক অফিসে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, মা ও ছেলে, ৩৭ অনূর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। 9434687482. (S/M)

চাপড়ামারির জঙ্গলে রেললাইনে দাঁড়িয়ে হাতি।

লাইনে হাতি, থামল ট্রেন

নাগরাকাটা, ১০ মে : জরুরিকালীন ব্রেক কষে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মাকনা হাতির প্রাণরক্ষা করলেন শিলিগুড়ি জংশন থেকে ধুবড়িগামী আপ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের লোকোপাইলট অরুণাভ মিত্র ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোপাইলট রাকেশ কুমার। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে চালসা ও নাগরাকাটা স্টেশনের মাঝে চাপড়ামারির জঙ্গল চেরা রুটে।

৬৮/৭ নম্বর পিলারের কাছে দুই চালক হঠাৎ একটি হাতিকে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন, তাঁরা জরুরিকালীন ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দেন। হাতিটি জঙ্গলে ঢোকার পরই ফের গন্তব্যের দিকে রওনা দেয় ট্রেন। এই নিয়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলপথে পরপর কয়েকটি হাতি রক্ষার ঘটনা ঘটল। লোকোপাইলট হিসেবে অরুণাভ মিত্র এই নিয়ে মোট চারবার হাতির প্রাণরক্ষা করলেন।

সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে তাঁর কাজকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন রেলের কর্তারা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'হাতি সহ অন্য বুনোদের রক্ষায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ট্রেনচালকদের বিষয়টি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে সচেতন করা হয়।'

যুব নেতার 'কেলেঙ্কারি'

সংগঠনের মহিলা কর্মীর অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ১০ মে : এক ডিওয়াইএফআই কর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল ডিওয়াইএফআই জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক শুভায়ু পালের বিরুদ্ধে।

শুক্রবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ওই মহিলা ডিওয়াইএফআই কর্মী এই অভিযোগ করেন। তবে তিনি এখনও পুলিশের কাছে এনিয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি বলে সেই পোস্টে নিজেই জানিয়েছেন। এবিষয়ে শুভায়ুর বক্তব্য, 'আমার যা বলার দলের জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছি। যা বলার ওঁরা বলবেন।'

এর আগে প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী, সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য এবং টালিগঞ্জ এরিয়া কমিটির নেতা সোমনাথ ঝা'র বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল। এই জাতীয় অভিযোগ ঘিরে বেশ কয়েকবার বিপাকে পড়েছে সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব।

সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে বাম যুব সংগঠনের মহিলাকর্মীর অভিযোগ, ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সম্পাদক গত কয়েকমাস ধরে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন অশালীন কথাবার্তা বলেছে। কুপ্রস্তাব দিয়েছে। এমনকি অশালীন অঙ্গভঙ্গি করেছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তাও করেছে।

তিনি সব ঘটনা ডিওয়াইএফআই শহর লোকালের তৎকালীন সভাপতি দেবরাজ বর্মন ও সম্পাদক দেবব্রত ভৌমিককেও জানিয়েছিলেন বলে দাবি করেন। কিন্তু তারপরও দল কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। এই অভিযোগের ভিত্তিতে দেবরাজ বলেন, 'হ্যাঁ, আমার কাছে অভিযোগ আসে। আমি দলের জেলা নেতৃত্বকে সেটা জানিয়েছি।'

ওই মহিলা পোস্টে আরও লিখেছেন, বিভিন্ন সময়ে শুভায়ু সংগঠনের কর্মসূচির নাম করে তাঁর বাড়িতে আসত। ইউনিট কমিটির মিটিংয়ের নামে তাঁকে রাতে ডেকে নিয়ে যেত।

অশালীন মেসেজগুলোর রিপ্লাই না করলে বাড়ি পৌঁছে যেত। বারবার সতর্ক করার পরও ওই বাম যুব নেতা অশালীল কার্যকলাপ বন্ধ করেনি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এমনকি শুভায়ু জোর করে মোবাইল কেড়ে তাঁর পাঠানো মেসেজ ডিলিট করতে চায় বলে অভিযোগ করেন ওই মহিলা। তিনি আরও জানান, '১২ এপ্রিল সিপিএমের জেলা সম্পাদককেও সম্পূর্ণ বিষয়টি জানানো হয়।' তবে অভিযোগকারিনীকে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এবিষয়ে আমি এখন কোনও মন্তব্য করতে চাই না। আমি দলের ওপর বিষয়টা ছেড়ে দিয়েছি।'

এই অভিযোগ নিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক পীযূষ মিশ্রর বক্তব্য, 'আমাদের দলের নিজস্ব শৃঙ্খলা রয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে যা করণীয় দল সেটা করছে।'

নমশূদ্র উৎসব

রাজগঞ্জ, ১০ মে : পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব রবিবার অনুষ্ঠিত হবে আমবাড়ি তারঘেরা ময়দানে। তার আগে শনিবার উৎসবের চূড়ান্ত প্রস্তুতি ঘুরে দেখলেন আয়োজক তথা বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তুষারকান্তি দত্ত এবং ভবানীশংকর রায়। তুষার বলেন, 'এই উৎসবে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক থাকবেন। এসব শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, নমশূদ্র সমাজের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে স্মরণের একটি উদ্যোগ।'

উত্তরের শিকড়

নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত স্টেশন

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নাম জড়িয়ে রয়েছে জলপাইগুড়ি স্টেশনের। এই স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পা রাখলেই জলপাইগুড়িতে আসা পর্যটক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন এই স্টেশনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। যেকারণে জলপাইগুড়ি স্টেশনকে হেরিটেজ তকমা দেওয়ার দাবি উঠেছে অনেকদিন আগেই।

কী এই স্টেশনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট? ইতিহাস বলছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জলপাইগুড়ি এসেছিলেন। জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনেই ট্রেন থেকে নেমেছিলেন নেতাজি। দিনটা ছিল ১৯৩৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। সেইবারই শহরের কংগ্রেসপাড়া মাঠের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনের মঞ্চ থেকে 'ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো' ডাক দিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। সেই দিনের নেতাজির বিভিন্ন কর্মসূচিকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে নেতাজি সুভাষ মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল ফাউন্ডেশনের তরফে জলপাইগুড়ি স্টেশনে একটি ফোটোগ্যালারি ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। নেতাজির জলপাইগুড়ি আসার সেই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি স্টেশন হেরিটেজ তকমা দেওয়ার দাবি ওঠে। ইতিমধ্যে অমৃতভারত প্রকল্পে জলপাইগুড়ি স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

স্টেশনের পুরোনো ঘরগুলিকে অক্ষত রেখে শুরু হয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ। ইতিপূর্বে জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায় জানিয়েছিলেন, নেতাজির জলপাইগুড়ি আসার সঙ্গে টাউন স্টেশনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সে কারণে টাউন স্টেশনে একটি নেতাজির মূর্তি বসানো হবে। নেতাজি সুভাষ মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল ফাউন্ডেশনের তরফে প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় বলেন, 'জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। যেকারণে এই স্টেশনকে হেরিটেজের দাবি আজও আমরা করে আসছি।'

বন্ধন লাইফের নতুন স্কিম

নিউজ ব্যুরো

১০ মে : ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জীবনবিমা কোম্পানি বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্স, তাদের নতুন প্রজন্মের ইউনিট লিংকড জীবনবিমা পরিকল্পনা 'বন্ধন লাইফ ইউলিপ প্লাস'-এর সূচনা করল। এটি বার্ষিক প্রিমিয়ামের ৫০ গুণ পর্যন্ত লাইফ কভার, প্রিমিয়াম অ্যালোকেশন ও মৃত্যুহার চার্জ ফেরতযোগ্য, নমনীয় বিনিয়োগের সুযোগ ও দীর্ঘমেয়াদি মূল্য সংযোজনের সুযোগ প্রদান করে।

বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্স-এর এমডি ও সিইও সত্যেশ্বর বি বলেন, 'স্বপ্নের বাড়ি, পড়াশোনা বা নিশ্চিত অবসর- যে লক্ষ্যই হোক না কেন, ইউলিপ প্লাস গ্রাহকদের দেয় সেই 'প্লাস ফ্যাক্টর' উচ্চ সুরক্ষা, প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং নমনীয়তা- সবকিছুই এখন এক প্ল্যানে রয়েছে।' বন্ধন লাইফের চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার শৈবাল ঘোষ বলেন, 'ইউলিপ প্লাস বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাস দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে।'

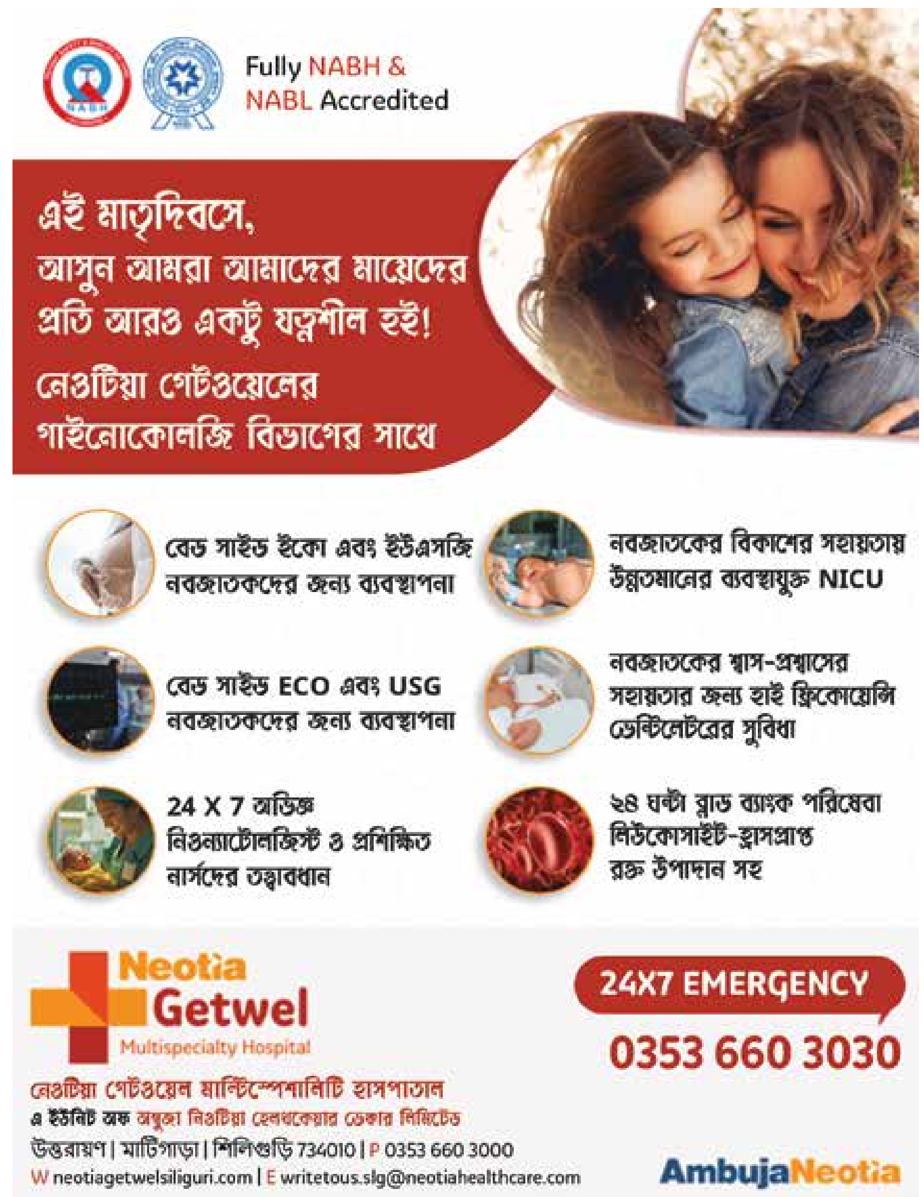

পাকিস্তান জিন্দাবাদ পোস্ট, গ্রেপ্তার তরুণ

হরিরামপুর, ১০ মে : পহলগাম ঘটনার পর থেকেই যুদ্ধের আবহে তোলপাড় গোটা দেশ। এহেন পরিস্থিতিতে দেশের মাটিতে বসে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার অপরাধে গ্রেপ্তার হরিরামপুরের এক তরুণ। ওই তরুণের নাম আরিফ মহম্মদ (২২)। তার বাড়ি হরিরামপুরের বৈরহাট্টা পঞ্চায়েতের মালিয়ানদিঘি সংলগ্ন বড়বগুলাহার গ্রামে। বাবা সিদ্দিক হোসেন একজন অবস্থাপন্ন কৃষক। ওই তরুণ বুনিয়াদপুর কলেজে পড়াশোনা করত। সিদ্দিক হোসেনের এক ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে আরিফ ছোট। শনিবার সকালে আরিফ নিজের ফেসবুকে 'আই লাভ সৌদি আরব, আই লাভ পাকিস্তান জিন্দাবাদ' লিখে পোস্ট করে। সেই পোস্ট বিভিন্ন মাধ্যম হয়ে প্রশাসনের নজরে আসতেই আসরে নেমে পড়ে হরিরামপুর থানার পুলিশ। আইসি অভিষেক তালুকদারের নেতৃত্বে শুরু হয় পাকড়াও অভিযান। এরপর আরিফ মহম্মদকে বৈরহাট্টা পঞ্চায়েতের এক জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গঙ্গারামপুর মহকুমার এসডিপিও দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী পোস্ট করার কারণে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার নির্দিষ্ট ধারায় মামলার ভিত্তিতে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তাকে পেশ করা হবে।'

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ইয়াসিন আলি জানান, 'প্রশাসন সমস্ত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে এটাই আশা করব।' বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।'

এক মঞ্চে থেকেও পরস্পরের প্রতি নীরব রবি-উদয়ন

'কথার প্রয়োজন ফুরিয়েছে'

গৌরহরি দাস

ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও উদয়ন গুহ।

কোচবিহার, ১০ মে : তাঁরা একসঙ্গে প্রদীপ জ্বালালেন, ব্যাডমিন্টনও খেললেন। কিন্তু হাত মেলানো বা সৌহার্দ্য বিনিময় তো দূরের কথা, একে অপরের সঙ্গে একটা কথাও বললেন না। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শনিবার রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও উদয়ন গুহ ঘণ্টাখানেক একসঙ্গে কাটালেও তাঁদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে দলেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে রবির বক্তব্য, 'ওদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।' উদয়নের জবাব, 'অনেক কথা বলেছি। নতুন করে আর বলার কিছু নেই।'

জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সংস্থার পরিচালনায় শনিবার ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ি সংলগ্ন কোচবিহার স্টেডিয়ামের নেতাজি সুভাষ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নেপাল, ভুটান সহ ভারতবর্ষের অসম, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সেই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহার স্টেডিয়াম কমিটির চেয়ারম্যান তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত, জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে রবি ও উদয়ন দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত থাকার পাশাপাশি প্রদীপ জ্বালিয়ে ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনও করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুজনকে একবারের জন্য নিজেদের মধ্যে একবারও কথা বলতে দেখা যায়নি। অনুষ্ঠান শেষে বিষয়টি নিয়ে রবির বক্তব্য, 'ওঁর সঙ্গে সব কথা অনেক আগেই ফুরিয়েছে। এখন আর নতুন করে কিছু বলার নেই। ভবিষ্যতে আবার বলব।' বিষয়টি নিয়ে উদয়ন বলেন, 'এতদিন ধরে ওঁর সঙ্গে অনেক কথা বলেছি। নতুন করে আর কী কথা বলব? তাছাড়া খেলার সময় কথা বলতে নেই। বেশি কথা বললে আবার আয়ু ক্ষয় হবে।'

রবি ও উদয়নের মধ্যে সম্পর্ক বরাবরই অহিনকুলের। বছর দুয়েক আগে দলনেত্রীর ধমক খেয়ে এই দুই নেতা অনেকটা কাছাকাছি এসেছিলেন। এরপর দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে মঞ্চে তাঁদের একসঙ্গে হাসিমুখে গল্প করা বা একান্তে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। তৃণমূলের অন্দরে অনেকেই অবশ্য বলতেন, তাঁদের এই কাছাকাছি আসাটা আন্তরিকতার চেয়ে অনেকটাই বেশি লোকদেখানো। এই অবস্থায় বছরখানেক আগে প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে রবি ঘোষের পুনরায় মিল হওয়ার পর থেকেই হিপ্পি-উদয়ন গোষ্ঠীর সঙ্গে রবি-পার্থ গোষ্ঠীর দূরত্ব বাড়তে শুরু করে। গত কয়েকমাসে দলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সরাসরি রবির নাম না করলেও তাঁকে উদ্দেশ করে উদয়নকে নানা কটাক্ষ করতে শোনা যায়। পালটা দিতে ছাড়েননি রবিও। তিনি তাঁদের উদ্যোগে দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সরাসরি উদয়নের নাম না করে কখনও নিজে আবার কখনও বা নিজের অনুগামীদের দিয়ে মন্ত্রীকে নানা কটাক্ষ করেছেন। সবমিলিয়ে দলের এই দুই বর্ষীয়ান নেতার মধ্যে সম্পর্ক আবার আগের মতোই তিক্ত হয়ে উঠেছে।

শনিবার ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে সেই ছবিই লক্ষ করা গিয়েছে। বরং সেই তিক্ততার ঝাঁঝ আরও বেড়েছে। আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে দুই নেতার সম্পর্ক দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলেই মনে করছেন দলের নীচুতলার কর্মী-সমর্থকরা।

ফালাকাটা রুটে অবাধে মাদক পাচার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১০ মে : মাদক পাচারের রুট ফালাকাটা শহর। শনিবারের দুই ঘটনায় সেটাই সামনে এল। একদিনেই মাদকের বিরুদ্ধে জোড়া সাফল্য পেল ফালাকাটা থানার পুলিশ। ব্রাউন সুগার ও গাঁজা সহ মোট চারজন ধরা পড়েছে। এর মধ্যে একজন মহিলাও আছে। ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে এসে ধরা পড়ে আবদুল কুদ্দুস। তার বাড়ি মালদার কালিয়াচকে। আবার কোচবিহার থেকে বাসে করে বর্ধমানে ব্যাগভর্তি গাঁজা পাচারের সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে তিনজন। বর্ধমানের কালনার দুই তরুণ তন্ময় দাস ও অমিয় দাস। এছাড়াও ঝুমা মণ্ডল নামে এক মহিলাকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত চারজনের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ফালাকাটাকে ব্যবহার করেই এখন আশপাশের সব এলাকাতেই মাদক কারবারিদের রমরমা। জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ বলেন, 'দুটি পৃথক জায়গা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

মূলত গাঁজা কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে বাসে ফালাকাটা দিয়ে পাচার করা হয়। যতবার ফালাকাটায় গাঁজা উদ্ধার হয়েছে, ততবারই কোচবিহার ও দক্ষিণবঙ্গ যোগ পাওয়া গিয়েছে। আবার ব্রাউন সুগার পাচার, সেবন সহ নানা কারণে শহরের তরুণরা ধরা পড়েছে। তাদের কাছে ব্রাউন সুগার নাকি দক্ষিণবঙ্গ থেকেই আসছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে এক তরুণ ফালাকাটা স্টেশনে নামে। তার কাছে ব্রাউন সুগারের প্যাকেট ছিল। পুলিশ ওই খবর পেয়ে স্টেশন সংলগ্ন মাঠে অপেক্ষা করতে থাকে। আবদুল এলাকায় আসা মাত্রই তাকে পাকড়াও করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য ২ লক্ষ টাকা। এই ঘটনার পাশাপাশি এদিন ফালাকাটা শহরের দুলালের দোকান এলাকার নাকা পয়েন্টে কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িগামী একটি বাস থামিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। বাস থেকে উদ্ধার হয় ৩৭ কেজি গাঁজা। ৬টি ট্রাভেল ব্যাগে লুকিয়ে রাখা ছিল ওই গাঁজা। পুলিশ জানিয়েছে, ওই গাঁজা মাগপালা থেকে বর্ধমানের কালনায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

মহিলা সহ ধৃত ৪

আজ টিভিতে

বৈশাখী মহাপার্বণ **কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে** সন্ধ্যা ৭.৩০ **সান বাংলা**

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ তিনমূর্তি, দুপুর ২.০০ পূজা, বিকেল ৫.০০ শিমুল পারুল, রাত ৯.৩০ বিরোধ, ১২.৩০ মিশন কমান্ডো

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সোনার সংসার, ১০.০০ টোটাল দাদাগিরি, দুপুর ১.০০ ছোটবউ, বিকেল ৪.১৫ লভ ম্যারেজ, সন্ধ্যা ৭.১৫ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.১৫ মা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.৫০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধ্যা ৭.৫৫ সন্তান, রাত ১০.৪০ আমাদের জননী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মাদার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শতরূপ, সন্ধ্যা ৭.৩০ বড়বউ

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.০৯ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৩.০৯ ভালাত্তি, ৫.২২ খুংখার, সন্ধ্যা ৭.৫৫ জওয়ান, রাত ১১.২৭ সত্যমেব জয়তে

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ৯.৫৪ রক অন-টু, দুপুর ১২.২৫ মনিকর্ণিকা : দ্য কুইন অফ ঝাঁসি, ২.৫৪ মিলি, বিকেল ৫.০২ তুম্বাড়, সন্ধ্যা ৬.৪৬ ব্লার, রাত ৯.০০ গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, ১১.৩৪ এনএইচ ১০

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.৪০ রক্ষা বন্ধন, দুপুর ১.৫৮ ক্রু, বিকেল ৪.১৫ ডাংকি, সন্ধ্যা ৭.৩০ বিবাহ

মুভিজ নাউ : বেলা ১১.০০ ভ্যাম্পায়ারস সাক, দুপুর ১২.১৭ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, ১.৪৯ রিও, বিকেল ৩.২২ এক্স-টু, বিকেল ৫.৩০ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, সন্ধ্যা ৬.৫৭ দ্য গডস মাস্ট বি ক্রেজি, রাত ৮.৪৫ চাইল্ডস প্লে, ১০.০৯ হোটেল ট্রানসিলভেনিয়া-থ্রি

প্রেমের কাহিনী সন্ধ্যা ৭.১৫ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

ডাংকি বিকেল ৪.১৫ **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি**

লিটল ম্যানহ্যাটন সন্ধ্যা ৭.৩০ **রমেডি নাউ**

শুরু হচ্ছে **হচ্ছেটা কী** সোম থেকে শনি বিকেল ৫.১৫ **স্টার জলসা**

প্রকৃতির মাঝে।। *মূর্তি নদীতে পর্যটকরা। শনিবার।* ছবি : *অপর্ণা গুহ রায়*

অ্যালেনে নতুন ব্যাচ

কোটা, ১০ মে : মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-২০২৫-এর পরে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট নিট-ইউজি ২০২৬-এর প্রস্তুতির জন্য নতুন ব্যাচ শুরু করার তারিখ ঘোষণা করেছে। এই ব্যাচগুলিতে ভর্তির জন্য অ্যালেন তার ফি-এর ৯০ শতাংশ পর্যন্ত পড়ুয়াদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এছাড়া দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া পড়ুয়াদের জন্য আগামী ১৪ মে থেকে অ্যালেন রিপিটার লিডার ব্যাচ শুরু হবে। ১২ থেকে ১৭ মে পর্যন্ত অ্যালেন স্কলারশিপ অ্যাডমিশন টেস্ট চলবে। এবিষয়ে অ্যালেন কোটার সভাপতি ভিনোদ কুমাওয়াত বলেন, 'দশম ও একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য নিট নারচার ব্যাচগুলি ১৫ ও ২৯ মে থেকে শুরু হবে। তার সঙ্গেই দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিট ২০২৬-এর প্রস্তুতি ব্যাচ ১৫ মে থেকে শুরু হবে। অন্যদিকে জেইই-মেইন অ্যাডভান্স-এর জন্য একাদশ শ্রেণির নারচার ব্যাচ ২১ মে থেকে এবং দ্বাদশের জন্য লিডার ব্যাচ ২৫ মে ও ১৩ জুন থেকে শুরু করে।' তিনি আরও জানান, নিট ২০২৫-এর পরীক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এবং আনসার কি মিলিয়ে নিজেদের সম্ভাব্য প্রাপ্ত নম্বর অনুমান করছেন। ফলে কাউন্সেলিং-এর ফলের অপেক্ষা না করে তারা পুনরায় পরীক্ষা প্রস্তুতি শুরু করতে পারবেন। এব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য www.aleen.ac.in -এ পাওয়া যাবে।

আংরাভাসার এমএসকে থেকে ১৩ অগ্নিবীর

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১০ মে : এই স্কুল যেন অগ্নিবীর তৈরির পাঠশালা। নাগরাকাটার আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কণ্ঠ বর্মন মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের (এমএসকে) ১১ প্রাক্তনী একসঙ্গে সেনার অগ্নিবীরে সুযোগ পেয়েছিলেন গত বছর। এবার সুযোগ পেয়েছেন আরও ২ প্রাক্তনী। যুদ্ধ আবহ থাকুক কিংবা নাই থাকুক, তাদের ছেলেরা যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত। এমনটাই বলছে ওই স্কুল সহ গোটা গ্রাম। দেশ সেবায় গোর্খা জনজাতি যে বরাবরই এগিয়ে ওই গ্রামের একের পর এক তরুণদের সেনাতে শামিল হওয়ার তীব্র বাসনার মাধ্যমে সেটাও প্রমাণিত হচ্ছে বলে মত সামাজিক মহলের।

কণ্ঠ বর্মন এমএসকে-র যে ১১ ছাত্র ২০২৪ এ অগ্নিবীর হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই আপার কলাবাড়িবস্তির বাসিন্দা। এবার সপ্তাহ দুয়েক আগে যাঁরা প্রশিক্ষণে গিয়েছেন, তাঁদের একজন আপার কলাবাড়ির ও অপর তরুণ লাগোয়া রাঙ্গাতিবস্তির বাসিন্দা। তাঁদের নাম যথাক্রমে নারায়ণ পৌডেল ও সনম ভুজেল। দুজনেই এবছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। নারায়ণের দাদা নরেশ বলেন, 'আমাদের ৩ ভাইয়ের মধ্যে নারায়ণ সবেচেয়ে ছোট। ওর লক্ষ্যই ছিল সেনা হবে। ভাইয়ের জন্য সবাই গর্বিত। দেশ সেবার এমন সুযোগ কি আর সবাই পায়।' সোনমের মা সরকিনীর কথায়, 'ছেলের প্রতি অগাধ আস্থা রয়েছে। ছোট থেকেই দেশের প্রতি ওর অন্যরকমের টান।'

ডায়নার জঙ্গলঘেরা আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আপার কলাবাড়ি কিংবা রাঙ্গাতি ভয়ংকর হাতি উপদ্রুত এলাকা। সন্ধ্যা ঘনালেই দোরে দোরে খিল পড়ে। বাসিন্দাদের একসময়ের মূল জীবিকা চাষাবাদ থাকলেও ঐরাবতবাহিনীর পেটেই সমস্ত ফসল চলে যাওয়ায় বেশিরভাগই এখন পরিযায়ী শ্রমিক। প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েদের উচ্চ প্রাথমিকের ভরসা একমাত্র ওই এমএসকে। সেখান থেকে এরপর মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা করতে পাড়ি দিতে হয় ১১ কিলোমিটার দূরের বানারহাটে।

আপার কলাবাড়ি থেকে গতবার যাঁরা সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন বিশাল সোনার, রোহন ছেত্রী, রোশন ছেত্রী, রোহিত ছেত্রী, রাহুল ছেত্রী, আমন ছেত্রী, সন্তোষ ছেত্রী, সারন ছেত্রী, পবন থাপা, রোমিও রাই ও নবীন প্রধান। প্রত্যেকেই দুঃস্থ পরিবারের সন্তান। আপার কলাবাড়ির পঞ্চায়েত সদস্য প্রকাশ ছেত্রী বলেন, 'এলাকার ৩০০ বাড়ির মধ্যে ১০০ বাড়িরই কেউ না কেউ সেনা বা আধা-সেনায় রয়েছে। এখন অগ্নিবীরে সুযোগ করে নিচ্ছে। এজন্য তরুণদের লড়াই চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।' তিনি জানান, ভোর ৩টে থেকেই শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে গ্রামের রাস্তায় প্রতিদিন অন্তত ৫০ জন করে দৌড়ায়। কণ্ঠ বর্মন এমএসকে'র শিক্ষক ভক্তে বাহাদুর ছেত্রীর কথায়, 'অগ্নিবীর প্রকল্প চালু হওয়ার বছর তিনেকের মধ্যেই ১৩ জন প্রাক্তনী সুযোগ পেয়েছে। এর চেয়ে গর্বের বিষয় আর কিই বা হতে পারে। স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদেরও আমরা প্রতিনিয়ত ওদের কথা তুলে ধরে উদ্বুদ্ধ করি।'

এই স্কুলই যেন অগ্নিবীর তৈরির পাঠশালা। নাগরাকাটার আংরাভাসায়।

> অগ্নিবীর প্রকল্প চালু হওয়ার বছর তিনেকের মধ্যেই ১৩ জন প্রাক্তনী সুযোগ পেয়েছে। এর চেয়ে গর্বের বিষয় আর কিই বা হতে পারে। স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদেরও আমরা প্রতিনিয়ত ওদের কথা তুলে ধরে উদ্বুদ্ধ করি।
>
> **ভক্তে বাহাদুর ছেত্রী** *শিক্ষক, কণ্ঠ বর্মন মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র*

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO: BANARHAT/BDO/NIT-002/2025-26. Last date of online bid submission 16/05/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
RAID-2
(H)
xing : Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh
Time : 12.30, 3.30, 6.30
A.C/Dolby Digital

ভর্তি

■ নার্সিং, GNM/BSc ও ফিজিও কোর্সে স্বল্প ব্যয়ে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন- গোরী সেবাপীঠ : শিলি ঃ 9832055956, কোচ ঃ 8293384885. (C/116409)

CLUNY WOMEN'S COLLEGE, KALIMPONG
(NAAC Accredited AICTE Approved)
ADMISSION OPEN 2025-2026
TO
B.A., B.C.A. & B.COM.
Visit: www.clunycollege.ac.in
Contact: 7001577851, 9474904881, 9933462533

Tuition

■ Math, Sc. I.T ব্যাচে/বাড়ি গিয়ে পড়ানো হয়। (V-XII)। (CBSE/ICSE/WB)। লেকটাউন। M : 9832034289. (C/113476)

■ XI-XII Physics and (NIT/J-E main). taught. Slg.(Vivekananda Pally.)- 7031765322. (C/116435)

■ Private tuition for H.S. Political Science, Siliguri. 9832302513. (K)

■ Law private tuition for LLB & B.Com, BBA Students 9832302513. (K)

স্পোকেন ইংলিশ

■ শুধু উচ্চারণ চর্চায় স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার গাইডেন্স। শিলিগুড়ি, কোচবিহার/দিনহাটা। M : 9733565180. (C/116322)

রাজবংশী দরিদ্র মেধাবৃত্তি

■ যে সকল রাজবংশী দরিদ্র ছাত্রছাত্রী কুচবিহার জেলায় স্থায়ী বাসিন্দা এবং ২০২৫ সালের মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৮৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করেছে তারাই কেবলমাত্র এই বৃত্তির জন্য আবেদনযোগ্য। যোগাযোগ : দি কুচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটি, গুঞ্জবাড়ি, কুচবিহার, মোঃ ৯৮৩২৫৮৮৪৬৬/৯৭৩২৫৫৯৮৭৪. (C/115920)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়িতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আয়ের সুযোগ। যোগাযোগ- 7595817526. (K)

■ দাগের ছুটি, বাসনের মুক্তি! কাজের জিনিস, সাশ্রয়ী দাম- গ্রিন প্যাড প্রথম 50 জন ক্রেতার জন্য বিশেষ ছাড়! কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? (মোঃ) ৮০১৬৩২১২০৬- শিলিগুড়ি। (C/116425)

পেয়িং গেস্ট

■ শিলিগুড়ি লেক টাউন, কর্মরত মহিলা P.G চাই- 9907048810. (C/116441)

ভাড়া

■ SF Road office 750 SFT. 1st floor on rent. Good for CA, Dr., LLB etc. M : 9434044737. (C/116292)

■ 1 BHK fully furnished flat with terrace for women/girls, at Venus More, H.C. Road, Siliguri. M : 8918394139.

■ প্রাইম লোকেশন কমার্সিয়াল স্পেস ভাড়া/লিজ/সেল থানা রোড, ইটাহার, উঃ দিনাজপুর 800 SF/1200 SF/1500 SF/4500 SF. M : 9563394271. (C/116324)

■ To-Let 3 BHK, G. Floor, near Kidzee School, Pref S/Man, Rent-11000/-, Babupara. 9434096777. (C/116323)

■ MG Marg, Gangtok-এর কাছে বাসস্টপে ভোজনালয় ভাড়ায় দিব। M 94341-17292. (C116322)

■ জলপাইগুড়ি থানা রোডে দুটি দোকান ঘর একত্রে ১৬৫+100 স্কোঃ ফিঃ, জল, কল, বাথরুম আছে। 9434117861. (C/115851)

কিডনি চাই

■ মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪০ বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 7063721185. (C/116437)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/116318)

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ লে-লাদাখ 27/9, স্পিতী ভ্যালি 5/9, হিমাচল+ অমৃতসর 8/10, কাশ্মীর 28/9, 8/10, রাজস্থান 8/10, উত্তর ভারত + অযোধ্যা 28/9, কেরল 10/10, আন্দামান যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

বিক্রয়

■ জমি বিক্রয় নেপালি বস্তি এবং দোকান বিক্রয় Hill Cart Road. শিলিগুড়ি। M : 98320-42908. (C/116283)

■ 1 BHK flat sale, Sushrut Nagar, Slg., buyers only call 9635314408. (C/116287)

■ শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগর মেইন রোড ও গোখেল রোড সংলগ্ন ৪ কাঠা ৪ ছটাক জমি বাড়ি সহ বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ 8918756394. (C/116296)

বিক্রয়

■ Flat for sale 550 sq.ft. at Ashrampara Siliguri. Ph. - 9800244462/0353-2642323. (C/ 116420)

■ শিলিগুড়ি মেইন শহর থেকে মাত্র ১০ মিনিটের দূরত্বে মেইন রাস্তার ওপর পাকা ড্রেইন ও পাকা রাস্তা করে ২/৩/৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হচ্ছে। 93324-92359. (C/116325)

■ কোচবিহার শহরে 3 কাঠার একটু বেশি জমি সহ দুইতলা পাকা বাড়ি সত্বর বিক্রয় হইবে। M : 8388973155.

■ Garage/Godown for sale 380 sq.ft (approx) near Gopal More, Deshbandhupara, Siliguri. 8759187453. (C/116317)

■ ময়নাগুড়ি দেবীনগর পাড়ায় রাস্তার ধারে বাড়ি সহ রেকর্ডেড জমি বিক্রয় হবে। M : 7501160946. (S/C)

■ কলকাতা বেহালা চৌরাস্তা বাজার সংলগ্ন, মেট্রো স্টেশনের পাশে 2 BHK নতুন ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। লিফট আছে। ফোন - 9051556888. (C/116273)

■ জলপাইগুড়ি সেনপাড়াতে 3 কাঠা জমির উপর একতলা বাড়ি বিক্রয় হইবে। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। M : 70472-89853. (C/116318)

■ Land for sale in Dudhiya, Gajoldoba. M : 9085072978. (C/116431)

বিক্রয়

■ তুফানগঞ্জ-এর লাঙ্গল গ্রামে মানসাই রোডে বাড়ি সহ সাড়ে চার বিঘা জমি বিক্রি হবে - যোগাযোগের সময় 8 A.M. - 8 P.M. 7797829866, 9832378782.

■ চালু অবস্থায় মুড়ির মিল, TATA ACE গাড়ি ও 15 KVA ডিজি বিক্রয়। সর্দারপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। M :85972-25174. (C/116322)

■ কোচবিহার শহরে কেশব রোড রাজবাড়ি। মিনিবাস স্ট্যান্ডের সম্মুখে দোতলা কমপ্লিট বাড়ি সত্বর বিক্রয়। 2nd plot, 8/9 ফুট রাস্তা। জমি প্রায় ২ কাঠা। ফিক্সড দাম - ১ কোটি ২০ লাখ। শুধুমাত্র ইচ্ছুক ক্রেতা যোগাযোগ করুন। M : 9474932389.

■ জলপাইগুড়ি শিল্প সমিতি পাড়ায় (মাছবাজার যাওয়ার রাস্তা) 20' ফ্রন্ট সহ 700 স্কোঃ ফিঃ দোকান সত্বর বিক্রি। M : 8918220692. (C/115853)

■ শিলিগুড়ি মেডিকেলের নিকট $2\frac{1}{2}$ কাঠা জমির উপর ৩ তলা প্ল্যান- ১ তলা নতুন বাড়ি বিক্রয়। ক্রেতা কেবল যোগাযোগ- 8918754808. (C/116323)

কর্মখালি

■ Required Graphics Designer and Social Media Manager for Bright Academy Panjabi Para, Siliguri. Mail Your CV at hr.brightslg@gmail.com

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে একজন বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের জন্য ভদ্র, অল্পশিক্ষিত, পিছুটানহীন মধ্যবয়সি মহিলা সর্বক্ষণের জন্য প্রয়োজন। 8918756394.(C/116296)

■ Usha Diagnostics-এ Night guard প্রয়োজন। H.S., Local ছেলে (কোচবিহার টাউন)। (M) 8918795517. (C/115915)

■ Required mail collection field Executive for bank recovery. Fixed salary. (M) 8207268877. (C/116413)

■ Required Furniture Factory Supervisor, experience Driver. 9064045590(C/116419)

■ ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে Airtel ও Nestle কোম্পানিতে পুরুষ ও মহিলা সেলসম্যান প্রয়োজন। ফিক্সড মাইনে ও ইনসেনটিভ। শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে। (M) 9932981085,8967539949. (C/116436)

■ দার্জিলিং-এ নিজস্ব হোটেলের জন্য ভালো Cook চাই। ভালো বেতন সহ বোনাস এবং থাকা-খাওয়া ফ্রি। Contact No- 9748478019(11A.M. to 7 P.M.)(C/116438)

■ Wanted computer teacher for Mantadari High School. Eligibility: Computer Diploma / Degree, interview: 14/05/25(Wed) at 12 noon. Cont: 91263-36407.(C/116322)

কর্মখালি

■ Govt. YVTC-এ Diploma in Beautician কোর্সে ভর্তি চলছে। ডিপ্লোমা পাশ থাকলে পার্লারে কাজের ব্যবস্থা আছে। APD: M: 8167258938 (C/115553)

■ Want Sr.Astt. for Production & Fresher graduate for BLF at Daspara U.D. Send CV at 9932750566 (C/116323)

■ ৪৫ বছরের প্রতিষ্ঠিত ফার্মাসিতে কর্মী প্রয়োজন (হিলকার্ট রোড)। অভিজ্ঞতা অপ্রয়োজনীয়, H.S. পাশ, শেখার আগ্রহ থাকতে হবে। বেতন- 8000-/ (M) 9609806916. (C/116323)

■ কোম্পানিতে ইলেক্ট্রনিক্স/ইলেক্ট্রিক/ITI-এর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেকানিক চাই। Salary (12000-16000) সাথে রয়েছে ESI, PF ও অন্যান্য সুবিধে। Con- সেবক রোড, শিলিগুড়ি। Ph- 9733395611. (C/116324)

Require

■ Urgently Require, One Experienced, Multilingual, Male/female Sales Executive/Manager for Real Estate Field and One Junior Advocate with Knowledge/experience of handling All kinds of Documents related to Land/property, Send CV at- realofficehr2025@gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নমশূদ্র উন্নয়নে বরাদ্দের ভাবনা

লক্ষ্য বিধানসভা ভোট, শীঘ্র নবান্নের ঘোষণার সম্ভাবনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মে : গত কয়েকটি নির্বাচনে এই রাজ্যে মতুয়া ও নমশূদ্র ভোটের একটি বড় অংশের সমর্থন হারিয়েছে তৃণমূল। আগামী বিধানসভা ভোটে এই জনসমর্থন ফিরিয়ে আনা এখন তৃণমূলের কাছে পাখির চোখ। এই পরিস্থিতিতে নমশূদ্র ভোট হারানোর কারণ খুঁজে বের করতে ইতিমধ্যেই সমীক্ষা চালিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। সেখানে নমশূদ্রদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ না থাকা, জাতিগত শংসাপত্র পেতে সমস্যা সহ একাধিক বিষয় উঠে এসেছে। তারপরই নমশূদ্রদের জন্য অর্থবরাদ্দ বাড়ানোর কথা ভাবতে শুরু করেছে নবান্ন। একই সঙ্গে নমশূদ্রদের জাতিগত শংসাপত্র পেতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তাদের নিয়েও বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে নমশূদ্র বোর্ডের কর্তাদের নিয়েও একপ্রস্থ বৈঠক করেছেন মমতা। খুব শীঘ্রই এই নিয়ে ঘোষণা করতে পারে নবান্ন।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা ভোটেও মতুয়া ও নমশূদ্র অধ্যুষিত এলাকায় তৃণমূলের ফল খারাপ হয়েছে। উত্তরবঙ্গের গাজোল, বালুরঘাট, হিলি, হেমতাবাদ, দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি, বাতাসি, নকশালবাড়ি, মাটিগাড়া, জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, দমোহোনি, ধূপগুড়ি, ফুলবাড়ি, ডাবগ্রাম, গজলডোবা, আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি, জয়গাঁ, শামুকতলা, দক্ষিণবঙ্গের রানাঘাট, বনগাঁ লোকসভা এলাকায় প্রায় ৩ কোটির বেশি নমশূদ্র ও মতুয়া লোক আছেন। রাজ্যের প্রায় ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে মতুয়া ও নমশূদ্র ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। তাই এবার তৃণমূল নমশূদ্রদের দিকে বিশেষ নজর দিতে চাইছে। গত আর্থিক বছরে (২০২৪-২৫) নমশূদ্র বোর্ডের মাধ্যমে প্রায় ৬ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। কিন্তু চলতি আর্থিক বছরে এই বোর্ডকে এখনও কোনও টাকা বরাদ্দ করা হয়নি। সেই কারণে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কানে বিষয়টি পৌঁছেছে। তারপরই এই বোর্ডের জন্য অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধির কথা ভাবা হচ্ছে।

নমশূদ্র বিকাশ পরিষদের দার্জিলিং জেলা সভাপতি শিব হাজরা বলেন, 'নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য আরও উন্নয়ন দরকার। কারণ এই সম্প্রদায়ের লোকজন পিছিয়ে আছেন। এই নিয়ে সরকারের ভাবা উচিত।'

পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য বলেন, 'নমশূদ্র বোর্ডের মাধ্যমে অনেক কাজ হয়েছে। এবার নতুন করে কোনও অর্থবরাদ্দ এখনও হয়নি। কিন্তু রাজ্য সরকার নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের কথা ভাবছে। খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকার অর্থবরাদ্দ করবে।'

> নমশূদ্র বোর্ডের মাধ্যমে অনেক কাজ হয়েছে। এবার নতুন করে কোনও অর্থবরাদ্দ এখনও হয়নি। কিন্তু রাজ্য সরকার নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের কথা ভাবছে। খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকার অর্থবরাদ্দ করবে।
>
> **মুকুল বৈরাগ্য**
> *চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র বোর্ড*

অবাক চোখে।। *কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/০৪/২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ১০/২৫/৩৮০৪/ওটি/২৮/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১২-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এলিমেন্ট ফিল্টার ফাইবারগ্লাস / ড্যাক্রন -৬ ইঞ্চি আইডি × ৮ ইঞ্চি ওডি × ১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য থেকে ইএমডি পার্ট নং. ৮৪০২০৬বি [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] ১) পরিমাণঃ নিউ গুয়াহাটি ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৫০.০০ টি (২) পরিমাণ: শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল ডিপো এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ১৫০০.০০ টি। পিএল. সংখ্যা- ১৭৪৫৩০৫৭।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৬০/২৪/৫১১২/ওটি/২৯/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ১) রোটারি স্ক্রু বৈদ্যুতিক চালিত এয়ার কম্প্রেসর ক্যাপের যোগান, স্থাপন এবং কমিশন: ৫০০ সিএফএম, ১০ কেজি/সেমি বর্গ সহগামী সা-সরঞ্জাম সহিত, মেশিনটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনও আনুষঙ্গিক খরচ, ওয়ারেন্টি সময়ের ১ ম এবং ২ য় সময়ে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ (সমস্ত স্পেয়ার্স এবং কনজিউমেবলস সহিত)। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভারির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: হ্যা, পর্যায়সমূহ: ৪] [ইউডিএম লিংকিং:]। আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান) পরিমাণ- এসএসই/ডেমু/আইসি/শিলিগুড়ি জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১ সেট, পি.এল নং ৬৫০৫০২৫৫০০৩৫ ২) দফা ১৭ অনুসারে ওয়ারেন্টির পরে পাঁচ বছরের জন্য বিস্তৃত এএমসির ব্যয় (প্রয়োজনে ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হওয়ার পরে কনসাইনি এএমসি শুরু করবে) (বাণিজ্যিক মূল্যায়নের অংশ হবে না) [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে মাস, এএমসি সময়সীমা: ৪ বৎসর, ছাড়ের হার: ২ বৎসরের পরে ১০% প্রারম্ভ] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি পর্যায় আইএনএসপি .: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহ: ০] পরিমাণ: এসএসই/ডেমু/আইসি/শিলিগুড়ি জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ১ সেট। পি.এল সংখ্যা. ৬৫০৫০২৫৭। (৩) রোটারি স্ক্রু বৈদ্যুতিক চালিত এয়ার কম্প্রেসার ক্যাপ: ৫০০ সিএফএম, ১০ কেজি/সেন্টিমিটার বর্গক্ষেত্রের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং সহগামী সা-সরঞ্জাম, মেশিনটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামের ব্যয় সহিত, ওয়ারান্টির সময়ের ১ ম এবং ২ য় সময়ে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ (সমস্ত স্পেয়ার্স এবং কনজিউমেবলস সহিত) (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] (পরিদর্শন সংস্থা টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি হ্যা, পর্যায়সমূহ: ৪] (ইউডিএম লিঙ্কিং:) আইটেমের ধরণ: গুডস (যোগান)। পরিমাণঃ এসএসই/এমডব্লুউএস/এফডিবিডব্লুউএস, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল নং -৬৫০৫০৬২৯০০১৯। (৪) দফা ১৭ অনুযায়ী ওয়ারেন্টির পরে পাঁচ বছরের জন্য বিস্তৃত এএমসির খরচ (প্রয়োজনে ওয়ারেন্টির সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে কনসাইনি এএমসি প্রারম্ভ করবে) (আংশিক বাণিজ্যিক মূল্যায়ন হবে না) [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে মাস) এএমসি সময়সীমা: ৫ বৎসর ছাড়ের হার, ২ বৎসরের পরে ১০% প্রারম্ভ) [পরিদর্শন সংস্থা সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহ: ০] আইটেমের ধরণ: এএমসি, পরিমাণ- এসএসই / এমডব্লিউএস/ ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ এনএফআর (অসম) এর জন্য ১ সেট পিএল সংখ্যা. ৬৫০৫০৬৩৩ (৫) রোটারি স্ক্রু বৈদ্যুতিক চালিত এয়ার কম্প্রেসার ক্যাপ ৫০০ সিএফএম। ১০ কেজি / সেন্টিমিটার বর্গক্ষেত্রের সহগামী সরঞ্জাম সহ যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং। মেশিনটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্য কোনও আনুষাঙ্গিকের সরঞ্জামের ব্যয়, ওয়ারান্টির সময়ের ১ "এবং ২ এর সময় প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ (সমস্ত স্পেয়ার্স এবং কনজিউমেবল সহ) [ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: হ্যা, পর্যায়সমূহ: ৪] [illegible]

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/১১১২/ওটি/৩০/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible]

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ১০/২৫/৩৭৯৯/ওটি/৩১/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible]

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫১১৩/ওটি/৩২/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৬-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible]

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫১৭৬/ওটি/৩৩/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible]

ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেন্ডার সংখ্যা. ৫০/২৫/৫১২৪/ওটি/৩৪/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible]

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেন্ডার সংখ্যা. ৬২/২৫/৫০০৭/ওটি/৩৫/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৮-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible]

ক্রমিক সংখ্যা. ৯। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৫/০৭৭৮/ওটি/৩৬/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৬-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible]

ক্রমিক সংখ্যা. ১০। টেন্ডার সংখ্যা. ৪০/২৫/০৩৯৬/ওটি/৩৭/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২০-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible] ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস)। (কোয়ান্টিটি টোলারেন্স (+/-): ৫% আয়ু, আইটেম শ্রেণীঃ নর্মাল, মোট পিও ভেল্যু ভেরিয়েশন অনুমোদিত: সর্বোচ্চ ৮ লাখ) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন / ওয়ার্কশপ / ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮.০০ টি, ২) পরিমাণ- কাটিহার/ জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ১.০০ টি, ৩) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও / ওয়ার্কশপ / ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৯.০০ টি, ৪) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি / জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২.০০ টি, পিএল. সংখ্যা.- ৪৫০৩০৮৭০।

ক্রমিক সংখ্যা. ১১। টেন্ডার সংখ্যা. ৪০/২৫/০৩০৬/ওটি/৩৮/২০২৫-২৬ বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও / পিই / এসপিইসি / এসি -০০১৩-২০১১ (আরইভি ২) অনুসারে ৪.৫ কেডব্লিউ অল্টারনেটরের জন্য ইলেক্ট্রনিক রেকটিফায়ার কাম রেগুলেটর ইউনিট (ইআরআরইউ)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা- ডেলিভেরির তারিখের ৩০ মাস পরে) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ ০] [ইউডিএম লিঙ্কিং:] আইটেম টাইপ গুডস (যোগান), ১) পরিমাণঃ পাণ্ডু/জিএসডি এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২ টি ২) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২ টি, ৩) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮ টি, ৪) কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ২ টি, পিএল নং ৪৫১২৪৮৮৭।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ধর্মঘট পিছোনোর সম্ভাবনা কম

কলকাতা, ১০ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির পরেই সিদ্ধান্ত বদল করতে চলেছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। সংঘর্ষের আবহে ধর্মঘট পিছোনোর পরিকল্পনা নিলেও আপাতত তা পিছোনোর আর সম্ভাবনা নেই। ব্রিগেড সমাবেশ থেকে ২০ মে ধর্মঘট ডাকে তারা। তবে চলতি পরিস্থিতিতে তা পিছিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এআইটিইউসি, এআইইউটিইউসি, এইচএমএস, সিটু সহ শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ ১৫ মে বৈঠকে বসবে। তখনই বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নাগরিকত্ব পেলেন সোহিনী

কলকাতা, ১০ মে : পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত পর্যটক বিতান অধিকারীর স্ত্রী সোহিনী রায়কে ভারতীয় নাগরিকত্ব দিল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বিতানবাবুর স্ত্রীকে ভারত সরকার নাগরিকত্ব দিয়েছে। বিবাহ সূত্রে বহুদিন আগেই তাঁর নাগরিকত্ব পাওয়ার কথা ছিল। আমি কেন্দ্রকে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।'

সিপিএমের অন্দরে যুদ্ধ নিয়ে মতান্তর

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ মে : পহলগামে জঙ্গিহানার প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পালটা প্রত্যাঘাতে সমর্থন রয়েছে বলে জানায় সিপিএমের পলিটব্যুরো। এমনকি সর্বদলীয় বৈঠকের পর পলিটব্যুরোর তরফে বিবৃতিও জারি করা হয়। কিন্তু চলতি সংঘাতের আবহে সিপিএমের তরুণ নেতা-নেত্রীদের সমাজমাধ্যমে পোস্ট এবং রাজ্যস্তরের নেতাদের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পলিটব্যুরোর বিবৃতি ও রাজ্যস্তরের নেতাদের বক্তব্যের পার্থক্যতে এখন দ্বিধাবিভক্ত সিপিএম।

দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠছে, সর্বদলীয় বৈঠকে পূর্ণ সমর্থনের বিষয়ে জানিয়েও বর্তমান পরিস্থিতিতে একাধিক নেতা-নেত্রীর বেফাঁস মন্তব্যের প্রয়োজন ছিল কি? কেউ মন্তব্য করে থাকলেও দলের শীর্ষনেতৃত্ব তার দায় নেবেন না। এমনকি পলিটব্যুরোর পক্ষে এই পরিস্থিতিতে সমর্থন জানানো উচিত। ইতিমধ্যেই সিপিএমের দুই তরুণ নেত্রী দীপ্সিতা ধর ও ঐশী ঘোষের বিরুদ্ধে দেশবিরোধী মন্তব্যের অভিযোগে ই-মেল মারফত তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর কাছে অভিযোগও দায়ের করেছেন এক আইনজীবী। যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিল করেছিল বামপন্থী সংগঠন আইসা। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

শুক্রবারই বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান

বিমান বসু, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম স্পষ্ট করে দেন, তাঁরা যুদ্ধ নয়, শান্তির পক্ষে। এছাড়াও বালির প্রাক্তন বিধায়ক কণিকা গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ নেত্রী দীপ্সিতা ধর, ঐশী ঘোষদের সমাজমাধ্যমে পোস্ট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে দলেরই একাংশ মনে করছে, দলের অবস্থান পলিটব্যুরোর বিবৃতি অনুযায়ী হওয়া উচিত। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি কোনও মন্তব্য করে, তার দায় একান্তই তার নিজের ওপরই বর্তায়। এই পরিস্থিতিতে আবেগের বশে বিরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় বলে মনে করছেন তাঁরা। প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও দলীয় নেতাদের একাংশের ধারণা, রাজ্যস্তরের নেতাদের মন্তব্য ও সর্বদলীয় বৈঠকে শীর্ষস্তরের নেতাদের অবস্থান ভিন্ন মেরুতে থাকলে তা দলের জন্যই নেতিবাচক হয়ে দাঁড়াবে। তাই কোনও ধরনের মন্তব্যের আগে সতর্কতা জরুরি। উত্তরবঙ্গ থেকে সিপিএমের এক রাজ্য কমিটির নেতার কথায়, 'পলিটব্যুরোর বিবৃতি ও সর্বদলীয় বৈঠকে যা বলা হয়েছে, সেটাই আমাদের দলের অবস্থান। এর বাইরে ব্যক্তিগতভাবে কেউ মন্তব্য করতেই পারে।'

আর এক রাজ্য কমিটির নেতার মন্তব্য, 'ভারতীয় সেনার পদক্ষেপকে সমর্থন জানাই। কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধ কে চায়? এতে তো দেশেরও ক্ষতি। সেটাই হয়তো অনেকে মন্তব্য করে ফেলেছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কোনওপ্রকার মন্তব্যের আগে সতর্ক থাকা দরকার।'

সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত 'জেল জননী' অলকানন্দা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১০ মে : সংশোধনাগারের অন্ধকারে যখন জীবন কাটে বন্দিদের, তখন মাতৃরূপে তিনি ধরা দিয়েছেন। তিনি 'জেল জননী'। শয়ে-শয়ে বন্দি তাঁর কোলে শান্তিতে মাথা রাখেন। গর্ভধারিণী না হলেও তিনি বরাভয়প্রদায়িনী। তিনি 'অসুর'দের বধ করেন না, মানুষ করেন।

২০০৭ সালে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের বন্দিদের কাছে 'ম্যাডাম' থেকে 'মা' হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবসের আগে এই 'শত পুত্রের জননী' হওয়ার গল্প শোনাচ্ছিলেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়।

কখনও ভয় পাননি? উত্তরে হাসিমুখে অলকানন্দার জবাব, 'ওরা আমাকেই বাঘের মতো ভয় পায়। ভুল করলে খুব বকা দিই, মারিও। পরের দিন আবার কাছে টেনে আদরও করি।' প্রায় ২০ বছর আগে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে তিনি গিয়েছিলেন নারী দিবসের অতিথি হিসেবে। তারপর থেকেই এখনও পর্যন্ত বন্দিদের নিয়ে চলছে অলকানন্দার 'ডান্স থেরাপি'। বৈশাখের এই চড়া রোদের মধ্যেও তাঁর কাছে নাচ শিখতে ক্লান্ত হন না বন্দিরা।

স্মৃতিচারণ করে অলকানন্দা বলেন, 'একদিন ওদের মধ্যেই একজন নাচ করার সময়ে চড়া গরমে অচেতন হয়ে পড়ে। চোখেমুখে জল দেওয়ার পর সে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। পরের দিন সে আমাকে একটা চিরকুট দেয়। সেখানে লেখা ছিল, মাকে হারিয়েছি অনেকদিন। আপনাকে দেখেই মায়ের কথা মনে পড়ছে। এটাই তো আমার প্রাপ্তি। আমি কিন্তু কিছুই করিনি, শুধু ভালোবেসেছি...।'

আজ মাতৃ দিবস

নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়।

অলকানন্দা এই কাজে পরিবারের সমর্থন পেয়েছেন আজীবন। প্রেসিডেন্সির বন্দিদের নিয়েই তাঁর ঐতিহাসিক উদ্যোগ 'বাল্মীকি প্রতিভা'। যেখানে সংশোধনাগারের বন্দিরা রাজ্যজুড়ে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে নাচের পোশাক তৈরি, প্রপস তৈরি ও ব্যাক স্টেজ সাজানো থেকে শুরু করে পুরো অনুষ্ঠানের দায়িত্বই থাকে বন্দিদের হাতে। তবে ছাড়া পাওয়ার পর বন্দিরা কি মনে রাখেন তাঁদের এই 'মা'-এর কথা? উত্তরে অলকানন্দা বলেন, 'অবশ্যই। বেশিরভাগই যোগাযোগ রাখে। আমাকে নিজেদের নতুন গাড়ি, বাড়ি ও পরিবারের ছবি পাঠায়। কিছুদিন আগেই একটি টক-শোতে দুজনের সঙ্গে কথা হল। এখন তো আবার নতুন বাচ্চারা এসেছে। ওরাও আমাকে মা ডাকে।'

আসামিরা তাঁর কাছে 'বাচ্চা'। আদালতের বিশেষ অনুমতি নিয়ে সংশোধনাগারের শিশুদেরকে তিনি বাইরের স্কুলে পাঠিয়েছেন। অভিনয় জগতে তাঁর হাত ধরে প্রকাশ পেয়েছে নাইজেল আকারার মতো প্রতিভা। তাঁর 'বাচ্চা'দের মধ্যে কেউ এখন মুম্বইয়ে পরিচিত শেফ, কেউ ব্যবসা করছেন, কেউ আবার নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই বিষয়ে প্রশ্ন করতেই অলকানন্দার উত্তর, 'বিশেষ কাউকে নিয়ে প্রশংসা করব না। একজনের প্রশংসা করলে অন্যরা কষ্ট পায়। সবাই আমার সন্তান। আর মায়ের চোখে সব সন্তানই সমান।'

আগামী জুনেই বন্দিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে 'বাল্মীকি প্রতিভা'। মাতৃত্বের স্বাদ প্রসঙ্গে অলকানন্দা বলেন, 'জীবনে আমার মতো সুযোগ ক'জনই বা পায়? ওরা কিন্তু কখনও আমার ক্ষতি করেনি। ভালোবাসাই একমাত্র ওষুধ। সেই ভালোবাসা আর মাতৃস্নেহ দিয়েই শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে যাব সারাজীবন।'

বুধবার মন্ত্রীসভার বৈঠক মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ মে : যুদ্ধের আবহে রাজ্যজুড়ে সতর্কতার পাশাপাশি উন্নয়নের কাজে কোনওমতেই শিথিলতা চান না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে তাঁর কথাও হয়েছে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে।

নবান্নে সরকারের শীর্ষ মহলের খবর, সব দপ্তর সচিবের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে উন্নয়নের কাজে বিশেষ নজরদারি রাখার জন্য মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই চলতি বছরের বাজেটের বরাদ্দ টাকার ৩০ শতাংশের বেশি দপ্তরগুলিকে খরচের অনুমোদন দিয়েছে অর্থ দপ্তর।

বরাদ্দ ওই অর্থে দপ্তরগুলির কী কী কাজ শুরু হয়েছে, তার নিয়মিত মনিটরিংয়ের ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে অর্থ দপ্তরকে। নয়া প্রকল্পগুলির কাজের সর্বশেষ রিপোর্ট নিয়মিতভাবে সরকারি পোর্টালে তোলার বিষয়টিও সুনির্দিষ্টভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে দপ্তরগুলিকে। আগামী বুধবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক হওয়ার কথা। সংঘর্ষবিরতি হওয়ায় মন্ত্রীসভার বৈঠক হবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভায় তাঁর সতীর্থ মন্ত্রীদের সঙ্গে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন বলেই খবর।

কালোবাজারি রুখতে বাজারে টাস্ক ফোর্স

কলকাতা, ১০ মে : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরই কলকাতা সহ জেলার বাজারগুলিতে হানা দেওয়া শুরু করল টাস্ক ফোর্স। পহলগামে জঙ্গি হামলার কারণে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই সুযোগ নিয়ে জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী করা বা কালোবাজারি রুখতে সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর শনিবার সকালেই কলকাতা সহ বিভিন্ন বাজারে পৌঁছে যান টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা।

এদিন কলকাতার অন্যতম বড় পাইকারি বাজার বৈঠকখানা ও কোলে মার্কেটে গিয়ে সমস্ত জিনিসের দাম খতিয়ে দেখেন তাঁরা। ক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন রাজ্য টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, 'যে পাইকারি বাজারগুলিতে আমরা আজ গিয়েছিলাম, সেইসব বাজারে জিনিসপত্রের দাম ঠিকই রয়েছে। ক্রেতারা কোনও অভিযোগ জানাননি। এখন থেকে কলকাতা ও জেলার প্রতিটি বাজারে নজরদারি চালানো হবে। এই পরিস্থিতিতে কোনও অসাধু চক্র যাতে মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।' এছাড়া জেলার বাজারগুলিতেও টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিরা পৌঁছোন। বর্ধমানের স্টেশন বাজার, তেঁতুলতলা বাজার, রথতলা বাজার সহ একাধিক জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম জিজ্ঞাসা ও ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। এই সারপ্রাইজ ভিজিট নিয়ে টাস্ক ফোর্সের আর এক সদস্য কমল দে বলেন, 'পরের সপ্তাহ থেকে আমাদের ধারাবাহিক পরিদর্শন চলবে। পাইকারি ও খুচরো সমস্ত বাজারেই যাব আমরা।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা শুভজিৎ দে - কে 18.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62G 41996 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "লটারি জেতা এমন একটি ব্যাপার যা আমি খবরে দেখেছি কিন্তু যখন আমার সাথে এমনটা ঘটে, তখন আমি আনন্দিত হয়ে উঠি। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

অতি সম্প্রতি মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হল। অনেকদিন ধরে যে প্রশ্ন উঠছে, তা প্রবলভাবে উঠছে এবারও। শহর ও মফসসলের সেরা ছাত্ররা ও তাদের অভিভাবকরা কি মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন এই দুটি বোর্ড থেকে? তাঁদের নজর কি বেশি আইসিএসই, আইএসসি, সিবিএসই বোর্ডে পড়ার ব্যাপারে? তা হলে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের ভবিষ্যৎ কী? উত্তর সম্পাদকীয়তে এ নিয়ে চর্চায় তিন জেলার তিন শিক্ষক।

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের ভবিষ্যৎ

‘আমার সন্তান এই স্কুলে পড়ে না!’

শুভ্র মৈত্র

এখন উচ্ছ্বাসের সময়, এখন অভিবাদনের সময়। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এখন সময় সাফল্য উপভোগের। উত্তরবঙ্গের ছাত্র রাজ্যে প্রথম হলে অবশ্যই এই জনপদে তা আলোড়ন সৃষ্টি করে। দৈনিকের শিরোনাম হয়, ‘কলকাতাকে হারিয়ে দিল জেলা’। আহা, কী দারুণ তৃপ্তি। এক শহরের এই রাজ্যে শিরোনামে উঠে আসা জেলার বাসিন্দা হিসেবে তৃপ্তির ঢেঁকুর ওঠে। দেখতে মন চায় না গভীরে থাকা সত্যগুলি। কলকাতা অনেক আগেই মুখ ফিরিয়েছে মাধ্যমিক থেকে। সেখানে সক্ষম অভিভাবকের সংখ্যা বেশি। তাঁরা ছেলেমেয়েদের আইসিএসই বা সিবিএসই সিলেবাসে পড়ান। সেই ফলেই নজর থাকে তাঁদের। শুধু কলকাতাই বা বলি কেন, জেলা শহরেও তো আজ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াটাই দস্তুর। যাঁদের রেস্ত আছে তাঁরা ছেলেমেয়েদের সেখানেই ভর্তি করেন। আর যদি একান্তই থাকতে হয় মাধ্যমিকে, তাহলে খুঁজতে হয় এমন কোনও স্কুল যা সরকারি নিয়মের জাঁতাকলে পড়ে না। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস মানলেও যে স্কুল হবে বেসরকারি, পরিকাঠামো হবে সরকারি স্কুলের চেয়ে অনেক ভালো। তাই এটা খুব বিস্ময়ের নয় যে মেধাতালিকায় ক্রমশ দখলদারি বাড়ছে বেসরকারি স্কুলের।

এ বড় আনন্দের সময়। প্রিয় সাহিত্যিক, ভবিষ্যতের পরীক্ষার্থীদের পরামর্শ ছাড়াও এ সময় কৃতজ্ঞতাও জানাতে হয়, ‘স্কুলের শিক্ষকদের কাছে ভীষণভাবে ঋণী’। প্রধান শিক্ষকের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার সময় এখন। হাততালির মুখর শব্দে চাপা পড়ে যায়, ‘প্রতিটি বিষয়ের জন্যই আমার একজন করে প্রাইভেট টিউটর ছিলেন’। দুয়োরানি হয়ে পরে থাকা সরকারি স্কুল জানাতে পারে না, রুটিনের ক্লাস করাই দায়, আলাদা করে কোনও ছাত্রছাত্রীকে দেখা তার কাছে এক অলীক স্বপ্ন।

এখন উৎসবের সময়, এখন সময় উদযাপনের। এখন হাঁ করা মুখে চামচে করে রসগোল্লা খাওয়ানোর সময়, ফ্রেমে বন্দি করার সময় সেই মুহূর্ত। এই সময়ে তাকাতে নেই সরকারি স্কুলের পরিকাঠামোর দিকে। শহরাঞ্চলে পড়ুয়া ক্রমশ কমছে, উদ্বৃত্ত হচ্ছেন শিক্ষক, অন্যদিকে গ্রামের স্কুলগুলিতে উপচে পড়ছে ছাত্রছাত্রী। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত দৃষ্টিকটুভাবে বিসদৃশ। গত কয়েক বছর ধরে চালু হওয়া বদলি নীতি’র সাইড এফেক্ট পড়েছে গ্রামের স্কুলগুলিতে। পড়ুয়াদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য চালু মিড-ডে মিল, কন্যাশ্রী সহ নানা ভাতা দেওয়ার সরকারি উদ্যোগে শামিল হতে হয় স্কুলের শিক্ষকদের একটা বড় অংশকে। শুধু শিক্ষকের অপ্রতুলতাই নয়, ক্লাসরুমের সংখ্যা বা অন্যান্য পরিকাঠামোও ক্রমশ নিম্নমুখী। পড়ুয়াদের স্কুলবিমুখ করার জন্য যা যথেষ্ট।

এখন অভিনন্দন কুড়নোর সময়, এতদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফল উপভোগ করার সময়। জীবনের লক্ষ্য বলার সময়। তাকাতে নেই ফেলে আসা স্কুলের ছোটদের দিকে। তারা কয়েকদিন আগেই ক্লাসরুমে নোটিশ পেয়েছে, ‘প্রবল গরমের কারণে আগামীকাল থেকে স্কুল ছুটি’। অব্যক্ত ছিল, ‘কবে খুলবে কেউ জানে না’। গত কয়েক বছরের ট্রেন্ড এটা। কোনও ব্যক্তির ইচ্ছাতেই আবহাওয়া ব্যতিরেকে ছুটি হয়, দীর্ঘ দীর্ঘ ছুটি। শিক্ষাবর্ষের সময়কাল ক্রমে সংকুচিত। অবধারিতভাবে বড় অংশের গ্রামের পড়ুয়াকে ঠেলে দেওয়া হয় জীবিকা সন্ধানে আর ছোট অংশকে প্রাইভেট টিউটরের দরজায়। সরকারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষাদানের সদিচ্ছা আগেই হারিয়েছেন। তিনি জেনে গিয়েছেন এই চাকরিতে শুধু নিশ্চিন্তি আছে। অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। তাঁর ফাঁকিবাজ হতে কোনও বাধা নেই। ক্লাসে জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার সামনে শিক্ষক অস্বস্তিতে পড়েন, বিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায়টা সবে হয়েছে, বাকিটা পড়ানো যাবে না, স্কুল ছুটি হয়ে গেল। আর স্কুল থেকে বেরোনোর সময় মনে মনে বলেন, ‘ভাগ্যিস আমার সন্তান এই স্কুলে পড়ে না!’

এই নিকষ অন্ধকারেও যখন প্রান্তিক জনপদের কোনও পড়ুয়া ভালো রেজাল্ট করে, জানায় তার সম্বল বলতে ছিল শুধু ইচ্ছাশক্তি, কোনও শিক্ষক যদি ছুটিতেও ডেকে নেন ছাত্রছাত্রীদের--- আলো জ্বলে ওঠে। তবে শুধুই ব্যতিক্রমের শিখা সেটা।

আসলে গত কয়েক বছর ধরেই স্কুলের সঙ্গে, স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সংযোগ কমিয়ে দেওয়ার এক সুনিপুণ প্রক্রিয়া চলছে। না জেনেই শামিল হয়েছেন ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলেই। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি--- স্বাস্থ্যের মতোই শিক্ষাও এক পণ্য বলে পরিগণিত। সরকারি নয়, বেসরকারি ব্যবস্থাতেই তা মিলবে। রেস্ত থাকলে তবেই তুমি তা কিনতে পারবে।

(লেখক মালদার শিক্ষক)

এই শহরে আর যেমন রিকশা ফিরবে না, তেমন...

কৌশিক দাম

জলপাইগুড়ি শহরের অনেক অধঃপতনের মতো আর একটা পতনের দিক হল, প্রায় প্রতি বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে ফলাফল খারাপ হওয়া। আরও সোজা করে বললে রাজ্যের মধ্যে লাস্ট হওয়া। এবার প্রশ্ন, এটা কি আদৌ জেলার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার হালহকিকত?

আসলে কয়েকটা জিনিস আমরা নিজেরাও মানতে চাই না। আর চাইলেও বুঝতে চাই না। এ শহরের ভেতর ভেতর অনেক পরিবর্তন এসেছে, যুগের হাওয়ায় পালটেছে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি। এই তো ক’দিন আগে শহরের ব্যবসা হত মেরেকেটে ১০ তারিখ পর্যন্ত। দিনবাজার, কদমতলা, কামারপাড়ার দোকানিরা তাঁদের জামাকাপড় আনতেন ক্রেতাদের মাথায় রেখে। বাড়তি এনে লাভ নেই জানতেন। শহরের সব মানুষ সবাইকে চেনেন, কার কত বেতন হতে পারে, সেটাও জানা পাড়ার মুদি থেকে স্টেশন বাজারের মাছ বিক্রেতার। এভাবেই চলেছে পুরো শহর।

আর আজকে একবার কদমতলা দিয়ে হেঁটে গেলে দেখা যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মন ভালো করতে ব্র্যান্ডেড জামা, জুতো নিয়ে আর মোমো-বিরিয়ানি খেয়ে বাড়ি ফিরছে। টাকা এসেছে অনেক। অবশ্য তা জমানোর জন্য নয়, উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। শহরজুড়ে অনেক অনেক নতুন মানুষের বসত হয়েছে, চারদিকে গজিয়ে উঠেছে ফ্ল্যাট।

এগুলো তো ভালো কথা, তাহলে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের ফল খারাপ কেন? উত্তর হল, খারাপ হয়নি তো। ইংরেজি বোর্ডগুলোর ফলাফল দেখুন। আসল সত্য, এই শহরের জন্য জেলার রেজাল্ট ভালো হত। শহরের কয়েকটা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্ভর করে। তাদের মেধাতালিকায় অবস্থানে ঢাকা পড়ে যেত জেলার বাকি এলাকার দৈন্য। অবশ্য এর কয়েকটা ব্যতিক্রমও ছিল।

এখন সেই নিম্নমধ্যবিত্ত, সরকারি চাকুরেরা হাতেগোনা জলপাইগুড়িতে। আর যাঁরা আছেন, তাঁরাও যুগের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে শহরের ভালো বাংলামাধ্যমের স্কুলে তাঁদের বাচ্চাদের পড়ান না। কেন পড়ান না, তার অনেক কারণ। প্রধান কারণ, বেশ কয়েক বছর শহরের দুটো স্কুলে লটারির মাধ্যমে ভর্তির কারণে। আবার ভালো করে দেখলে দেখা যাবে, এইসব ভালো স্কুলে বেশিরভাগ শিক্ষকই ছিলেন শহরের আদি বাসিন্দা। তাঁদের স্কুলের প্রতি ভালোবাসার জায়গা অন্যরকম ছিল।

ইংরেজি বলতে পারা এখন একটা অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এবং প্রয়োজনীয় তো বটেই। অনেক নতুন নতুন পেশায় ইংরেজি জানা আর বলা আসল বিবেচ্য বিষয়। তাই শহরে এত ইংরেজিমাধ্যম স্কুল এবং তাদের কলেবর দিন-দিন বেড়েই চলেছে। সব স্কুলেরই খুব ভালো রেজাল্ট হচ্ছে, ভালো ফল করা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক কিন্তু মধ্যবিত্ত চাকুরে। যাঁরা তাঁদের সন্তানের জন্য সময় দেন আর রোজগারের একটা সিংহভাগ খরচ করেন তাদের শিক্ষার উন্নতির জন্য।

তাই এই শহরে আর রিকশা যেমন ফিরবে না, তেমন বাংলামাধ্যমের ফলও সুদিন দেখবে না। এটাই বাস্তব। অন্য জেলার এই সমস্যা আছে, তবে এত প্রকট নয়। এখানে চা বাগানের বিশাল অঞ্চল রয়েছে। তারা উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক পড়ে বেশির ভাগ। ফল ভালো হয় না। তার প্রভাব পড়ে জেলায়। শহরের ছাপোষা মানুষ চিরকাল চেয়ে এসেছে তার সন্তান সেরা সুযোগ পাক, আর তাই এখনও শহরে এত বড় বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার। এই শহরের জিনে আছে শিক্ষা। এবং শিক্ষার পরিবেশ যেখানে যখন পাওয়া যাবে, সেখানে ভিড় বাড়বেই।

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সাফল্যের মাঝেও বিষণ্ণতার সুর

জয়ন্ত চক্রবর্তী

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে অন্যান্য বছরের মতো এবারও মেধাতালিকায় উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীকে জায়গা করে নিতে দেখা গেল।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, একটা সময়ে উত্তরের ছাত্রছাত্রীদের সচরাচর মেধাতালিকায় দেখা যেত না। ছবিটা পালটাতে শুরু করে মোটামুটি এই শতকের প্রথম ভাগ থেকে। এর পেছনে রয়েছে অভিভাবক সহ ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা এবং স্কুল সার্ভিস কমিশন দ্বারা নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ। একটা সময় পর্যন্ত নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগের ফলে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরের প্রান্তিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত এবং শিক্ষকের গুণগত মানের ফারাক অনেকটাই ঘুচে যায়।

উত্তরের প্রান্তিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নতুন নতুন শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আসায়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও খানিকটা পরিবর্তন ঘটে। যা শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠন অভিমুখী হতে এবং বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানে আরও আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। পাশাপাশি নতুন শিক্ষক আসায় বিশেষত গ্রামীণ স্কুলগুলোর সাংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নতি ঘটে।

বিগত কয়েক বছরে মেধাতালিকায় আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। সেটি হল শহরকে ছাপিয়ে গ্রামীণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীর মেধাতালিকায় উঠে আসা। স্কুল-শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি সদর্থক সূচক মনে হলেও, এমন ফলের পেছনে রয়েছে অন্য এক নিগূঢ় কারণ।

শহরাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের প্রতি অনুরাগের কারণে বাংলামাধ্যম স্কুলগুলি ক্রমাগত মেধাহীনতার শিকার হচ্ছে। এই উপসর্গটি অনেকদিন আগেই কলকাতা এবং কলকাতার শহরতলির সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। যার ফলস্বরূপ, দীর্ঘদিন ধরেই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক মেধাতালিকায় কলকাতার সরকারি স্কুলগুলো প্রায় ব্রাত্য। গ্রাম এলাকায় বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলো এখনও শাখা বাড়ায়নি। তাই গ্রামের মেধাবী ছেলেমেয়েরা সরকারি স্কুলে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। তাই তো গ্রামীণ স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীদের মেধাতালিকায় এমন উত্তরণ।

সদ্য প্রকাশিত ফলাফলে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অন্ধকার দিক কী? যে জেলাগুলি থেকে এক বা একাধিক ছাত্রছাত্রী মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে, ঠিক সেই জেলাগুলি-ই সার্বিক পাশের হারে অনেকটা পিছিয়ে। এর নেপথ্যে রয়েছে অনেকগুলি আর্থসামাজিক এবং ভৌগোলিক কারণ। এর ফলে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের ফল নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকে।

প্রথমত, উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার পাহাড় জঙ্গল ঘেরা প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থান। দ্বিতীয়ত, কৃষিকাজ নির্ভরতা এবং এক বড় অংশের মানুষের চা শ্রমিক হিসেবে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে জীবিকানির্বাহ। তৃতীয়ত, পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কখনও বাবা, কখনও মা, আবার কখনও উভয়েই বাইরে থাকায়, এক বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অভিভাবকহীন হয়ে থাকে।

এমন অজস্র কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোভিডের পর থেকে মনস্তাত্ত্বিক কারণে এক বৃহৎ অংশের ছাত্রছাত্রীর স্কুলবিমুখতা। যদিও স্কুলের খাতায় বছরের পর বছর তাদের নাম থেকে যায়। হঠাৎ কখনও সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা নিতে তারা স্কুলে এসে হাজির হয়, কিন্তু দৈনন্দিন পঠনপাঠনে তাদের তীব্র অনীহা। এভাবেই ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকা ছাত্রছাত্রীরা যখন মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিকের মতো বড় পরীক্ষার দোরগোড়ায় এসে পৌঁছায়, আশানুরূপ ফলাফল করতে তারা ব্যর্থ হয়।

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের ফল বলে দেয়, উত্তরবঙ্গে মেধা রয়েছে কিন্তু মেধা বিকাশে অন্তরায় পিছু ছাড়ছে না। এক বৃহৎ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চমাধ্যমিকে নব্বই শতাংশের ওপর নম্বর পেলেও সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষায় খুব সাফল্য অর্জন করতে পারছে না। তার অন্যতম কারণ, মেট্রোপলিটান শহরগুলির মতো উত্তরবঙ্গে এই ধরনের পরীক্ষা প্রস্তুতির সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

সুযোগ নেই, যুগের চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আগামীদিনে বিভিন্ন পেশাগত বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের। স্কুল স্তরে নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বাইরে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পেশাগত বিষয়গুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতেও শিক্ষকদের খুব একটা উদ্যোগী হতে দেখা যায় না। কিছু স্কুলে কারিগরি শিক্ষা পাঠক্রমটি চালু থাকলেও প্রশিক্ষকের অভাবে সেটি গুরুত্বহীন। উত্তরবঙ্গের কিছু কলেজে ট্যুরিজম, মাস কমিউনিকেশন, লাইব্রেরি সায়েন্স, ডেটা সায়েন্স, বায়োটেকনলজি, কিংবা মাইক্রোবায়োলজির মতো আধুনিক বিষয়গুলি চালু। তবু যোগ্য প্রশিক্ষক এবং সঠিক পরিকাঠামোর অভাবে সেগুলো ধুঁকছে। এমতাবস্থায় উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্যের পর অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা সঠিক বিষয় নির্বাচন করে উচ্চশিক্ষায় গিয়ে এক বিশাল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। তাই মেধাতালিকায় সাফল্য পাওয়া উত্তরের কিছু কৃতী ছাত্রছাত্রীর উজ্জ্বল নামগুলো দেখে আমরা গর্বিত হলেও, কোথাও যেন আজও বেহাগের বিষণ্ণ সুর বাজে।

(লেখক দিনহাটার শিক্ষক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৮৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

যাতায়াত সুগম করতে পদক্ষেপ, আগামী বছর কাজ শুরুর সম্ভাবনা

দার্জিলিং মোড়-সুকনা রাস্তা চার লেনের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ মে : দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনা পর্যন্ত জাতীয় সড়ক চার লেনের করতে ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি হচ্ছে। তবে, রাস্তাটির দায়িত্ব রাজ্য পূর্ত দপ্তরের হাত থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে (এনএইচআইডিসিএল) দিয়েছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক। কিন্তু এখনও রাস্তাটি হস্তান্তরের কাজ হয়নি বলে পূর্ত দপ্তর সূত্রের খবর। এরই মধ্যে রাস্তাটি চওড়া করতে ডিপিআর তৈরি শুরু হয়েছে। আপাতত দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনা পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করা হলেও আগামীতে পুরো রাস্তাই চার লেনের করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের (ডিভিশন-৯) এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঠাকুর বলেছেন, 'রাস্তাটি এনএইচআইডিসিএল-কে দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের কাছে সরকারিভাবে কোনও খবর নেই।'

মাটিগাড়ার বালাসন সেতু থেকে দার্জিলিং মোড় হয়ে শালুগাড়া পর্যন্ত জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ করছে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ। এশিয়ান হাইওয়ের দার্জিলিং মোড় থেকে শৈলশহরের দিকে গিয়েছে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোড।

সড়কটি দীর্ঘদিন রাজ্য পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের (ডিভিশন-৯) হাতে ছিল। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক ইতিমধ্যে তা এনএইচআইডিসিএল-কে হস্তান্তর করেছে। এই রাস্তার দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনা পর্যন্ত অংশ চার লেনের করার জন্য ডিপিআর তৈরি হচ্ছে।

সূত্রের খবর, দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনা পর্যন্ত ৯ কিলোমিটার অংশের অনেক জায়গায় টয়ট্রেনের লাইনকে রাস্তার ওপরে রেখেই সম্প্রসারণ হবে। অর্থাৎ আর রাস্তার পাশ দিয়ে টয়ট্রেনের লাইন থাকছে না। কোথাও রাস্তার ওপরে, কোথাও রাস্তার দুটি লেনের ডিভাইডার হয়েও টয়ট্রেনের ট্র্যাক পাতা হবে। আগামী বছরের গোড়ায় রাস্তা সম্প্রসারণ শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেছেন, 'আগামীতে দার্জিলিং প্রর্যন্ত পুরো রাস্তা চওড়া করা হবে। সেজন্য রাস্তাটি রাজ্যের হাত থেকে নিয়ে এনএইচআইডিসিএল-কে দেওয়া হয়েছে।'

তাঁর দাবি, 'দার্জিলিং পর্যটনের পীঠস্থান। কিন্তু যানজটের জেরে দার্জিলিং যাতায়াত দিন-দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এখানে যাতায়াত সুগম করতে না পারলে ভবিষ্যতে পর্যটকরা আর এখানে আসবেন না। তাই টয়ট্রেনের ট্র্যাককে রাস্তার মাঝে রেখেই রাস্তাটি কোথাও চার লেন, কোথাও যতটা সম্ভব চওড়া করা হবে।'

হিলকার্ট রোডের এই অংশই সম্প্রসারণ হচ্ছে। শনিবার। ছবি ঃ সূত্রধর

কী পরিকল্পনা

- আপাতত দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনা পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করা হবে
- আগামীতে পুরো রাস্তাই চার লেনের করার পরিকল্পনা রয়েছে
- দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনা পর্যন্ত ৯ কিলোমিটার অংশের অনেক জায়গায় টয়ট্রেনের লাইনকে রাস্তার ওপরে রেখেই সম্প্রসারণ হবে
- কোথাও রাস্তার ওপরে, কোথাও রাস্তার দুটি লেনের ডিভাইডার হয়েও টয়ট্রেনের ট্র্যাক পাতা হবে
- আগামী বছরের গোড়ায় রাস্তা সম্প্রসারণ শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে

৬২টি দুর্লভ বই অনলাইনে

শিলিগুড়ি কলেজ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ মে : ডিজিটালের ছোঁয়া শিলিগুড়ি কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়ার (এনডিএলআই) সহায়তায় শিলিগুড়ি কলেজ ৬২টি দুর্লভ বইয়ের সংগ্রহ অনলাইনে নিয়ে এল। ইনস্টিটিউশনাল ডিজিটাল রেপোসিটরির মাধ্যমে বইগুলির ই-সংস্করণ পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রলিপি' আপলোড করা হয়েছে। বাকি বইগুলিও ধাপে ধাপে আপলোড করা হবে। শিলিগুড়ি কলেজের লাইব্রেরিয়ান সন্দীপ দাস বলেন, 'এটি শুধু বই ডিজিটালাইজেশনের প্রক্রিয়া নয়। গবেষণার ক্ষেত্রেও একটি বড় পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন বইগুলিকে সংরক্ষণ করা যাবে, অন্যদিকে পড়ুয়াদের কাছে সহজে বইগুলি পৌঁছে যাবে।' তাঁর সংযোজন, 'যে কোনও বই ডিজিটালাইজ করা সম্ভব নয়। ৫০ বছরের বেশি পুরোনো এবং লিমিটেড এডিশন বইগুলি এভাবে সংগ্রহ করা যাবে।'

আঠারো শতকে হান্টারের দার্জিলিং জেলার স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্ট, জার্মান ইন্দোলজিস্ট ম্যাক্স মুলারের সম্পূর্ণ সংগ্রহ, সংস্কৃতের নানা বই ও রবি ঠাকুরের আঁকা কয়েকটি তৈলচিত্র সহ নানান সীমিত সংস্করণের বইগুলি ই-বুকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এতদিন সেগুলি লাইব্রেরিতে বই আকারে পাওয়া যেত। যার ফলে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষকরা দরকার পড়লেও সুবিধামতো ব্যবহার করতে পারতেন না। ফলে এগুলির ব্যবহার সীমিত ছিল। তবে এবার সীমিত সংস্করণের দুর্লভ এই বইগুলির কোনও সীমাবদ্ধতা থাকল না। মাউসের কয়েকটি ক্লিকেই ছাত্রছাত্রী ও গবেষক থেকে শুরু করে জ্ঞানপিপাসু পাঠকের কাছে ই-বুকগুলি পৌঁছে যাবে। শিলিগুড়ি কলেজের ইতিহাস বিভাগের এক ছাত্রী সুপ্রিয়া দত্তর কথায়, 'এই বইগুলির হার্ডকপিগুলি কোনওভাবে হারিয়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা অনেক বড় ক্ষতি হত। ই-সংস্করণ করায় অনেক সুবিধা হচ্ছে।'

ইংরেজি বিভাগের ছাত্র বিবেক চক্রবর্তী জানান, এখন আর বইয়ের জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। যার যখন ইচ্ছে পড়তে পারবে। প্রযুক্তি ও ঐতিহ্যের এই সংযোগ শিলিগুড়ি কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। আগামীদিনে কলেজের বাৎসরিক ম্যাগাজিনও ডিজিটালাইজ করার পরিকল্পনা চলছে।

নয়া উদ্যোগ

- ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়ার (এনডিএলআই) সহায়তায় শিলিগুড়ি কলেজ ৬২টি দুর্লভ বইয়ের সংগ্রহ অনলাইনে নিয়ে এল
- ৫০ বছরের বেশি পুরোনো সীমিত সংস্করণের বইগুলিকে ডিজিটাইজ করা হচ্ছে
- বিনামূল্যে প্রত্যেকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বইগুলি পড়তে পারবে

দ্বিগুণ ভাড়া গরুমারার ৪ বাংলোর

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১০ মে : একলাফে দ্বিগুণ ভাড়া বাড়ল গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা চারটি বনবাংলোর। পাশাপাশি বনবাংলোর অফলাইন বুকিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা বেশিরভাগ বনবাংলো নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার পর সেগুলি পর্যটকদের জন্য চালু করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অফলাইনে বুকিং বন্ধের পাশাপাশি ভাড়াও বাড়ানো হয়েছে। বন দপ্তরের এমন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা ভ্রমণপিপাসুদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই বনবাংলোগুলি। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র থাকার ঠিকানা এগুলিই। বেসরকারি রিসর্টগুলি বিলাসবহুল হলেও জঙ্গলের অকৃত্রিম স্বাদ পেতে এই বনবাংলোগুলিই পর্যটকদের প্রথম পছন্দ।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে কালীপুর, ধূপঝোরা, পানঝোরা, মৌচুকি, রামশাই রাইনো ক্যাম্প, লাটাগুড়ি হর্নবিল ও মূর্তি- এই বনবাংলোগুলি রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে এই বনবাংলোগুলোর বেশিরভাগই বেহাল হয়ে পড়েছিল। ফলে দীর্ঘদিন বন দপ্তরের তরফে এই বনবাংলোগুলি পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। তার ওপর হলং বনবাংলোয় অগ্নিকাণ্ডের জেরে ঢেলে সাজানো হয় বনবাংলোগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। গত ডিসেম্বর মাস থেকে একে একে বনবাংলোগুলি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার পাশাপাশি অফলাইনে এগুলির বুকিং দেওয়া শুরু করে বন দপ্তর।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, নতুন করে অফলাইনে বুকিং দেওয়া হলেও বনবাংলোগুলিতে বিদ্যুৎ না থাকায় পর্যটকরা মোবাইল ও ক্যামেরার চার্জ দিতে বা ফ্যান ব্যবহার করতে পারতেন না। পর্যটকদের জন্য চার্জার লাইট দেওয়া হত রাতে ব্যবহারের জন্য।

ফলে বনবাংলোগুলির ভাড়া অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়েছিল। কয়েক মাস হল বনবাংলোগুলিতে সোলারচালিত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। সেইসঙ্গে অফলাইন বুকিং বন্ধ করে বনবাংলোগুলির অনলাইন বুকিং শুরু হয়েছে।

গত মাসের ২১ তারিখ থেকে বনবাংলোগুলি অনলাইনে বুক করার সিদ্ধান্ত নেয় বন দপ্তর। তখন থেকেই বনবাংলোর ভাড়া ১২০০ থেকে বাড়িয়ে ২৪৪০ টাকা করা হয়েছে। বর্তমানে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা সাতটি বনবাংলোর মধ্যে চারটি চালু থাকলেও রামশাই রাইনো ক্যাম্প, হর্নবিল ও মূর্তি টেন্ট এখনও চালু করতে পারেনি বন দপ্তর। এগুলি সংস্কার করে সোলারচালিত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা করার কাজ চলছে।

উত্তরবঙ্গের প্রায় সবক'টি বনবাংলোর বুকিং অনলাইনে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে হয়। উত্তরবঙ্গের নেওড়া জঙ্গল ক্যাম্প, মালঙ্গি লজ, মেন্দাবাড়ি লজ, জলদাপাড়া লজ সহ অন্যান্য লজের ভাড়া প্রথম থেকেই ২৫০০ থেকে ৩৫০০ টাকার মধ্যে ছিল। এগুলো ভাড়ার কোনও হেরফের না হলেও শুধুমাত্র গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা সাতটি বনবাংলোর ভাড়া কমিয়ে এনেছিল বন দপ্তর। কিন্তু সংস্কারের পর ফের সেগুলির ভাড়া বাড়ানো হয়েছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের চালু হওয়া বনবাংলোগুলির ভাড়া দ্বিগুণ হওয়ায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে, পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ী উজ্জ্বল শীল মনে করেন, বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে ব্যবসার ব্যাপক ক্ষতি হবে।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরাম-এর সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে বলেন, 'এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বন দপ্তর এর গোটা বিষয়ে খতিয়ে দেখা উচিত ছিল।'

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'এর আগে যখন অনলাইনে এই বনবাংলোগুলির বুকিং দেওয়া হত তখন ২২৪০ টাকা করেই ভাড়া নেওয়া হত। মাঝে কিছুটা দাম কমানো হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সংস্কারের পর আগের হারেই টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

পর্যটনে ধাক্কা

- গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে সাতটি বনবাংলো
- চারটি সংস্কার করে চালু করা হয়েছে
- ১২০০ টাকা থেকে ভাড়া বেড়ে হয়েছে ২৪৪০ টাকা
- তিনটি বনবাংলো এখনও চালু হয়নি

গরুমারা বনবাংলো।

তিনশোরও বেশি তরুণীর সঙ্গে প্রতারণা

বন্ধুত্বের ফাঁদ পেতে 'ধোঁকা' তরুণের

শিলিগুড়ি, ১০ মে : ডেটিং অ্যাপে আলাপে পাইলট হিসেবে পরিচয় দিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক নার্সের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত হেমন্ত শর্মাকে গ্রেপ্তার করল মেডিকেল ফাঁড়ি। দুর্গা মন্দির এলাকা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশকিছু তথ্য পেয়েছে পুলিশ। তবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সেই নার্সই শুধু নন, বন্ধুত্বের ফাঁদ পেতে তিনশোরও বেশি তরুণীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে হেমন্ত। সে সিকিমের বাসিন্দা হলেও কয়েকমাস ধরে শহরের বিলাসবহুল হোটেলে আস্তানা গেড়েছিল। ধৃতের বিরুদ্ধে শহরের অন্য থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়েছে কিনা, সেটাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরু এয়ারপোর্টে গ্রাউন্ড স্টাফ হিসেবে দু'বছর কাজ করেছে হেমন্ত। এমনকি একটি পাঁচতারা হোটেলে ফ্রন্ট অফিস এগজিকিউটিভ হিসেবেও কাজ করেছে সে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সহজে অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ ছেড়ে তরুণীদের প্রতারণার ফন্দি আঁটতে শুরু করে হেমন্ত। ২০২২ সালে গুরুগ্রাম থানার পুলিশ তাকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। গুরুগ্রাম থানার সঙ্গে কথা বলে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই তরুণ পাইলট পরিচয় দিয়ে তিনশোরও বেশি তরুণীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। প্রতারিতদের অধিকাংশই নাকি ছিল মহিলা কেবিন ক্রু। এক্ষেত্রে হেমন্ত বায়োতে নিজেকে পাইলট উল্লেখ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেড়শোরও বেশি অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছিল। সেই অ্যাকাউন্ট থেকেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাত অভিযুক্ত।

মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ হেমন্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে, হেমন্ত দু'মাসের বেশি কোনও সম্পর্ক রাখত না। মাস দুয়েক সম্পর্ক চলার পর হঠাৎই 'প্রেমিকা'-কে ফোন করে বলত, ম্যানিব্যাগ হারিয়ে গিয়েছে। সে কারণে হোটেলের বিল দিতে পারছে না। সেখানে আটকে গিয়েছে সে। এরপর 'প্রেমিকা' টাকা অ্যাকাউন্টে পাঠাতেই উধাও হয়ে যেত তরুণ। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল নম্বরও পরিবর্তন করে ফেলত। ব্লক করে দিত প্রোফাইলও। পরবর্তীতে ছাড়া পেয়ে গুরুগ্রাম থেকে মাটিগাড়ায় ঘাঁটি গাড়ে হেমন্ত। তার ফাঁদে পড়ে যান উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত ওই নার্স। তবে এক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজিতে পরিবর্তন ঘটে। ওই নার্সের স্কুটারের ভেতর গয়না থাকার কথা শুনে সেই গয়না নিয়ে উধাও হয় হেমন্ত। চলতি মাসের পাঁচ তারিখ মেডিকেল ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন প্রতারিত তরুণী। অভিযুক্তকে ছয় মে গ্রেপ্তার করা হয়। সাত মে তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে তিনদিনের হেপাজতে নেয় মেডিকেল ফাঁড়ি। এরপর হেমন্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই নার্সের খোওয়া যাওয়া সোনা উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার হেমন্তকে ফের আদালতে তোলা হয়। অভিযুক্তের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

কী অভিযোগ

- ২০২২ সালে গুরুগ্রাম থানা হেমন্তকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল
- পাইলট পরিচয় দিয়ে তিনশোরও বেশি তরুণীর সঙ্গে প্রতারণা
- প্রতারিতদের অধিকাংশই নাকি ছিল মহিলা কেবিন ক্রু
- বায়োতে নিজেকে পাইলট উল্লেখ করে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছিল হেমন্ত
- তা থেকেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাত অভিযুক্ত

জমি নিয়ে সংঘর্ষে জখম

ইসলামপুর, ১০ মে : শনিবার ইসলামপুর থানার ডিমরুল্লা এলাকায় জমি বিবাদের জেরে দু'পক্ষের সংঘর্ষে একজন জখম হন। মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর জখম নুর আলমকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডিমরুল্লার বাসিন্দা নুর আলমের সঙ্গে মহব্বতপুর এলাকার বাসিন্দা নুর হোসেনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে ঝামেলা চলছিল। সমাধানের চেষ্টা করেও কাজ হয়নি। এদিন জমিতে ঘাস কাটতে যাওয়ায় নুর হোসেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা আচমকাই নুর আলমের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে বলে অভিযোগ। ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

মকাইবাড়ি টি এস্টেট ঘুরে দেখলেন স্বামী গৌতমানন্দ।

মকাইবাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট

নিউজ ব্যুরো

১০ মে : প্রায় চার দশক পরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন। এবার তিনি মকাইবাড়িতে গেলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী গৌতমানন্দ লক্ষ্মী গ্রুপের তত্ত্বাবধানে থাকা মকাইবাড়ি টি এস্টেট ঘুরে দেখেন। এর ফলে লক্ষ্মী গ্রুপ সহ মকাইবাড়ির সকলে অত্যন্ত খুশি। মহারাজ মকাইবাড়ির কর্মীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে সকলকে আশীর্বাদ করেছেন। এছাড়া তিনি এস্টেটের শ্রমিকদের কথাও শোনেন। পাশাপাশি তাঁদের জীবনে উৎসাহ বাড়াতে মহারাজ বিভিন্ন বাণীও সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। শান্তি, সম্প্রীতি ও জাতীয় চেতনা বাড়াতে একটি বিশেষ প্রার্থনাও অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া তিনি মকাইবাড়ির ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করে এলাকায় একটি চারাগাছ রোপণ করেন ও ঐতিহাসিক মকাইবাড়ি বাংলোও ঘুরে দেখেন। মীনা তামাং নামে এক শ্রমিক এব্যাপারে বলেন, 'দেশের এরকম অস্থির সময়ে স্বামীজির কথাগুলি শুনে আমি খুব শান্তি পেয়েছি। তিনি নিঃস্বার্থ সেবার কথা বলেছেন।' মহারাজের মকাইবাড়িতে আসা লক্ষ্মী গ্রুপের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের বহুদিনের সম্পর্কের প্রতিফলন।

গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রুদ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা স্বামী গৌতমানন্দকে পেয়ে আপ্লুত। তাঁর মূল্যবান উপস্থিতি আমাদের বুঝিয়েছে মানুষকে সেবা করাই পরম ধর্ম।'

বেসরকারি স্কুলেও আগাম ছুটি

শিলিগুড়ি, ১০ মে : বর্তমান ভারত-পাক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে আগাম গরমের ছুটি নিয়ে বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করলেন শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহল। শনিবার সিবিএসই, আই-সিএসই বোর্ডের স্কুলগুলির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মহাকুমা শাসকের দপ্তরে বৈঠক করা হয়। বৈঠকে বেসরকারি স্কুলগুলির কাছে আগাম গরমের ছুটি দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

সরকারি স্কুলে আগাম গরমের ছুটি দেওয়া হলেও বেসরকারি স্কুলগুলিতে এখনও ছুটি দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেসরকারি স্কুলগুলিতে আগাম গরমের ছুটি দেওয়ার আবেদন জানালেও শহরের সিংহভাগ স্কুল সাড়া দেয়নি। এদিন ফের মহকুমা শাসকের তরফে বেসরকারি স্কুলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে ওই অনুরোধ করা হয়। ডিএভি স্কুলের প্রিন্সিপাল তাপসী বণিক বলেন, 'মহকুমা শাসকের তরফে বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। আগাম স্কুল ছুটি দেওয়ার জন্য মহকুমা শাসক আমাদের অনুরোধ করেছেন। সোমবার পর্যন্ত স্কুল বন্ধ রয়েছে। তারপর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' অর্থাৎ মঙ্গলবার স্কুল খোলার পর আগাম ছুটি দেওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

শিলিগুড়ি

খাবারের খোঁজে ওরিয়েন্টাল গার্ডেন লিজার্ড। রংটংয়ে শনিবার। ছবি ঃ সূত্রধর

ছিনতাই কমার লক্ষণ নেই শিলিগুড়িতে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ মে : কখনও ভিজিটিং কার্ড দেখিয়ে গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাই। আবার কখনও রাত গভীর হতেই টোটোয় করে গন্তব্যে নামিয়ে ভাড়া নেওয়ার সময় যাত্রীর মানিব্যাগ ছিনিয়ে চম্পট। গত এক মাসে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ এলাকায় বিভিন্ন পন্থায় ছিনতাইয়ের ছয়টিরও বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে একাধিক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। যদিও শহর শিলিগুড়িতে নিত্যনতুন উপায়ে ছিনতাইয়ের ঘটনা অব্যাহত।

গত ১ মে ভোলানাথপাড়ায় ভোরবেলা বাড়ির সামনে ফুল তুলতে বেরিয়েছিলেন এক মহিলা। ফুল তোলার সময় তিনি দেখেন, একটি বাইকে দুজন ঘোরাঘুরি করছে। এরপর তারা ওই মহিলাকে একটি ভিজিটিং কার্ড দেখিয়ে সেখানে লেখা ঠিকানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। সুযোগ বুঝে ওই দুই দুষ্কৃতী মহিলার গলার সোনার হার ছিনতাই করে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ।

সপ্তাহখানেক আগেই বর্ধমান রোড বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাতেরবেলা উত্তেজনা ছড়ায়। বাসস্ট্যান্ডে টোটোয় করে আসার পর ভাড়া দেওয়ার সময় টোটোচালকের বিরুদ্ধে যাত্রীর মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। ওই টোটোয় আরও দুজনও ছিলেন। স্থানীয়রা ওই অভিযুক্তদের পাকড়াও করলেও খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই অভিযুক্তরা সুযোগ বুঝে টোটো নিয়ে পালিয়ে যায়।

একই ধরনের অভিযোগ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, টোটোয় চালক সহ দুই তরুণ রয়েছে। অভিযোগকারী ভিডিও করে তাদের দেখিয়ে বলতে থাকেন, 'খুচরো না থাকায় ভাড়া দেওয়ার জন্য ৫০০ টাকা বের করেছিলাম। এরপর ওরা আমার পকেট থেকে টাকা ছিনিয়ে পালাচ্ছে।' ওই তরুণ দাবি করেন, 'ওই টোটো বর্ধমান রোড হয়ে ঝংকার মোড় হয়ে পালিয়ে যায়।' বর্ধমান রোড বাসস্ট্যান্ডের ঘটনার সঙ্গে ওই তরুণের ভিডিওর কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, সেটা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তবে শুধু রাতের অন্ধকারেই নয়, দিনের আলোতেও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। পাঞ্জাবিপাড়া মোড়ে গত মাসে একটি সোনার চেন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। অভিযোগকারী বলেন, 'দুই তরুণ বাইকে করে এসে প্রথমে আমার সঙ্গে কিছু কথা বলার চেষ্টা করে। একটু অসতর্ক হতেই সোনার চেন ছিনিয়ে পালায়।'

মাস চারেক আগে সিগারেট কেনার নাম করে ডাবগ্রাম এলাকায় দোকানে ঢুকে দুই তরুণ এক মহিলার সোনার হার ছিনতাই করেছিল। পরবর্তীতে প্রধাননগর থানার পুলিশ ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে। সম্প্রতি গুরুংবস্তিতেও একটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ভক্তিনগর থানার পুলিশও গত ৯ এপ্রিল একটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে। সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশ জানতে পেরেছে, দুষ্কৃতীরা নেশার টাকা জোগাড়ের জন্য এমন কাণ্ড ঘটাচ্ছে।

শহরের এক বাসিন্দা অভিজিৎ দাস বলেন, 'পুলিশের হাতে দুষ্কৃতীরা ধরা পড়ছে। তবে এরপরেও ছিনতাই ঘটেই চলেছে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'আমরা ইতিমধ্যে প্রধাননগর, মাটিগাড়া, এনজেপির গ্যাং ধরেছি। রাস্তায় আমাদের টহলদারি ভ্যান রয়েছে।'

উদ্বেগের ব্যাপার

- গত এক মাসে শিলিগুড়িতে বিভিন্ন পন্থায় ছিনতাইয়ের ছয়টিরও বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে
- তদন্তে নেমে একাধিক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ
- যদিও শহর শিলিগুড়িতে নিত্যনতুন উপায়ে ছিনতাইয়ের ঘটনা অব্যাহত

হরিণ উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ১০ মে : নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতে শনিবার কার্সিয়াং বন দপ্তরের কলাবাড়ি বিট একটি হরিণ শাবক উদ্ধার করে। বন দপ্তরের কর্মীরা জানান, ওই পঞ্চায়েতের মাল্লাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মণিরুল হকের বাড়িতে খাটের তলা থেকে হরিণটি উদ্ধার হয়। খাবারের লোভে হরিণ শাবকটি জঙ্গল থেকে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। এদিন দুপুরে ওই এলাকা সংলগ্ন কলাবাড়ি বনাঞ্চল থেকে ওই শাবকটি ভুট্টাখেতে ঢুকে পড়ে। সেখান থেকে বাইরে বের হতেই কুকুরের দল শাবকটিকে ঘিরে ফেলে। ঘটনাটি বাসিন্দাদের নজরে আসতেই সেটিকে বাঁচাতে তাঁদের তৎপরতা শুরু হয়। এরপর হরিণ শাবকটি স্থানীয় বাসিন্দা মণিরুল হকের বাড়ির খাটের তলায় ঢুকে পড়ে। ঘরের দরজা বন্ধ করে সেটিকে বস্তাবন্দি করা হয়। পানিঘাটা রেঞ্জের কলাবাড়ি বিটের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ছয় মাস বয়সি শাবকটি উদ্ধার করেন।

বয়ান বদল আশরাফুলের

ব্যাংডুবি সেনাছাউনি ও সংলগ্ন এলাকায় বিধিনিষেধ জারি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১০ মে : এক রাতেই ভোল বদল। শুক্রবার বলেছিল, ভারতে আসার মূলে রয়েছে কাজের সন্ধান। শনিবার সকালে তার বয়ান, সৌদি আরবের জেড্ডায় যাওয়ার জন্যই বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে এদেশে পা রাখা। ফলে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন কর্মী হিসেবে পরিচয় দেওয়া আশরাফুল আলমকে ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে। সত্যতা জানতে হেপাজতে পেয়ে তাকে কয়েক দফায় জেরা করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নির্দেশে ওই ব্যক্তিকে চারদিনের হেপাজতে পেয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে, আশরাফুলের গ্রেপ্তারের ঘটনার পর ব্যাংডুবি সেনাছাউনি এবং সংলগ্ন এলাকায় চলাচলের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারিও।

ভারত-পাক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে শুক্রবার ব্যাংডুবি সেনাছাউনি সংলগ্ন এমএম তরাই গ্রামে প্রবেশ করে আশরাফুল ধরা পড়তেই এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। এর মূলেই রয়েছে ধরা পড়া আশরাফুলের বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন কর্মী হিসেবে নিজের পরিচয় দেওয়া। ওইদিনই বাগডোগরা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার আগে বাংলাদেশের বাসিন্দা ওই ব্যক্তিকে কয়েক দফায় জেরা করে সেনাবাহিনী ও সেনা গোয়েন্দারা। পুলিশও কয়েকপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ করে। শুক্রবার আশরাফুলের বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশের রংপুরের বাড়িতে সন্তানরা রয়েছে এবং মূলত কাজের জন্য নৌকায় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসা। কিন্তু শনিবার জেরায় বলেছে, সৌদি আরবে সন্তানরা থাকায় সেখানে যাওয়ার জন্য এদেশে এসেছে। শুধু তাই নয়, চারদিন আগে হেঁটে সীমান্ত পার হওয়ার পর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে ব্যাংডুবিতে চলে এসেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক সীমান্তে কড়া নজরদারি রয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, সীমান্তে বিএসএফের কঠোর নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে ভারতে প্রবেশ করল? পাশাপাশি, তার বয়ান পরিবর্তনের জন্যই রহস্য বাড়ছে ওই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। যা কিছুটা চিন্তায় ফেলেছে সেনা ও পুলিশকে। সেনা গোয়েন্দা সংস্থার এক আধিকারিক বলেন, 'আশরাফুল আষাঢ়ে গল্প ফাঁদছে। জেড্ডায় যাওয়ার জন্য ভারতে আসতে হবে কেন? ভারতে এত জায়গা থাকতে ব্যাংডুবিতেই কেন? ধরা পড়ায় এখন বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।'

এদিকে, ওই ব্যক্তি ধরা পড়তেই সেনাছাউনি এবং সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা আরও কয়কগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেনাছাউনির ভিতরে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। জরুরি কোনও কাজের ক্ষেত্রে যাঁদের পাস রয়েছে, তাঁদেরই শুধু নজরদারিতে ভিতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ নজরদারি রয়েছে ছাউনি সংলগ্ন বাগডোগরা-পানিঘাটা সড়কে। বায়ুসেনার ঘাঁটিতেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বায়ুসেনার এক আধিকারিক বলেন, 'সামরিক ক্ষেত্রে ব্যাংডুবি সেনাছাউনি এবং বাগডোগরা বায়ুসেনা ঘাঁটি উত্তর-পূর্ব ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই যাবতীয় ব্যবস্থা।'

যদিও শনিবারই সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয়েছে ভারত এবং পাকিস্তান।

বাড়ছে রহস্য

- শুক্রবার বলেছিল, ভারতে আসার মূলে রয়েছে কাজের সন্ধান
- শনিবার সে জানায়, সৌদি আরবের জেড্ডায় যাওয়ার জন্যই বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে
- বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন কর্মী হিসেবে পরিচয় দেওয়া আশরাফুল আলমকে ঘিরে রহস্য বাড়ছে
- শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নির্দেশে তাকে চারদিনের হেপাজতে পেয়েছে পুলিশ

আশরাফুল আলম

“ আশরাফুল আষাঢ়ে গল্প ফাঁদছে। জেড্ডায় যাওয়ার জন্য ভারতে আসতে হবে কেন? ভারতে এত জায়গা থাকতে ব্যাংডুবিতেই কেন? ধরা পড়ায় এখন বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

সেনা গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিক

রাস্তায় নেশার আসর, অতিষ্ঠ বাসিন্দারা

ফাঁসিদেওয়া, ১০ মে : দিনের বেলাতেই প্রকাশ্যে চলছে মদ ও গাঁজার আসর। নেশাখোরদের আড্ডায় গত ৬ মাস ধরে নতুন সংযোজন ব্রাউন সুগার। পথবাতি না থাকায় সূর্যাস্তের পরে অন্ধকার সেই রাস্তায় অবাধে বসছে নেশার আসর। নেশাসক্তরা সকলেই অল্পবয়স্ক।

ফুলবাড়ি ব্যারেজ থেকে গোয়ালটুলি পর্যন্ত ক্যানাল রাস্তার পাশে নেশার ফুলঝুরি ছুটছে। রাস্তাটি প্রায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ বলেন, 'ওই রাস্তায় প্রয়োজনে আরও বেশি করে টহলদারি চালাবে পুলিশের ভ্যান।'

রাস্তার একদিকে মহানন্দা ক্যানাল এবং আরেক পাশে কয়েকটি গ্রাম রয়েছে। টাওয়াজোত, নিজবাড়ি সহ এলাকার বিভিন্ন গ্রামের মানুষ ক্যানাল রাস্তা পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ব্যবহার করেন। পুলিশ জানিয়েছে, নেশার আসর বন্ধ করতে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পুলিশি কড়াকড়ি না থাকায় নেশার আসরগুলো বন্ধ করা যাচ্ছে না। নেশাখোরদের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষের অভিযোগ, 'নেশাসক্তরা ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা তরুণীদের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিত করছে।

স্থানীয় বাসিন্দা দামু সিংহর বক্তব্য, 'নেশার টাকা জোগাড় করতে নেশাখোরদের হাতে মানুষজনের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দিন-দিন বাড়ছে।' এলাকার বাসিন্দা রমেশ দাসের অভিযোগ, 'এই রাস্তাটিতে যারা বেপরোয়াভাবে নেশা করছে তাদের একাংশ বহিরাগত। আবার অনেকেই সংলগ্ন গ্রামগুলোর বাসিন্দা।' খলিলজোতের এক বাসিন্দার দাবি, 'মাঝে মাঝে স্থানীয় দেবী মন্দির থেকে জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে। ঘরবাড়ি থেকেও নেশাসক্তরা জিনিসপত্র চুরিচামারি করছে। অবিলম্বে পুলিশকে আরও সক্রিয় হতে হবে।'

নিয়ম ভেঙে জাতীয় সড়কে চলাচল

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১০ মে : ফাঁসিদেওয়ার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কজুড়ে চলছে কেবল নিয়ম ভাঙার খেলা। এ কারণে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (এনএইচএআই) কোনও হেলদোল নেই বলেই অভিযোগ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ এবং প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে। সমস্যার সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পঞ্চায়েত সমিতির তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ধামনাগছের যে এলাকা থেকে উড়ালপুল শুরু হয়েছে, সেই এলাকায় উলটো লেন দিয়ে অবাধে যানবাহন চলছে। ফলে যানবাহনের চালকরা অনেক সময়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। কখন উলটোদিক থেকে গাড়ি আসবে তা আন্দাজ করতে না পারায় বাড়ছে দুর্ঘটনা। কিছুদিন আগে চার লেনের রাস্তায় দুটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রী সহ চটহাট এবং ভক্তিনগরের বাসিন্দা মোট পাঁচজন গুরুতর জখম হন। এরপর একটি লেনে নিয়ম মেনে যানবাহন চালানোর দাবি তোলা হয়।

বেড়ে চলেছে দুর্ঘটনা

ফুলবাড়ি ব্যারেজ থেকে বিধাননগর পর্যন্ত জাতীয় সড়কের নানা জায়গায় এক লেন থেকে অন্য লেনে যাতায়াত করতে বেশকিছু ডিভাইডার কাটা অবস্থায় আছে। গাড়ি কিংবা মোটরবাইকচালকরা জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাকালীন ডিভাইডার কোথায় কাটা রয়েছে তা বুঝে উঠতে পারেন না। হঠাৎ গাড়ি চলে আসার ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। রাতের দিকে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা অনিল ঘোষের দাবি, 'বিষয়টি অবিলম্বে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত। পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।' ফাঁসিদেওয়ার অনিল ঘোষ, বিধাননগরের বাসিন্দা প্রণবেশ মণ্ডলেরও একই দাবি।

ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা বলেন, 'বেশকিছু জায়গায় ডিভাইডার কেটে দেওয়া হয়েছে। তবে ধামনাগছে ভুল রুটে যানবাহন চলাচল করছে বলে জানি না। এনিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শীঘ্রই কথা বলব। ফাঁসিদেওয়া ও ঘোষপুকুর ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গেও কথা বলব।'

মিছিল

মেটেলি, ১০ মে : ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিচ্ছে। সেনাবাহিনীর এই লড়াইয়ে পাশে থাকার বার্তা জানিয়ে মেটেলি বাজারে মিছিল করল বিজেপি। শনিবার বিকেলে জাতীয় পতাকা হাতে বিজেপির নেতা-কর্মীরা মেটেলি বাজারে ওই মিছিল করেন।

ফের আন্দোলনে নামবে ধিমালরা

নকশালবাড়ি, ১০ মে : তপশিলি জাতির মর্যাদা দাবি করে ধিমালরা ফের আন্দোলনে নামতে চলেছেন। সাংসদ রাজু বিস্টের নেতৃত্বে পাহাড়ের ১০টি গোর্খা জনজাতিকে নিয়ে তারা দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে স্বীকৃতির দাবি জানাবে। শনিবার নকশালবাড়ির কেটুগাবুরজোতে ধিমাল মিউজিয়াম হলে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এমনই দাবি করেন। এদিন ১১ জনজাতির প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসেন। ধিমাল জনজাতি অস্তিত্ব রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সচিব গর্জন মল্লিক বলেন, '২০১৪ সাল থেকে আমাদের শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রস্তাবটি ঝুলিয়ে রেখেছে। পাহাড়ের বিলুপ্তপ্রায় ১০টি গোর্খা জনজাতি সহ সমতলে ধিমালদের দীর্ঘদিনের দাবি তপশিলি জাতির মর্যাদা দেওয়া হোক।'

রক্তদান শিবির

চোপড়া, ১০ মে : সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলিগছ স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় শনিবার রক্তদান ও চোখ পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এদিন শিবিরে ১৭ জন রক্তদান করেন। ৭৬ জন তাঁদের চোখ পরীক্ষা করান। ক্লাব কর্তৃপক্ষ সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা ব্লাড ব্যাংক কর্মীদের হাতে তুলে দেয়।

তোলাবাজিতে তৃণমূল নেতার যোগ

শুধু দলে নয়, সরকারি পদেও টোপ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ মে : আইপ্যাকের নাম ভাঁড়িয়ে শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের পদ পাইয়ে দেওয়া নয়, সরকারি পদে বসানোর টোপও দেওয়া হচ্ছে। শিলিগুড়ি, দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা এবং জলপাইগুড়িতেও এমন ফাঁদ পাতা হয়েছে। অভিযোগ, শিলিগুড়ির শাসকদলের এক যুব নেতার ভাড়া করে দেওয়া গাড়ি নিয়ে পাহাড় ও সমতলে ঘুরে, গাড়িতে আইপ্যাকের বোর্ড লাগিয়ে তোলাবাজি চলছে। প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই যা নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে শাসকদল। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। দলের তরফে প্রতিটি জেলায় নেতা-নেত্রীদেরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলছেন, 'পুরো বিষয়টি শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। তাঁরাই পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন।'

লোকসভা ভোটে যে সমস্ত জেলায় তৃণমূলের ভোটের ফল খারাপ হয়েছে, সেখানে দলের জেলা কমিটিতে রদবদলের জল্পনা চলছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রশাসনিক পদেও রদবদলের পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু এখনও দলে কোনও রদবদল হয়নি। ভোট পরবর্তীতে কখনও বলা হয়েছে, বিধানসভা ভোটের আগে আর রদবদল হবে না, আবার কখনও বলা হচ্ছে শীঘ্রই দলে বদল আনা হবে। ১২ মে'র পর দলের বিভিন্ন জেলা কমিটিতে রদবদল হবে বলে ফের তৃণমূলের অন্দরে হইহই পড়েছে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দলেরই একাংশ ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোলাবাজিতে নেমেছে বলে চর্চা রয়েছে।

তবে, শুধু দলের পদ দেওয়াই নয়, সরকারি পদ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পাহাড় এবং সমতলে দলের নেতা-নেত্রীদের কাছে ২০-২৫ লক্ষ টাকা করে চাওয়া হয়েছে। অভিযোগ, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) চেয়ারম্যান, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং একাধিক জেলা পরিষদের মেন্টর, সহ মেন্টর সহ অন্যান্য পদ পাইয়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, দলেরই এক যুব নেতা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সেই নেতার ভাড়া করে দেওয়া চার চাকার একটি গাড়ি নিয়েই দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং, মিরিক, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছে তোলাবাজ চক্রটি। ইতিমধ্যেই কয়েকজনের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা চক্রটি তুলেছে বলেও খবর। চক্রে শিলিগুড়ির এক যুব নেতার পাশাপাশি দলের এখানকার এক নেত্রী যেমন রয়েছেন, তেমনই কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক ব্যক্তিও রয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই তোলাবাজি কারবারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপের জন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশকে বলা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে।

“ পুরো বিষয়টি শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। তাঁরাই পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন।

-পাপিয়া ঘোষ, *সভানেত্রী, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস*

আইনের গেরোয় আটকে পুলিশ

মোটরবাইক চুরি করে নেপালে পাড়ি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ মে : নেপালের মোটরবাইক চোরেদের দাপটে অতিষ্ঠ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানা। গত কয়েকমাস ধরে শহরের একাধিক থানা এলাকা থেকে বাইক চুরি হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। চলতি সপ্তাহে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানা এলাকা থেকে একটি বাইক চুরি হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তদন্তে নেমে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, নেপালের সঞ্জু বিশ্বকর্মার গ্যাং এই কাজ করছে। একাধিক সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে একাধিক থানার পুলিশকর্মীরা নেপালেও যান। কিন্তু অভিযুক্তদের হাতের নাগালে পেলেও আন্তর্জাতিক আইনের গেরোয় তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে পারছে না পুলিশ। এমনকি, কখনো-কখনো নেপাল পুলিশের থেকে সহযোগিতাও মেলে না বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তাই শহরে বাইক চুরি ঠেকাতে রীতিমতো সমস্যায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। যদিও শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কিছু জানাতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, 'শহরে কোথাও বাইক চুরি হলে আমরা চোরকে ধরে ফেলি। অন্য এলাকা থেকে এসে অপরাধ করে পালানোর সময়েই অভিযুক্তদের ট্র্যাক করা হয়। বাইরের দেশ থেকে এসেছে, এরকম কিছু আমরা পাইনি।'

গত দুই মাসে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অন্তত ১২টি বাইক চুরি হয়েছে। ওই তালিকায় ভোরের আলো থানা বাদ দিয়ে শহরের প্রায় সব থানারই নাম রয়েছে। প্রত্যেক থানার পুলিশকর্মীরাই নিজ নিজ মতো তদন্ত করে জানতে পেরেছেন, বাইক চুরির পেছনে নেপালের সঞ্জুর গ্যাংয়েরই হাত রয়েছে। পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকে ওই গ্যাংয়ের সদস্যরা। এরপর দু-তিনদিন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় রেইকি করে ওই দলের সদস্যরা। রেইকি করার পর বাইক চুরি করে সোজা নেপালে চলে যাচ্ছে। পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়েই বাইক নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে নেপালে। এরপর ৮-১০ দিনের মধ্যে ওই বাইক নিলাম করে দেওয়া হচ্ছে। একবার নিলাম হয়ে গেলে নেপালের নম্বর প্লেট জুড়ে গেলে বাইক ফেরানোর আর কোনও পথ নেই। মাসদুয়েক আগে বাগডোগরা থানার পুলিশ সঞ্জুর খোঁজে নেপালে গেলেও, সেখান থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। অভিযোগ, সেই সময় নেপাল পুলিশ কোনও সহযোগিতাই করেনি। গত মাসে মাটিগাড়া থানার পুলিশও এক বাইক চোরের খোঁজে আনঅফিশিয়ালি নেপালে গিয়েছিল। সেখানে কাঁকরভিটা থানা এলাকায় অভিযুক্তকে ডাকাও হয়। মাটিগাড়া থানার পুলিশের কাছে থাকা সিসি ক্যামেরার ছবির সঙ্গে অভিযুক্ত হুবহু মিলে যায়। কিন্তু এরপরেও অভিযুক্তকে ধরে নিয়ে আসতে পারেনি পুলিশ। অন্য দেশের থেকে কোনও অপরাধীকে ধরে আনতে হলে ইন্টারপোলের সহযোগিতা নিতে হয়। পাশাপাশি, দুই দেশেরই অনুমতি প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে শহরে বাইক চোরদের দাপট ঠেকাতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছেন শিলিগুড়ি কমিশনারেটের কর্তারা।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।। *রাবাংলায় ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ি শহরের আশ্রমপাড়ার জয়দীপ চক্রবর্তী।*

ব্রাইট অ্যাকাডেমিতে রবীন্দ্র জয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ১০ মে : এক অপরূপ রবীন্দ্র জয়ন্তী উপহার দিল ব্রাইট অ্যাকাডেমি স্কুল। কবিগুরু, দার্শনিক ও নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী স্মরণে ব্রাইট অ্যাকাডেমি স্কুলে বিপুল উৎসাহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়। সাহিত্য, সংগীত ও শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের অবদান ও তাঁর কাজ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সঞ্চালক। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের নাচে-গানে রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিশীল রচনা থেকে শিক্ষার্থীদের অনেক কিছু শেখার সুযোগ রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পায়। রবীন্দ্র জয়ন্তীর সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সকলের কাছে খুবই প্রশংসিত হয়।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১০ মে : শনিবার পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন মহানন্দা নদীর ধারে এক সদ্যোজাতর দেহ উদ্ধার হল। কয়েকজন শিশু খেলার সময় একটি ব্যাগ দেখতে পায়। ভেতরে দেহটি ছিল। প্রধাননগর থানার পুলিশ দেহ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সুরেন্দ্র আগরওয়াল মেমোরিয়ালে কুইজ

শিলিগুড়ি, ১০ মে : ডিপিএস শিলিগুড়ির এসএএম হলে ৯-১০ মে তিনটি বিভাগে সুরেন্দ্র আগরওয়াল মেমোরিয়াল ইন্টার স্কুল কুইজ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রাণপুরুষ প্রয়াত সুরেন্দ্র আগরওয়ালের জন্মবার্ষিকী উদযাপনকে কেন্দ্র করে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল অনীশা শর্মা, ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রিন্সিপাল সুকান্ত ঘোষ, হেডমাস্টার অম্লান সরকার ও সিনিয়ার মিস্ট্রেস মৌমিতা দেবনাথ প্রধান প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন। নিজের টিম নিয়ে বিশিষ্ট কুইজ মাস্টার শুভম লাহোটি এই কুইজ পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি স্কুলের হাতে স্মারক ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রকাশক ও জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী এই কুইজ উৎসবের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে ডিপিএস শিলিগুড়ির অবদানের কথা তিনি সবার সামনে তুলে ধরেন।

হুইলচেয়ার বিলি

বাগডোগরা, ১০ মে : একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে বাগডোগরা ভুজিয়াপানির এক মহিলাকে শনিবার একটি হুইলচেয়ার দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় খাদ্যসামগ্রী সহ প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পিন্টু ভৌমিক বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন ওই মহিলা। যেহেতু উনি চলতে-ফিরতে অক্ষম সেই জন্য হুইলচেয়ারটা তার কাজে আসবে।' অন্যদের মধ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের আহ্বায়ক বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, সম্পাদক কৌশিক দত্ত প্রমুখ।

সাহায্যে শিবির

ইসলামপুর, ১০ মে : শনিবার ইসলামপুর শহরে বিশেষভাবে সক্ষম এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সহায়ক সামগ্রীর তালিকা তৈরির শিবির আয়োজিত হল। এলাকার সাংসদ কার্তিক পালের উদ্যোগে এদিনের এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত সাংসদ বলেন, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় এধরনের শিবির চলবে। বিশেষভাবে সক্ষম এবং প্রবীণ নাগরিকদের কী ধরনের সহায়ক সামগ্রী প্রয়োজন তা শিবিরে উপস্থিত চিকিৎসকরা ঠিক করে দিয়েছেন। এদিন তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। দ্রুত তাঁদের মধ্যে সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হবে।'

গোরু চোর সন্দেহে গণপিটুনি

চোপড়া, ১০ মে : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বলাইগছ এলাকায় শুক্রবার রাতে দুই তরুণকে গোরু চোর সন্দেহে ব্যাপক মারধর করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। চোপড়া থানার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বলেন, 'এলাকার দুই তরুণ রাতে পাশের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধরা পড়েছে। পুলিশ তাদের উদ্ধার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

বিগত দু'মাসে চোপড়া থানার বিভিন্ন গ্রামে একাধিক চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামবাসীরা রীতিমতো পালা করে রাতপাহারা দেওয়া শুরু করেছেন। শুক্রবার সন্দেহজনকভাবে ওই দুই তরুণকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাদের ওপর জনরোষ আছড়ে পড়ে।

দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন এক তরুণ বলে, 'আমার নিজেরই গোরু হারিয়েছিল এলাকায়। আমি তা খুঁজছিলাম। আচমকা কয়েকজন আমাদের দুজনকে ঘিরে ধরে মারধর শুরু করে। তারপর পুলিশ এসে আহত অবস্থায় আমাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।'

মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নরেশ সিংহ অবশ্য ওই দাবি মানতে নারাজ। তিনি বলেন, 'শুক্রবার সাড়ে ১০টা নাগাদ অপরিচিত দুজন তরুণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঘোরাঘুরি করতে গেলে রাতে বলাইগছ এলাকায় স্থানীয়রা তাদের আটক করেন। পরে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বসল ট্রান্সফর্মার

চোপড়া, ১০ মে : শনিবার দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুতের পৃথক ট্রান্সফর্মার বসানো হল। এতদিন একটি ট্রান্সফর্মারে এলাকার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও বিদ্যুৎ পরিষেবার কাজ চলত। এবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুবিধার্থে পৃথক ট্রান্সফর্মার বসানো হল। এই খবরে খুশি এলাকার মানুষজন।

ক্ষতিপূরণ মিলবে কি, সংশয়ে ৫০০ পরিবার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১০ মে : বিএসএফ-কে জমি ব্যবহারের সম্মতিপত্র দিয়ে বিপাকে পড়েছেন দক্ষিণ বেরুবাড়ির ৫০০ পরিবারের ৩ হাজার মানুষ। দক্ষিণ বেরুবাড়ির উন্মুক্ত ১৯ কিমি সীমান্তের মধ্যে ১০ কিমি এলাকার জমিজট আগেই মিটেছে। বাকি ৯ কিমির মধ্যে সাড়ে ৫ কিমি সীমান্ত এলাকায় নিজেদের জমি ব্যবহারে বাসিন্দারা সম্মতিপত্র দিলেও বাকি সাড়ে ৩ কিমি সীমান্ত এলাকায় এখনও সম্মতিপত্র পায়নি বিএসএফ। যে জমিতে নিজের কাগজ নেই, সেই জমি ব্যবহারে বিএসএফ-কে সম্মতিপত্র দিলেও আদৌ আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন অ্যাডভার্স জমির ভারতীয় নাগরিকরা।

নিজের পূর্বপুরুষের নামে থাকা জমির দলিলে এখনও বাংলাদেশের বোদা থানার উল্লেখ রয়েছে। অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকে দক্ষিণ বেরুবাড়ির অ্যাডভার্স ল্যান্ড (বিতর্কিত জমি) বলে পরিচিত কাজলদিঘি, বড়শশী, চিলাহাটি ও নাওতারি দেবোত্তর পরানিগ্রাম, নাওতারি নবাবগঞ্জের ভারতীয় নাগরিকরা এই জমিতেই বসবাস করে আসছেন। ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময়ের সঙ্গে দক্ষিণ বেরুবাড়ির অ্যাডভার্স ল্যান্ড ভারতের মানচিত্রে চলে আসে। ছিটমহল বিনিময়ের আগে বাংলাদেশের মানচিত্রে এলাকাগুলি থাকলেও ভৌগোলিক দিক থেকে গ্রামগুলি দক্ষিণ বেরুবাড়ির মূল ভূখণ্ডেই রয়েছে। কিন্তু জমির দলিল পূর্বপুরুষের নামে থাকলেও বাংলাদেশের বোদা থানা রয়েছে নথিতে। ফলে বর্তমান প্রজন্মের বাসিন্দাদের নামে এই জমির খতিয়ান এখনও হয়নি। অথচ এই অ্যাডভার্স জমিতে ১৯ কিমি সীমান্ত এলাকায় কোনও সীমান্ত সড়ক নেই, নেই কাঁটাতারের বেড়া। অথচ ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা বলে নিরাপত্তার স্বার্থে এই ১৯ কিমির মধ্যে ৯ কিমি অ্যাডভার্স ল্যান্ডে দ্রুত বেড়া ও সড়ক নির্মাণ জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বিএসএফ গত বছরের শেষ থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত অ্যাডভার্স জমিতে জরিপ করে সীমান্ত পিলার বসিয়েছে। কিন্তু সড়ক ও বেড়া তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করতে পারেনি অ্যাডভার্সের ৯ কিমি এলাকায়।

বিএসএফ-কে জমি ব্যবহারে দিয়ে বিপাকে

দক্ষিন বেরুবাড়ি সীমান্ত প্রতিরক্ষা কমিটির বৈঠক গৌরাঙ্গ বাজারে।

গত দুই সপ্তাহ ধরে বিএসএফ অ্যাডভার্সের বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করছে। অবশেষে বড়শশীর ফৌদারপাড়া, ১৬ টাকিয়া, সাঁওতালপাড়া, নতুনবস্তি, অধিকারীপাড়া, শিরীষতলা ও পাঠানপাড়া এলাকায় সাড়ে ৫ কিমি উন্মুক্ত সীমান্তে বেড়া ও সড়ক নির্মাণের জন্য বাসিন্দাদের জমি ব্যবহারে সম্মতিপত্র নিয়েছে বিএসএফ। কিন্তু সম্মতিপত্র দেওয়ার পর জমির ক্ষতিপূরণ পাবেন কি না, তা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। ফৌদারপাড়ার পলেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা আমাদের আবাদি জমি সীমান্ত সড়ক ও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য বিএসএফ-কে সম্মতিপত্র দিয়েছি। কিন্তু নিজের আবাদি জমি দিলেও সেই জমির খতিয়ান জেলা ভূমি দপ্তর থেকে আজও দেওয়া হয়নি। তাই সম্মতিপত্র দিলেও আর্থিক ক্ষতিপূরণ কীভাবে মিলবে তা জানি না।' দক্ষিণ বেরুবাড়ির জমি সমস্যার বিষয়টি রাজ্যকে আগেই জানানো হয়েছে বলে জেলা শাসক শামা পারভিন জানিয়েছেন।

এদিকে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে দক্ষিণ বেরুবাড়ির সীমান্ত প্রতিরক্ষা কমিটি তাদের মহাকরণ অভিযান স্থগিত রেখেছে। সেইসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের অফিস অভিযান ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিও স্থগিত করা হয়েছে। শনিবার দক্ষিণ বেরুবাড়ির গৌরাঙ্গ বাজারে কমিটির বৈঠকের পর এ খবর জানান কার্যনির্বাহী সভাপতি হরিশ্চন্দ্র রায়।

আদৃতই আদৃত
(৩ মে)

রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র আদৃত সরকার এবারের মাধ্যমিকে রাজ্যসেরা হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে উত্তরবঙ্গের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের (মালদা) অনুভব বিশ্বাস।

তুষারের কীর্তি
(৮ মে)

উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানে বক্সিরহাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুষার দেবনাথ। এর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তুষার রাজ্যে নবম স্থান পেয়েছিল।

মিটল খরা
(৬ মে)

মাধ্যমিকে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের উত্তর শিমলাবাড়ি গ্রামের দেওডাঙ্গা হাইস্কুলের সৌরভ রায় ও দীপ বর্মন ৭৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেল। স্কুলের ইতিহাসে রেকর্ড।

ট্রলিতে মৃতদেহ
(৩ মে)

বাগুইআটি, মধ্যমগ্রামের সুটকেস কাণ্ডের ছায়া এবারে ইসলামপুরে। শহরের একটি ভুট্টাখেতে দামি ট্রলিব্যাগে মৃতদেহ উদ্ধার হল। ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় তোলপাড়।

দেওয়াল দুরন্ত

দীপঙ্কর মিত্র

দুরন্তই বটে। স্কুল-কলেজের নানা দেওয়াল কত পড়ুয়াকে যে টুকলিতে সাহায্য করেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। সেই দেওয়াল-আখ্যান নিয়ে এই প্রতিবেদন।

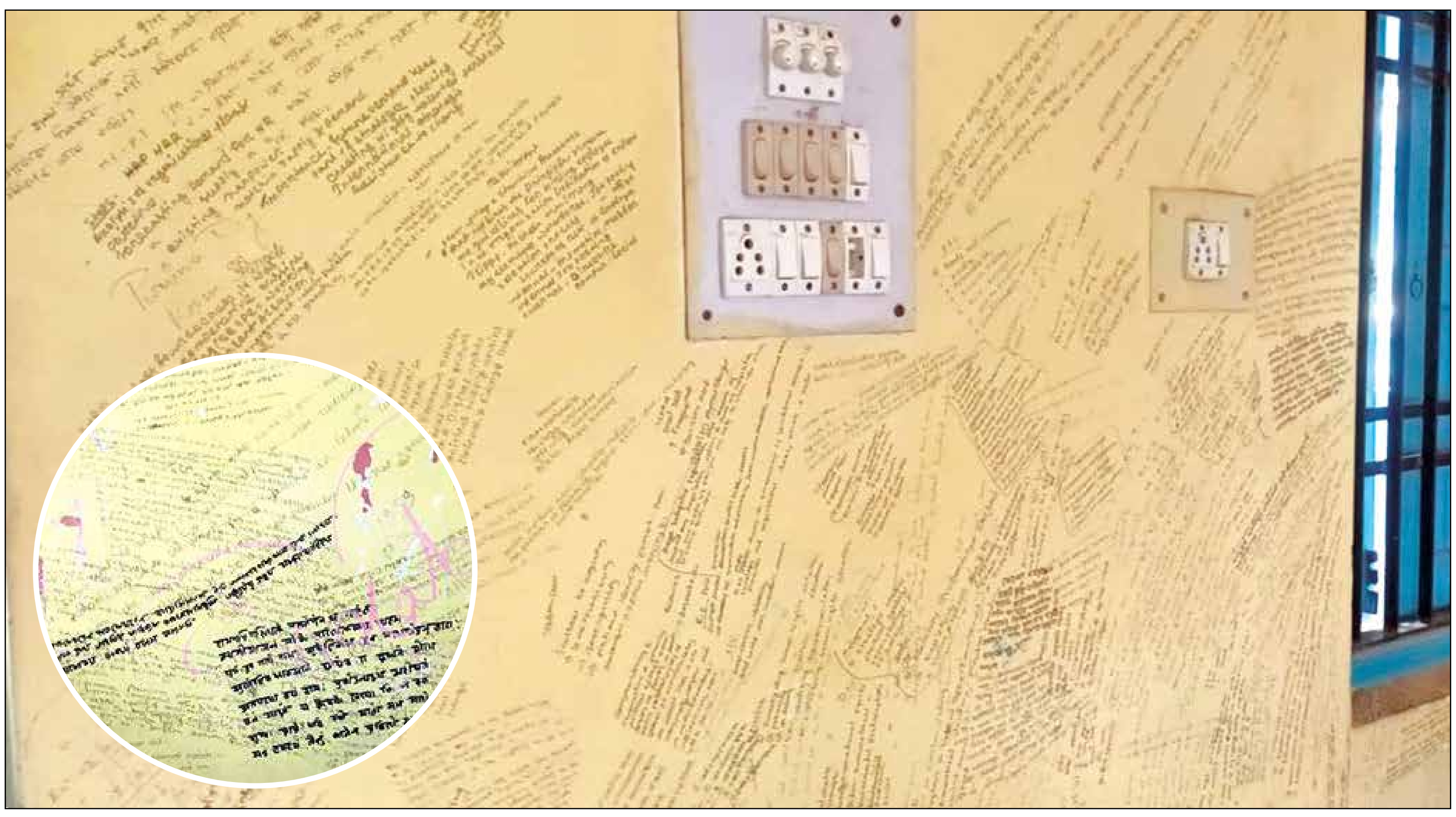

সেই ছবি।। *রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস ঘরের দেওয়াল।*

শ্রেণিকক্ষে পড়ুয়ারা উপস্থিত, স্বভাবগম্ভীর শিক্ষক এসে ভাবলেন আজ নতুন কিছু শেখানো যাক। বোর্ডের দিকে ঘুরে সবে বিষয়টি লেখা শুরু করেছেন, হঠাৎ পেছন থেকে কয়েকজন পড়ুয়া সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'স্যর আমরা তো এগুলো সব জানি।' খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, 'জানিস মানে, এই তো আজ প্রথম ক্লাস।' এরপর তিনি যা শুনলেন তাতে তাঁর মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম, 'কেন স্যর দেওয়ালেই তো লেখা রয়েছে।' ওপরের ঘটনাটি শুনতে মজার হলেও, কোথাও যেন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটাই সামনে নিয়ে আসে।

'পরীক্ষায় নকল করা' স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরোনো যে কারও কাছে অতিপরিচিত ঘটনা। ছোট চিরকুট থেকে হালের মাইক্রো ফোটোকপি, স্কেল-বোর্ড-পেন্সিলবক্সের মধ্যে লিখে নিয়ে যাওয়া থেকে পরীক্ষার দিনে জামাপ্যান্টের মধ্যে গুপ্ত পকেট। ইতিহাস খুঁজতে বসলে দেখা যাবে এই পরীক্ষায় নকল এবং তার সহযোগী উপকরণ যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী। এছাড়া পরীক্ষার হলের বাইরে থেকে মাইকে উত্তর বলে দেওয়া কিংবা পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও 'বিশেষ সুবিধার' দ্বারা উত্তরপত্র সহ কারও কারও পরীক্ষা দেওয়ার মতো উচ্চমার্গীয় বিষয় তো রয়েছেই। এর জেরে অক্ষয়কুমারের 'জলি এলএলবি ২' হোক কিংবা হালের '১২ ফেইল' সিনেমায় পরীক্ষায় নকল উঠে এসেছে বেশ স্বমহিমায়। এই নকলেরই এক অতি প্রাচীন এবং পরীক্ষিত পন্থা হল দেওয়ালে লিখে রাখা।

যার জেরে বর্তমানে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শ্রেণিকক্ষে প্রথমবারের জন্য ঢুকলে মনে হবে দেওয়ালের মধ্যে যেন কোনও বিশেষ কারুকার্য করা। কিন্তু ওখানেই তো বিরাট ফাঁকি। কারণ এরপর আপনি কৌতূহলী হয়ে যেই কাছে যাবেন, অমনি ভাঙবে ভ্রম, আপনি হবেন হতাশ। কারণ সেখানে কোথাও লেখা বিশেষ ফর্মুলা তো কোথাও হয়তো সাল-তারিখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের স্নাতক স্তরের ষষ্ঠ সিমেস্টারের পড়ুয়া আরিজ আখতার জানান, শুধু তাঁদের ডিপার্টমেন্ট নয়, বরং সব জায়গায় একই দশা। অন্যদিকে, দ্বিতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়া বিশ্বজিৎ দাস, সামসুর জাহান জানান, ইংরেজিমাধ্যমে যখন পড়াশোনা হত তখন দেওয়ালে নকল বেশি হত, এখন সেটা অনেক কমেছে। তবে এমনটা যে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই রয়েছে, সেরকম নয়। বরং জেলার অনেক স্কুলে গেলেও নজরে আসবে এই ছবি। অথচ অবস্থাটা কিন্তু কয়েক বছর আগেও এমন মোটেও ছিল না।

নব্বইয়ের দশকে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের ছাত্র থাকাকালীন দেখেছি পরীক্ষার সময় মাথা অবধি ঘোরাতে দিতেন না শিক্ষকরা। পিছনে বা সামনে যারা বসত তাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই খাতা কেড়ে নিতেন। শুধু তাই নয়, বেঞ্চে বা দেওয়ালের কোনও লেখার সঙ্গে কিংবা চিরকুটে লেখা টুকলির সঙ্গে খাতার লেখায় মিল পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ডাক পড়ত প্রধান শিক্ষকের, ডাকা হত অভিভাবকদের। এরপর নোটিশ করে এক্সপেল করে দেওয়া হত। এর মাঝেও কয়েকজন পাকা খেলোয়াড় অবশ্য ঠিকই এই জেড ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা ভেঙে ঠিক নিজের কাজ হাসিল করে নিত। আর যারা পারত না, সেই বেচারারা অন্তত ছোট প্রশ্নের উত্তর শুনে খানিক মান রক্ষার জন্য অপেক্ষা করত প্রথম ঘণ্টার আর তারপর শৌচাগারে যাওয়ার। তবে সেখানেও যে বিশেষ শান্তি ছিল এমন নয়। কারণ ভিড় দেখলেই সেখানেও পৌঁছে যেতেন প্রধান শিক্ষক চঞ্চল ব্যানার্জি।

এরপর ১৯৯১ সালে গেলাম রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজে। সেখানেও পরীক্ষায় ছিল যথেষ্ট নজরদারি। তবে সেসময়েও বিশেষ ছাড় পেতেন 'ইউনিয়নের দাদারা'। তবে তখনও বেঞ্চে বা দেওয়ালে এভাবে নীল ও কালোর কারুকার্য বিশেষ দেখা যেত না। কথা হচ্ছিল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাসের সঙ্গে। তাঁর মতে, 'পড়ুয়াদের উচিত পরীক্ষার নিয়মকানুন ভালোভাবে মেনে চলা। ক্লাসরুমের দেওয়ালে উত্তর লেখার মতো কোনও অনিয়ম না করা। এটি একটি অনিয়মিত এবং অনৈতিক কাজ। পরীক্ষার নিয়ম মেনে চললে এবং নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী উত্তর লেখার চেষ্টা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।'

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পড়েছিলাম সত্তরের দশকের প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বই দেখে দেদার নকল চলেছিল। কোনও কোনও পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও পরীক্ষা চলত। তবে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর এই গণহারে নকল বন্ধ হয়। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বাম সরকার ক্ষমতায় আসার পরও এই অবস্থা বজায় ছিল, পরীক্ষা ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আধিকারিকরাও নিশ্চয়ই পারবেন এই অবস্থার পরিবর্তন করতে। কারণ জেলারই অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কড়া অবস্থান নেওয়া আরম্ভ করেছে। যেমন-রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ চন্দন রায়ের কথায়, 'আমাদের কলেজে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি যথেষ্ট শক্ত। কারণ পরীক্ষার সময় কড়া নজরদারি না চালালে মুড়ি-মুড়কি এক হয়ে যাবে। সেইজন্য পরীক্ষা চলার সময় বেঞ্চের পাশাপাশি দেওয়াগুলির দিকে আমাদের কড়া নজরদারি থাকে।' এখন দেখার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার কবে পরিবর্তন হয়। সেখানকার দেওয়াল ভবিষ্যতে হতাশা বাড়ায় নাকি নতুন আশার সঞ্চার করে।

লাস্টে ফার্স্ট

সপ্তর্ষি সরকার

ফি বছর মাধ্যমিকের পাশের হারে সারারাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি শেষ জায়গাটা জোরালোভাবে দখল করে রেখেছে। বিষয়টি যথেষ্টই উদ্বেগের। পিছনে বহু কারণ।

ধারাবাহিকতা ব্যাপারটাকে এমনিতে ইতিবাচক হিসেবেই দেখা হয়। তবে তা যদি হয় ব্যর্থতার তাহলে অবশ্য ভ্রূ কুঁচকানো স্বাভাবিক। এই যেমন ফি বছর মাধ্যমিকের পাশের হারে সারারাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি শেষ জায়গাটা জোরালোভাবে দখল করে রেখেছে। আর যাই হোক একে ধারাবাহিকতার ভালো বা ইতিবাচক উদাহরণ হিসেবে মোটেই ধরা যায় না। রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত এই পরীক্ষায় লাগাতার শেষ স্থানে থাকা জেলার ফলাফল নিয়ে হাজারো চর্বিতচর্বণ আলোচনা, প্রতিকার বিধান, পরিসংখ্যানের কচকচি ঝড় তুললেও তাতে যে কাজের কাজ কিছুই হয়নি তার সবথেকে বড় প্রমাণ এবারের ফলাফল। গতবারের ৬৭.০৯ থেকে বেড়ে এবছর জেলায় মাধ্যমিক পাশের হার ৬৯.৪৭ শতাংশ হলেও রাজ্যের নিরিখে জেলার অবস্থানে বদল আসেনি। জেলার নাম থেকে ঘোচেনি লাস্ট বয় তকমা।

জলপাইগুড়ি জেলায় সরকারপোষিত হাই ও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলগুলির হাল মোটেই ভালো নয়। এই জেলায় ৩৫টি হাই এবং ১৪৬টি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল মিলে মোট ১৮১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট ২৬৮০২ জন পড়ুয়া চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। এদের মধ্যে ২৩০৮৮ জন এই প্রথমবার পরীক্ষা দিল আবার এর আগে অকৃতকার্য আরও ৩৭১৪ জন এবারে ফের পরীক্ষায় বসেছিল। এতগুলো সংখ্যা লিখতেই হল কারণ এছাড়া এই ধারাবাহিক লাস্ট বয় তকমার তলে পৌঁছানো যাবে না।

যারা এবারে প্রথমবার মাধ্যমিক দিল অর্থাৎ রেগুলার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১০০৪৮ জন ছাত্র এবং ১৩০৪০ জন ছাত্রী ছিল। এর মধ্যে ছাত্রদের পাশের হার ৭৬.৭৯ এবং ছাত্রীদের ৭৩.৬৭ শতাংশ। রেগুলার পরীক্ষার্থীদের পাশের হারের গড় করলে জেলায় এবারে পাশের হার দাঁড়ায় ৭৫.২৩ শতাংশ। এবারে আসা যাক তাদের কথায় যারা গতবার অসফল হয়ে ফের এবারে পরীক্ষায় বসেছিল। এমন সিসি বা কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার্থীদের ১০৯৮ জন ছাত্রের মধ্যে পাশের হার ৪০.৪৪ এবং ২৬১৬ জন ছাত্রীর মধ্যে পাশের হার মাত্র ৩২.১৫ শতাংশ। এই দুয়ের গড় করলে দাঁড়াবে ৩৬.২৯ শতাংশ। এই হিসেব থেকে পরিষ্কার রেগুলার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাশের হার মোটের ওপর মন্দ না হলেও অতীতে অসফল পরীক্ষার্থীদের জের টানতে গিয়েই নেমে যাচ্ছে সার্বিক পাশের হার। এভাবেই হয়তো এবারের জের আগামীবারেও জেলার মাধ্যমিক ফলাফলকে নীচে টেনে নামাবে।

ধূপগুড়ি ব্লকের অন্যতম বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিদ্যাশ্রম দিব্যজ্যোতি বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদীপ মল্লিকের কথায়, 'জেলার অকৃতকার্য পড়ুয়াদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। রেজাল্টের পর সারাবছর এদের হদিস মেলা শক্ত। এরপর ফর্ম ফিলআপের সময় স্কুলে একবার ঢুঁ দিয়ে একেবারে পরীক্ষার হলে পৌঁছে এরা মরিয়া চেষ্টা করছে পাশ করার। তাতে কাজের কাজ হচ্ছে না। এটাই জেলার সার্বিক ফলে প্রভাব ফেলছে। জেলার গড় ভালো করতে হলে সিসি ক্যান্ডিডেটদের আলাদা করে মনিটর করতেই হবে আমাদের।'

পাশ ফেলের এই পরিসংখ্যানকে আরেকটু ঘাঁটলে বোঝা যায় জেলায় নির্দিষ্টভাবে কিছু ডার্ক স্পট রয়েছে যেখানে প্রতিবছর গাদাগাদা পড়ুয়া মাধ্যমিকে অকৃতকার্য হচ্ছে আবার তারাই পরের বার নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে জেলার ফলাফলে। জেলার শিক্ষা মানচিত্রে এমন ডার্ক স্পটগুলি খুঁজতে গেলে আগে জলপাইগুড়ি জেলাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। এর প্রথম ভাগে কৃষি বলয়, দ্বিতীয় ভাগে ছোট ও মাঝারি শহর এবং তৃতীয় ভাগে রয়েছে চা বাগান ও বনবস্তি অধ্যুষিত এলাকা। এই তৃতীয় ভাগেই বাংলার পাশাপাশি নেপালি ও হিন্দিমাধ্যম স্কুলগুলির বেশিরভাগ পড়েছে।

এবারে তিন ভাগে এই এলাকার স্কুলগুলির ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জেলার তিন পুর এলাকার মধ্যে জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার কিংবা ময়নাগুড়ি শহরের স্কুলগুলির পাশের হার গড়ে ৮৫ থেকে ৯৬ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। ছোট বা মাঝারি শহুরে এলাকার এই ফলাফল নিঃসন্দেহে রাজ্যের যে কোনও জেলার ফলাফলকে টেক্কা দিতে সক্ষম। এরপর শহরতলি হয়ে গ্রামীণ কৃষি বলয়ে ঢুকলেই ফলাফলে পাশের হার ৬৫ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। এরপর মালবাজার ও ধূপগুড়ি মহকুমার চা বাগিচা ও বনবস্তি ঘেঁষা এলাকায় ঢুকলেই খেই হারিয়ে ফেলে মাধ্যমিকের পাশের হার। সেখানে ৩০ থেকে ৫৫ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করে বেশিরভাগ স্কুলের পাশের হার। একই জেলার তিনটি আলাদা অংশে ফলাফলের এই বিশাল ফারাক সার্বিকভাবে নীচে টেনে নামাচ্ছে জেলার পাশের হারকে। সমস্যার হদিস মেলা যতটা সহজ ততটা সহজ নয় প্রতিকার। তাছাড়া উদ্যোগ কে নেবে, কীভাবে নেবে এবং কে কার আগে বা পরে সে কাজ করবে তা নির্ধারণ করাও কঠিন কাজ। তাই বলে এসব নিয়ে কেউ কোথাও কিছু ভাবে না এমনটাও নয়।

রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ মনোনীত জেলার মাধ্যমিক পরীক্ষা আয়োজকমণ্ডলীর যুগ্ম আহ্বায়ক ননীভূষণ রায়ের কথায়, 'এমনটা নয় যে গোটা জেলার হাল খারাপ। অভিভাবক, প্রশাসক, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সকলের মতামত নিয়ে খামতি এবং তার সুরাহার দিকগুলি খোঁজার চেষ্টা চলছে। শিক্ষা প্রশাসন এবং পর্ষদের নজরেও আনা হয়েছে পুরো বিষয়টি। যৌথ প্রচেষ্টাতেই এই অবস্থা থেকে জলপাইগুড়ি জেলাকে টেনে তুলতেই হবে।

দুঃখের মাঝেও আনন্দ।। মাধ্যমিকের ফলাফল বের হওয়ার পর।

তোমার ঘরে বসত করে...

শুভ সরকার

বাড়িভাড়া নিয়ে সাধারণের মনে যত আগ্রহ, ভাড়াটেদের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে কিন্তু ততটা নয়। অথচ এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করাটা অনেকটাই জরুরি। নইলে অগোচরে বিপদ ঘটতেই পারে।

কয়জনা? মন না জানে না জানুক, আপনি কি জানেন? এটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের অম্ল-মধুর সম্পর্ক নিয়ে নানা কাহিনী লেখা হয়েছে। সিনেমা হয়েছে। নাটক হয়েছে। যেটা হয়নি, সেটা হল সচেতনতার প্রচার। তাই তো আজও বাড়িভাড়া দিয়ে দু'পয়সা উপার্জনে লোকজন যতটা আগ্রহী, ভাড়াটের তথ্য পুলিশের কাছে জানাতে তার বিন্দুমাত্রও উৎসাহী নয়।

তাই পুলিশও ঠুঁটো জগন্নাথের মতোই হয়ে থাকছে। তাদের আর কী-ই বা করার থাকতে পারে? এদিকে, পাশের ব্লকের কেউ ফালাকাটায় এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে দিব্যি মাদকের জমাটি কারবার খুলে বসছে। দিনের পর দিন চলছে। অথচ সেই কারবারির বাড়িওয়ালা, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে পুলিশ, সকলেই অন্ধকারে। যখন ধরা পড়ছে, তখন কিছু হইচই হচ্ছে। পুলিশকে তথ্য জানানোর প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা চলছে। ব্যস ওই পর্যন্তই। তারপর আবার যে-কে-সেই।

আপনার কাছে কেউ বাড়িভাড়া নিতে এলে একেবারে প্রাথমিক কাজটাই হওয়া উচিত তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া। তাঁর আধার কার্ড দেখা, তার একটা প্রতিলিপি নিজের কাছে রাখা। আর আধার কার্ডের আরেক কপি পুলিশের কাছে জমা দিয়ে আসা। এই আধার কার্ডের বদলে ড্রাইভিং লাইসেন্স বা ভোটার কার্ড, যে কোনও পরিচয়পত্র হলেই হল। কিন্তু আপনি কাকে আপনার ঘরে ডেকে এনে ঢোকাচ্ছেন, তার একটা নথিপত্র তো রাখতেই হবে।

সম্প্রতি জটেশ্বরের একটি ঘটনার পর আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভাড়াটের তথ্য নিয়ে ভারী হইচই চলছে। বাইরে থেকে এসে জটেশ্বরে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন অণিমা মজুমদার। জটেশ্বর ফাঁড়ির ক্যান্টিনে রাঁধুনির কাজ নিয়েছিলেন। সেই সুবাদে পুলিশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক। এদিকে, বাড়িতে মাদকের কারবার। ধরা পড়ার পর বাড়ির মালিকের চক্ষু চড়কগাছ। সেইসঙ্গে এলাকার অন্যান্য বাড়িওয়ালাও উদ্বিগ্ন। এই যে কেউ চট করে আগ বাড়িয়ে থানায় ভাড়াটের তথ্য জানান না, এই সমস্যার প্রতিকার কী হতে পারে? বাড়িওয়ালারাই বাতলে দিচ্ছেন এর সমাধান। জটেশ্বরেরই এক বাড়ির মালিক হৃষীকেশ দাস যেমন বললেন, এলাকা ধরে ধরে বাড়িওয়ালাদের নিয়ে একটা ইউনিট তৈরি করা হোক। সেই ইউনিটই এই বিষয়টির দেখভাল করবে। কার বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এল, তার সম্পর্কে থানায় তথ্য জানানো হল কি না, সেদিকে নজর রাখা হবে। প্রয়োজনে মাসে মাসে এলাকার ভাড়াটে সংক্রান্ত তথ্য আপডেট করা হবে।

এবার প্রশ্ন উঠছে, এধরনের প্রস্তাব কতটা বাস্তবসম্মত। আর বাড়িওয়ালারাই বা কেন এমন তথ্যপ্রদানে খুব একটা উৎসাহ দেখান না। আসলে বাড়িভাড়া দেওয়া নিয়ে অনেকের মধ্যেই একটা অন্যরকম মানসিকতা কাজ করে। এইসব বাড়িভাড়া থেকে যা উপার্জন হয়, তার তো কোনও হিসাবনিকাশ থাকে না, তাই এই উপার্জনের কোনও আয়করও হয় না। বাড়িওয়ালাদের একটা বড় অংশ মনে করেন, পুলিশে ভাড়াটের তথ্য জানানো মানেই তো বিষয়টি 'অফিশিয়াল' হয়ে গেল। এবার কি তাহলে কর দিতে হবে? তাই লুকোছাপার বিষয়টি সবার মধ্যেই কাজ করে, তা তিনি ভাড়া থেকে কমবেশি যা-ই উপার্জন করুন না কেন।

শহরাঞ্চলে তবুও বাড়িওয়ালাদের মধ্যে সচেতনতা একটু হলেও বেশি। সেখানে তাও কেউ কেউ পুলিশের কাছে ভাড়াটের তথ্য জানিয়ে রাখেন। অন্তত, নিজের কাছে ভাড়াটের সচিত্র পরিচয়পত্রের প্রতিলিপি রাখেন। যাতে আপদে বিপদে কাজে লাগে। গ্রামাঞ্চলে তো সেটাও কার্যত কেউ করেন না। এদিকে, এখন তো জনঘনত্বের চাপে ওই গ্রাম-শহরের সীমানা আস্তে আস্তে মুছেই যাচ্ছে। আলিপুরদুয়ার বা ফালাকাটা শহরের সঙ্গে সঙ্গে সেইসব এলাকা সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকাগুলিতেও এখন বহু লোকের আনাগোনা। সেখানেও বহিরাগতদের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়িভাড়ার চাহিদা বাড়ছে। বাড়িভাড়ার রেট বাড়ছে। আর এসবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাইরে থেকে এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে দুষ্কর্মের ঘটনা।

সম্প্রতি কামাখ্যাগুড়িতে বাড়িতে চুরি, সোনার দোকানে চুরির মতো ঘটনা ঘটেছে। সেখানে তো সংলগ্ন অসম থেকে অনেকেই এসে বাড়িভাড়া করে থাকেন কর্মসূত্রে। তদন্তে নেমে এখন পুলিশ জানতে চাইছে এলাকায় ভাড়াটেদের তথ্য। কতজন ভাড়াটে সেই এলাকায় থাকেন, কতদিন ধরে থাকেন, সেসব তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। আর তা করতে বেগ পেতে হচ্ছে পুলিশকে। সেজন্য পুলিশ চাইছে, সাধারণ মানুষই সতর্ক হোক। সচেতন হোক।

তথ্য জানাতে আপত্তি নেই ভাড়াটেদেরও। অসম থেকে এসে কামাখ্যাগুড়িতে ভাড়া থাকেন, এমনই এক ভাড়াটে বললেন, 'যদি কোনও অপরাধ না করি, তাহলে নিজের পরিচয় জানাতে আপত্তি হবেই বা কেন?'

সমর্থন তালিবান সরকারের

আফগানিস্তানে হামলার অভিযোগ খারিজ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১০ মে : পাকিস্তানের আচমকা 'আফগান-প্রেম'-এ জল ঢেলে দিল ভারত। খোঁচা দিয়েছে কাবুলও। ফলে নয়াদিল্লিকে কাদায় ফেলতে গিয়ে ল্যাজেগোবরে অবস্থা হয়েছে ইসলামাবাদের। শুক্রবার রাতের পর শনিবার ভোরেও দুই পক্ষের মধ্যে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে লড়াই হয়। তারপরই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তরফে দাবি করা হয়, ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে আফগান ভূখণ্ডে।

সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। উলটে আফগানিস্তানের ওপর পাকিস্তানের লাগাতার হামলার প্রসঙ্গ টেনে এদিন সকালে কেন্দ্রীয় বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটি অভিযোগ। গত দেড় বছর ধরে কোন দেশ আফগানিস্তানের ওপর বারবার আঘাত হেনেছে, আমি সেটা আফগান মানুষদের নতুন করে মনে করিয়ে দিতে চাই না।'

আফগানিস্তানও পাকিস্তানের সমালোচনা করেছে। সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মুখপাত্র ইনায়াতুল্লা খোওয়ারিজমি বলেন, 'পাকিস্তান যা বলেছে তার একবর্ণও সত্যি নয়। আফগানিস্তানে ভারতের কোনও ক্ষেপণাস্ত্র হানা হয়নি।'

শুধু আফগানিস্তানকে নিয়েই নয়, ভারতের নাগরিক সমাজ সেদেশের সরকারের কাজকর্মে খুশি নয় বলেই তাঁদের শান্ত রাখতে যুদ্ধজিগির তুলেছে বলে পাকিস্তান অভিযোগ করেছে। সেটিও মানতে অস্বীকার করেন মিস্রি। এই প্রসঙ্গে ভারতের গণতন্ত্রের মজবুত বুনিয়াদের কথা তুলে ধরেন তিনি। কেন্দ্রীয় বিদেশ সচিব বলেন, 'বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করলেই পাকিস্তানি সেনা আপ্লুত হয়। নিজের দেশের নাগরিকরা তাদের সরকারের সমালোচনা করছে এটা পাকিস্তান বিস্ময়চোখে দেখছে। অথচ এটাই একটি খোলামেলা এবং কার্যক্ষম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হলমার্ক হওয়া চাই। যেহেতু পাকিস্তানিদের কাছে এই ব্যবস্থায় শামিল হওয়ার সুযোগ নেই তাই তারা এমনটা যে বলবে সেটাই স্বাভাবিক।'

সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি।

মিম-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল আগেই। দুই দেশের নেটনাগরিকরা একে অপরের বিরুদ্ধে মিম বানিয়ে পোস্ট করছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে ঘোষণার পরই তাঁকে নিয়ে মিমের ঝড় ওঠে।

দক্ষিণী সিনেমার একটি বিখ্যাত দৃশ্য। মাঝের অভিনেতা (এই মিমে তিনি ট্রাম্প) দু'পাশের ব্যক্তিদের (ভারত ও পাকিস্তান) মধ্যে ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করছেন।

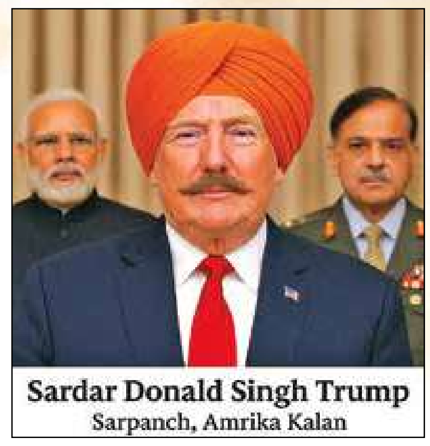

আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে দেখানো হয়েছে সরপঞ্চ (গ্রামের প্রধান) চরিত্রে। তাঁর পেছনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

কোনও মিমে 'বাজিরাও মস্তানি' সিনেমায় অভিনেতা রণবীর সিং-এর চরিত্রে ট্রাম্প। কোনওটিতে টম অ্যান্ড জেরি-র কার্টুন চরিত্রগুলোকে রূপক হিসেবে দেখানো হচ্ছে। যেখানে পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত করা থেকে ভারতকে বিরত করছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের হাতে ট্রুথ সোশ্যাল

সামাজিক মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা পোস্ট। আর তারপরই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলতে থাকা সংঘর্ষে ইতি। তবে ট্রাম্পের পোস্টটি ফেসবুক-টুইটারের মতো কোনও পরিচিত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে নয়, বরং স্বল্প পরিচিত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে করা হয়।

ভারত ও পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে বলে এই প্ল্যাটফর্মেই জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শনিবারের আগে অনেকেই এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটির নাম পর্যন্ত জানতেন না। তবে, এদিনের ট্রাম্পের পোস্টের পর মুহূর্তে ট্রুথ সোশ্যাল বিখ্যাত হয়ে যায়। ট্রুথ সোশ্যাল একটি মার্কিন গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি কোম্পানি। ২০২১ সালের অক্টোবরে ট্রাম্পই এর প্রতিষ্ঠা করেন। ট্রুথ সোশ্যাল ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনলজি গ্রুপ দ্বারা তৈরি করা হয়।

২০২২ সালের মে মাস পর্যন্ত ট্রুথ সোশ্যালের পরিষেবা শুধুমাত্র আইফোন অ্যাপের মাধ্যমে পাওয়া যেত। ফলে এই সীমাবদ্ধতা একে জনপ্রিয় করে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকা ও কানাডাতেই এই প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। ২০২২ সালের মে মাসে এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটিতে প্রবেশ করার জন্য একটি ওয়েব অ্যাপ চালু করা হয়। যা যে কোনও ইন্টারনেট ব্রাউজার ব্যবহারকারীকে সাইটটিতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়। যদিও এর প্রবেশাধিকার এখনও সীমাবদ্ধ রয়েছে। তথ্য বলছে, ২০২২-এর এপ্রিল পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত সক্রিয় সদস্য ৫,১৩,০০০।

'অপারেশন সিঁদুর' যে পথে

ভারতীয় সেনার তরফে একাধিক ছবি প্রকাশ করল সংবাদ সংস্থা পিটিআই। কোনওটিতে জওয়ানদের গোলা ছুড়তে দেখা যাচ্ছে, আবার কোনও ছবিতে ধরা পড়ল পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদীদের ডেরা ধ্বংস হওয়ার মুহূর্ত।

সিঁদুরের বদলা অপারেশন বুনিয়ান-উল-মারসুস

ইসলামাবাদ, ১০ মে : পাকিস্তান শনিবার কাকভোরে ভারতের দিকে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে এই হামলাকে বলা হচ্ছে 'অপারেশন বুনিয়ান-উল-মারসুস'। এই অভিযানে পাকিস্তান ফতেহ-১ ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবহার করেছে। এর আগের দিন ভারত অপারেশন সিঁদুরের অংশ হিসাবে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি স্থানে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে হামলা চালায়।

বুনিয়ান-উল-মারসুস একটি আরবি-কোরানিক শব্দ। এর অর্থ, 'সিসার শক্ত প্রাচীর'। কোরানের একটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন তাদের, যারা তাঁর পথে যুদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ প্রাচীরের মতো।' পাকিস্তান এই নাম দিয়ে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যত দুর্ভেদ্য দাবি করেছে।

পাকিস্তান সম্ভবত এই নাম দিয়ে বোঝাতে চাইছে, তারা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করছে এবং দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মতো প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তবে সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নাম দেওয়াই প্রমাণ করে যে, পাকিস্তান রক্ষণাত্মক অবস্থানে চলে গিয়েছে। কারণ, ভারত প্রথমবার ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে (সীমান্ত থেকে ১০০ কিমি ভিতরে) হামলা চালিয়েছে।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা কৌশল নিয়ে প্রকারান্তরে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ভারতও। বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি বলেন, 'পাকিস্তান আবারও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াতে মরিয়া। ভারতের ঐক্যই ওদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।'

বিশেষজ্ঞদের দাবি, 'বুনিয়ান-আল-মারসুস' নাম দিয়ে পাকিস্তান নিজের ধর্মীয় মোড়কে সন্ত্রাসবাদকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই নামই বলে দিচ্ছে, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা ও রাজনৈতিক দিক থেকে চাপে আছে। আন্তর্জাতিক মহলে এও পরিষ্কার যে, পাকিস্তান বহু বছর ধরে জঙ্গিবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ করে রেখেছে। ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের পিছনে থাকা পাকিস্তানের এই ভয়ংকর উদ্দেশ্য কোনও ধর্মীয় শব্দ দিয়ে ঢাকা যাবে না।

চর্চায় পরমাণু হামলা প্রসঙ্গ

ইসলামাবাদ, ১০ মে : নিয়ন্ত্রণরেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ভারতের একাধিক শহর এবং সামরিক ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান।

জবাবে শনিবার সকালে পালটা পাক সেনা ও বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলিতে আঘাত হানে ভারত। সেই পরিস্থিতিতে ভারতকে 'সবক' শেখাতে পাকিস্তান পরমাণু হামলার পথে হাঁটবে কি না, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল শরিফ সরকার ও সেনাবাহিনীর অন্দরে। যদিও ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যস্থতা সেই জল্পনায় জল ঢেলে দেয়।

শনিবার সেনাবাহিনীর তরফে প্রথমে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ন্যাশনাল কমান্ড অথরিটির (এনসিএ) একটি বৈঠক ডেকেছেন। পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রাগার সহ জাতীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হল এনসিএ। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ জানিয়েছেন, এনসিএ-র কোনও বৈঠক ডাকা হয়নি। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ন্যাশনাল কমান্ড অথরিটির কোনও বৈঠক হয়নি, কোনও বৈঠক হওয়ার কর্মসূচিও ছিল না।'

ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘাত যেভাবে উত্তরোত্তর বাড়ছে, তাতে পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি আগেই দিয়ে রেখেছিল ইসলামাবাদ। সম্প্রতি পাকিস্তানের এক মন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তাঁদের অস্ত্রভাণ্ডারে পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলি নেহাতই প্রদর্শনের জন্য রেখে দেওয়া নেই।

এদিকে পাকিস্তান যে প্রয়োজন পড়লে মাদ্রাসার পড়ুয়াদের সেনার উর্দি পরিয়ে রণাঙ্গনে পাঠাতে প্রস্তুত, সেই বার্তাও দিয়েছিলেন খোয়াজা আসিফ।

মাসুদ-ঘনিষ্ঠ পাঁচ পাক সন্ত্রাসবাদী নিকেশ

নয়াদিল্লি, ১০ মে : পহলগামে ২২ এপ্রিল পর্যটক হত্যাকাণ্ডের পর ভারত তার প্রথম জবাব দেয় ৭ মে ভোররাতে। ভারতীয় সেনা 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়ে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-এর গভীরে থাকা বেশ কয়েকটি জঙ্গি ঘাঁটি ভেঙে দেয়। এতে নিহত হয় জইশ-ই-মহম্মদ ও লস্কর-ই-তইবার সঙ্গে যুক্ত প্রথম সারির পাঁচ জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিল বলে সরকারি সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

গত বুধবারের ওই হামলায় নিহত পাঁচ জঙ্গির নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এদের মধ্যে দু'জন লস্করের, অন্য তিনজন জইশের। নিহতদের মধ্যে জইশ প্রধান মৌলানা মাসুদ আজহারের দুই আত্মীয়ও রয়েছে। নিহতেরা হল মুদাস্সর খাড়িয়ান খাস, হাফিজ মুহম্মদ জামিল, মহম্মদ ইউসুফ আজহার, আবু আকাশ ওরফে খালিদ এবং মহম্মদ হাসান খান।

মুদাস্সর খাড়িয়ান খাস : পাকিস্তানের মুরিদকেতে অবস্থিত 'মারকাজ তইবা' নামের প্রশিক্ষণ শিবিরটি চালাত এই শীর্ষস্থানীয় লস্কর জঙ্গি। এই শিবিরেরই ছাত্র ছিল ২৬/১১ মুম্বই হামলায় যুক্ত জঙ্গি আজমল কাসভ ও ডেভিড হেডলি। মুদাস্সরের শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন পাক সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের এক পুলিশকর্তা এবং পাক সেনার এক কর্তব্যরত লেফটেন্যান্ট জেনারেলকেও প্রার্থনায় যোগ দিতে দেখা যায়। নিহত ওই জঙ্গিকে পাক সেনার তরফে 'গার্ড অফ অনার'ও দেওয়া হয়। এই জঙ্গিকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে ফুলের তোড়াও পাঠানো হয় সেনাপ্রধান আসিম মুনির ও পঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজের তরফে।

হাফিজ মুহম্মদ জামিল : জইশের সক্রিয় সদস্য ও জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের ভগ্নীপতি। পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে অবস্থিত 'মারকাজ সুবহান আল্লাহ' ক্যাম্পে নতুন সদস্যদের মগজধোলাই ও অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল হাফিজ।

মহম্মদ ইউসুফ আজহার : ওস্তাদজি নামে পরিচিত এই জঙ্গি মাসুদ আজহারের আরেক ভগ্নীপতি। সে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিত এবং ১৯৯৯ সালের আইসি-৮১৪ বিমান ছিনতাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কান্দাহার বিমান অপহরণ কাণ্ডে ভারতকে বাধ্য হয়ে মাসুদ আজহারকে মুক্তি দিতে হয়।

আবু আকাশ ওরফে খালিদ : লস্করের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আফগানিস্তান থেকে অস্ত্র চোরাচালানে তার বড় ভূমিকা ছিল। তার শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন পাক সেনার উচ্চপদস্থ কর্তারা ও ফয়সালাবাদের জেলা প্রশাসক।

মহম্মদ হাসান খান : জইশের সদস্য এবং পিওকে-তে জইশের অপারেশনাল কমান্ডার মুফতি আসগর খানের পুত্র। জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা চালানোর কাজে যুক্ত ছিল।

সম্প্রতি নিহত এই পাঁচ জঙ্গির মরদেহ সমাহিত করার সময় পাকিস্তানের সেনা ও প্রশাসনের উপস্থিতির ছবি ভাইরাল হয়। এতে ফের প্রমাণ মেলে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক মহলে এই প্রমাণ তুলে ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে ভারত।

পাক হামলায় হত 'রাজৌরির মুখ' রাজকুমার

জম্মু, ১০ মে : রাজৌরিতে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে মৃত্যু হল জম্মু ও কাশ্মীর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের অতিরিক্ত জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজকুমার থাপার। শনিবার ভোরে তাঁর সরকারি বাসভবনে সরাসরি একটি গোলা এসে পড়লে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। রাজকুমারের মৃত্যুতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শনিবার ভোরে জম্মু, পুঞ্চ ও রাজৌরি জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভারী গোলাবর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনা। ওই হামলায় রাজকুমার সহ অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহতদের মধ্যে রয়েছেন নিহত সরকারি আধিকারিকের দুই কর্মচারীও।

রাজৌরিতে খুব জনপ্রিয় ছিলেন রাজকুমার। তাঁকে 'রাজৌরির মুখ' বলা হত। আপদে-বিপদে সবসময়েই তাঁকে পাশে পেয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার বাসিন্দারা। একজন দক্ষ ও দায়িত্বশীল আধিকারিক হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল প্রশাসনিক মহলেও।

গত জানুয়ারিতে রাজৌরির বড়হাল গ্রামে আচমকাই স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে। সেখানে গত ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির মধ্যে তিনটি পরিবারের ১৩ জন শিশু সহ ১৭ জনের অজানা অসুখে মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুমিছিলে রাশ টানতে বড় ভূমিকা ছিল রাজকুমারের।

সরকারের প্রশাসনিক পরিষেবায় যোগ দেওয়ার আগে পেশাদার চিকিৎসক ছিলেন ৫৪ বছর বয়সি রাজকুমার। ২০০১ সালে প্রশাসনিক সেবায় তিনি যোগ দেন। দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ও মানুষের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক গড়ে তোলার দক্ষতার জন্য তিনি ছিলেন রাজৌরির তৃণমূল স্তর পর্যন্ত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয়। গত বছর মার্চে তাঁকে রাজৌরিতে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল।

রাজকুমার থাপার পরিবারকে সান্ত্বনা জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর।

পহলগাম কাণ্ডের জেরে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে তীব্র অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন এলাকা লক্ষ্য করে ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করে চলেছে পাকিস্তান। তার মধ্যে রয়েছে জম্মু, পুঞ্চ, রাজৌরি, সাম্বা, আখনুর। সংযত থেকেও পালটা জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনাও। বাসিন্দারা কতটা নিরাপদে রয়েছেন, কোন কোন জায়গায় হামলা বেশি হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার উপমুখ্যমন্ত্রী সুরেন্দ্রকুমার চৌধুরীর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন কমিশনার রাজকুমার। তারপর তিনি মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে বৈঠকও করেন।

শনিবার নিজের বাসভবনেই ছিলেন রাজকুমার। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, সেইসময় একটি পাক গোলা তাঁর বাড়িতে এসে আঘাত করে। আর তাতেই মৃত্যু হয় জম্মু-কাশ্মীরের শীর্ষ এই আধিকারিকের। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর। তিনি বলেন, 'অত্যন্ত দক্ষ এক আধিকারিককে আমরা হারালাম। এই বিশাল ক্ষতি কোনও ভাষা দিয়েই বোঝানো যাবে না। সবে গতকালই তিনি উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জেলাজুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ও আমার সভাপতিত্বে অনলাইন মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন। আজ পাকিস্তানি গোলার আঘাতে তাঁর বাসভবন ধ্বংস হয়ে গেল এবং তিনি প্রাণ হারালেন। ভাবতে পারছি না।'

ক্ষতি ভারতের, ক্ষতিপূরণ পাকিস্তানকে

অস্ত্রের জন্য ঋণ, আইএমএফ-এর কড়া সমালোচনা ওমরের মুখে

নয়াদিল্লি, ১০ মে : ভারতের তীব্র বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানকে ১ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। পহলগামে ২৬ জনকে খুন করেছে পাক সেনা ও আইএসআইয়ের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। তার জেরে দু'দেশের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। ৩ দিন ধরে ভারতের সীমান্তবর্তী জনপদগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে আইএমএফের তরফে তাদের টাকার জোগান দেওয়া কতটা যুক্তিসংগত, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

শুক্রবার আইএমএফের বৈঠকে পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল ভারত। কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় ভোটাভুটিতে যোগ দেননি ভারতের প্রতিনিধি। কূটনীতিকদের বড় অংশের মতে, আইএমএফের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ বিশ্বকে ভুল বার্তা দিল। প্রাক্তন বিদেশসচিব কনওয়াল সিবাল জানান, আইএমএফে পশ্চিমী দেশগুলির গভীর প্রভাব রয়েছে। পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি যেভাবে সাহায্য করছে, তা এক ভয়ংকর দৃষ্টিভঙ্গি।

অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সুশান্ত সারিন বলেন, 'এই তহবিল পাকিস্তানে সংস্কার কাজের বদলে সেনাবাহিনীর প্রভাবকে আরও বাড়াবে।' আইএমএফের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে ভারতের একজন মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেওয়ার ঘটনা বেনজির। সেটাই ঘটেছে শনিবার। ওমরের প্রশ্ন, কাশ্মীর তথা ভারতের অসামরিক পরিকাঠামোগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। সেজন্য পাকিস্তানকেই কি ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিপুল অর্থ দিচ্ছে আইএমএফ? এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোভাব বুঝতে পারছি না। ওরা কি মনে করছে যে এর ফলে উপমহাদেশে অস্থিরতায় রাশ টানা যাবে? পুঞ্চ, রাজৌরি, উরি, তাংধর এবং আরও অনেক জায়গা ধ্বংস করার জন্য যেসব অস্ত্র ব্যবহার করছে পাকিস্তান, তার জন্যই ওদের টাকা দেওয়া হচ্ছে।' আইএমএফের পদক্ষেপ কীভাবে উপমহাদেশে শান্তি ফেরাবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন ওমর। এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসির আশঙ্কা, আইএমএফের তহবিল ভারতবিরোধী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে অক্সিজেন জোগানোর কাজ করবে। মনোবিদ যশবন্ত দেশমুখের পর্যবেক্ষণ, 'আইএমএফের হাতে রক্ত লেগে রয়েছে।'

পুঞ্চে বিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরে দেখেন ওমর আবদুল্লা। শনিবার।

বিদেশমন্ত্রকের এক আধিকারিকের কথায়, 'এ ধরনের আর্থিক সহযোগিতা হঠাৎ করে হয় না। এর পিছনে প্রচুর আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া ও প্রস্তুতি থাকে।' এই বাস্তবতা সামনে আসার পর পর্যবেক্ষক মহলের প্রশ্ন, তাহলে কি পহলগামের হামলা এক বৃহত্তর রাজনৈতিক চক্রান্তের অংশ? আর পাকিস্তান কি আগেভাগেই আন্তর্জাতিক মিত্র ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখেছিল ভারতের প্রত্যাঘাত সামাল দেওয়ার জন্য?

আইএমএফের নিয়ম অনুযায়ী, ঋণ মঞ্জুরের প্রস্তাবে সদস্য দেশগুলির 'না' বলার সুযোগ নেই। ভোটাভুটিতে তারা হয় প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দেয়, নয়তো ভোটদানে বিরত থাকে। ফলে পাকিস্তানকে ঋণ মঞ্জুর না করার পক্ষে ভারতের জোরালো যুক্তি থাকা সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়া সম্ভব ছিল না। সূত্রের খবর, তাই ভারত ভোটদানে বিরত থেকেছে।

> পুঞ্চ, রাজৌরি, উরি, তাংধর এবং আরও অনেক জায়গা ধ্বংস করার জন্য যেসব অস্ত্র ব্যবহার করছে পাকিস্তান, তার জন্যই ওদের টাকা দেওয়া হচ্ছে
>
> **ওমর আবদুল্লা**
> *মুখ্যমন্ত্রী, জম্মু ও কাশ্মীর*

শুক্রবার আইএমএফের এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফেসিলিটি প্রকল্পের আওতায় এই ১ বিলিয়ন ডলার ঋণের কিস্তি মঞ্জুর করা হয়। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবিলায় তাদের আরও ১.৪ বিলিয়ন ডলার অনুদানে ছাড়পত্র দিয়েছে আইএমএফ। ভারতের অর্থমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'আইএমএফের পদক্ষেপে নৈতিক নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। এই অর্থ সামরিক বা জঙ্গি কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে।'

'সংযত' ভারতকে বুঝিয়ে লাভ নেই

রুবিয়োকে বার্তা জয়শংকরের

নয়াদিল্লি, ১০ মে : ভারত-পাকিস্তানকে সংযত হওয়ার আবেদন জানাল জি-৭ দেশগুলি। একই কথা বলেছে আমেরিকা, সৌদি আরব, ইরান। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতের অপারেশন সিঁদুর বনাম পাকিস্তানের অপারেশন বানিয়ান মারসুস নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের মনোভাব এমনই। শনিবার ভোরে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে ফোন করেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো।

ফোনালাপের পর এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে জয়শংকর লিখেছেন, 'মার্কিন বিদেশসচিবের সঙ্গে কথা হয়েছে। ভারত সবসময় সংযত ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপে বিশ্বাসী। অতীতে হয়নি, ভবিষ্যতেও এর অন্যথা হবে না।' বিদেশমন্ত্রীর পোস্টটিকে আমেরিকাকে ভারতের বার্তা বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, অপারেশন সিঁদুরের শুরু থেকে সংযত পদক্ষেপ করছে ভারত। পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জবাবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাক পঞ্জাবের জঙ্গিঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে সীমিত পরিসরে হামলা চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা। কিন্তু পাকিস্তান ভারতের অসামরিক পরিকাঠামো ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। নিশানা করছে সাধারণ মানুষকে। গত ৭২ ঘণ্টায় পাকিস্তানের তরফে যাবতীয় প্ররোচনা সত্ত্বেও সেদেশের নিরীহ বাসিন্দাদের ক্ষয়ক্ষতি সীমিত রেখে পাক সেনার মোকাবিলা করছে ভারতীয় বাহিনী। আমেরিকার বিদেশসচিবকেও সেই কথাই বলেছেন জয়শংকর।

এদিকে ভারত ও পাকিস্তানের উদ্দেশে একসঙ্গে বার্তা দিয়েছেন জি-৭ গোষ্ঠীর বিদেশমন্ত্রীরা। সেখানে বলা হয়েছে, 'কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিদেশমন্ত্রীরা ২২ এপ্রিল পহলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করছেন। ভারত ও পাকিস্তান দু'পক্ষের কাছে সংযম দেখানোর আবেদন জানাচ্ছে জি-৭ রাষ্ট্রগোষ্ঠী।' সংঘাত বন্ধের জন্য পাকিস্তানের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে। হোয়াইট হাউসের প্রেসসচিব ক্যারোলিন লিভিট জানান, জয়শংকরকে ফোন করার আগে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিফ মুনিরের সঙ্গে কথা বলেছেন মার্কো রুবিয়ো। সংঘাত যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় সেজন্য আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিষয়টিও স্পষ্ট করেছেন তিনি।

এর আগে ভারত-পাক সংঘাতে হস্তক্ষেপ না করার কথা বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপর আমেরিকার এদিনের বয়ান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবার জয়শংকরকে ফোন করেন সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী ফয়জল বিন ফরহান বিন আবদুল্লা।

পাক বিদেশমন্ত্রী ইসাক দারের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। সৌদি বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সংঘর্ষ বন্ধ করতে দু'পক্ষের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে সৌদি আরব।

১৭ বছর পর গ্রেপ্তার ধর্ষণে অভিযুক্ত বাবা

নয়াদিল্লি, ১০ মে : ধর্ষণ ও খুনের মামলা চলছে তার বিরুদ্ধে। সঙ্গীরা সকলে দোষী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ১৭ বছর ধরে সে লুকিয়েছিল পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে। অবশেষে চলন্ত ট্রেন থেকে ধরা পড়ল ফেরার আসামি। ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে শনিবার।

দিল্লির বাসিন্দা মহম্মদ আলমের বয়স এখন ৪৩ বছর। ২০০৮ সালে তার নাম জড়ায় বিহারে একটি খুনের ঘটনায়। তার সঙ্গে আরও চারজন জড়িত ছিল ওই মামলায়। বাকিদের খোঁজ মিললেও আলম পালিয়ে যায়। বছর তিনেক পরে আলমের মেয়ে দিল্লি পুলিশের কাছে বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, বাবা তাঁকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছে। কিন্তু দিল্লির লক্ষ্মীনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই আবার পালায় আলম। ইতিমধ্যে দিল্লির নিম্ন আদালতে মামলা চলছিল। কিন্তু আলমকে কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে হাল ছাড়েনি পুলিশও।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত ৬ মে মধ্যপ্রদেশ থেকে যাত্রা শুরু করা শ্রমিক এক্সপ্রেসে হানা দেয় দিল্লি পুলিশের একটি দল। টানা ৩ ঘণ্টার সেই অভিযানের পর অভিযুক্ত ধরা পড়ে মহারাষ্ট্র থেকে। দিল্লি পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'একের পর এক বগিতে হানা দিই আমরা। শেষমেশ জলগাঁও জংশনের কাছে অভিযুক্তকে পাকড়াও করি।'

এবার বর্ষা আসছে ২৭ মে

নয়াদিল্লি, ১০ মে : 'আবার এসেছে আষাঢ়', এবার একটু আগেভাগেই গাইতে হতে পারে! কারণ, চলতি বছরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ বর্ষা সময়ের আগেই ভারতের মূল ভূখণ্ডে ঢুকে পড়তে চলেছে। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) জানিয়েছে, এবছর কেরলে বর্ষা পৌঁছোতে পারে ২৭ মে'র মধ্যে, স্বাভাবিক সময় ১ জুনের আগে। শনিবার এই ঘোষণা করা হয়। আবহাওয়া দপ্তরের বুলেটিনে বলা হয়েছে, 'কেরলে বর্ষা ঢোকার সম্ভাব্য তারিখ ২৭ মে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে চারদিন আগে।' সাধারণত ১ জুন ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে বর্ষার আগমন ঘটে। তার পর ৮ জুলাইয়ের মধ্যে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই মৌসুমি বায়ুর জন্যই বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয় দেশের নানা প্রান্তে।

আবহবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সম্ভাবনা অনুযায়ী বর্ষা যদি সত্যিই ২৭ মে ভারতে ঢুকে পড়ে, তবে ১৬ বছর পর এই প্রথম এত দ্রুত মৌসুমি বায়ু ঢুকবে কেরলে। এর আগে ২০০৯ সালে ২৩ মে বর্ষা ঢুকেছিল দক্ষিণের প্রান্তিক রাজ্যটিতে।

সতর্কতা

আহমেদাবাদ, ১০ মে : ভারত-পাকিস্তানের হামলা পালটা হামলার পর আপাতত যুদ্ধবিরতির ঘোষণা। তবু সীমান্তবর্তী এলাকাতে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে গুজরাট সরকার। পাক সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি যে কোনও সময়ে খালি করার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখতে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার কচ্ছ, বনাসকাঁঠা, জামনগর এবং পাটানের জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল।

আওয়ামী লিগ নিষিদ্ধ বাংলাদেশে

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১০ মে : নির্বাচন কবে হবে ঠিক নেই, তবে সেখানে শেখ হাসিনার আওয়ামী লিগ আর অংশ নিতে পারছে না। বহু নাটকের পর বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিল, নিষিদ্ধ করা হচ্ছে হাসিনার দলকে।

কতদিন নিষিদ্ধ থাকবে আওয়ামী লিগের কার্যকলাপ? অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের পর আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ঘোষণা করেছেন, 'শনিবারের বৈঠকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে। এই ট্রাইব্যুনাল যে কোনও রাজনৈতিক দল বা তার সমর্থক গোষ্ঠীকে শাস্তি দিতে পারবে।'

যার মানে দাঁড়াল, হাসিনাদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লিগের কার্যকলাপ নিষিদ্ধই থাকবে।

আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধের দাবি নিয়ে শনিবারও দেশজুড়ে অবরোধ অব্যাহত ছিল। আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কর্মসূচি ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য' ব্যানারে পালিত হবে বলে জানানো হয়। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ একথা জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধের দাবিতে গত দু'দিন ধরে ছাত্র-জনতা রাস্তায় ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এই অবস্থান কর্মসূচি নিয়েছে। জুলাইয়ের গণ অভ্যুত্থানে দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বস্তরের ছাত্র ও নাগরিকরা স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে সক্ষম হলেও এখনও পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ফ্যাসিস্ট ও সন্ত্রাসী দল হিসেবে আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করতে পারেনি।'

এ বিষয়ে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছিলেন, আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করতে টালবাহানা করা হলে দেশের জনগণ তা মেনে নেবে না। আখতার বলেন, 'আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করতে ৫ অগাস্ট বাংলাদেশের জনগণ সমর্থন দিয়েছে। তারা আর রাজনীতি করতে পারবে না। অবিলম্বে আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করতে হবে।'

রাতের দিকে সরকারি ঘোষণার পর আওয়ামী বিরোধী পার্টিগুলোতে প্রবল উল্লাস লক্ষ্য করা যায়।

পাকিস্তানের মিসাইল হানায় ক্ষতবিক্ষত বাড়ি। শনিবার নৌসেরাতে।

পাকিস্তানে ভূমিকম্প

ইসলামাবাদ, ১০ মে : শনিবার সকালে আবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তান। গত ২৪ ঘণ্টায় দ্বিতীয়বার। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৭। শুক্রবার ভারতীয় সময় মধ্যরাত ১টা ৪৪ মিনিটে প্রথম একবার ৪.০ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এরপর শনিবার সকালে দ্বিতীয় দফায় ফের সামান্য বেশি মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও ভূমিকম্পজনিত কারণে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর মেলেনি।

ভারতের জাতীয় ভূকম্পবিদ্যা কেন্দ্র (এনসিএস) জানিয়েছে, দ্বিতীয় ভূমিকম্পটির উপকেন্দ্র ছিল ২৯.৬৭^{0} উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৬.১০^{0} পূর্ব দ্রাঘিমাংশে, ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। এত কম গভীরতায় কম্পন হলে সাধারণত তার প্রভাব বেশি পড়ে কারণ, ভূকম্পনের উৎস ও ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব কম থাকে।

গত ৫ মে বিকাল ৪টে নাগাদ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কিছু অংশে ৪.২ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই কম্পনের কেন্দ্র ছিল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের চিত্রাল জেলার কাছাকাছি আফগান সীমান্তের কাছে। ওই একই দিনে দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে আফগানিস্তানেও একটি ৪.২ মাত্রার কম্পন রেকর্ড করা হয়।বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০ কিলোমিটারের কম গভীরে ঘটা এই ধরনের অগভীর ভূমিকম্প আশপাশের এলাকায় বেশি ক্ষতি করতে পারে। কারণ, ভূকম্পনের শক্তি সহজেই মাটি কাঁপিয়ে দেয়।

'দেশরক্ষায় আমার সিঁদুর পাঠাচ্ছি'

মুম্বই, ১০ মে : তাঁদের বিয়ে হয়েছিল ৫ মে। আর পাঁচটা ক্ষেত্রে যেখানে বিয়ের পর নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রী চায় একে-অপরের যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকতে, সেখানে এই নবদম্পতির গল্পটা সম্পূর্ণ আলাদা। এক্ষেত্রে স্বামী অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ের মনোজ দানেশ্বর পাতিল রওনা হলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। আর এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সমর্থন জানালেন তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী যামিনী। পাঁচোড়া স্টেশন থেকে মনোজের ট্রেন যখন গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছে, তখন সেখানে দুই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে উপস্থিত যামিনী বেশ দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, 'দেশের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নয়।আমি গর্বিত কারণ দেশরক্ষায় আমি নিজের সিঁদুর পাঠানোর সুযোগ পেয়েছি।' তিনিও চান যেভাবে জঙ্গিরা পর্যটকদের খুন করেছে, সেই বদলা নিক ভারত। তাঁর স্বামীর হাতে

দেশরক্ষার ভার। কোনও আক্ষেপ নেই তাঁর। মনোজ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। বিয়ে উপলক্ষ্যে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মাধ্যমে প্রত্যাঘাত করে। এরপরেই মনোজের কাছে নির্দেশ আসে কাজে যোগ দেওয়ার। আকস্মিক এই ঘটনায় সবাই যখন বেশ দোলাচলে সেই সময় যামিনীই প্রথম মনোজকে কাজে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন।

হস্টেলে খুন পড়ুয়া

পাটনা, ১০ মে : হস্টেলে ঢুকে এক পড়ুয়াকে গুলি করে খুনের অভিযোগ পাটনায়। মৃত চন্দন (২১) বিহারের নওদা জেলার বাসিন্দা। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন বিভাগের দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্র ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ভোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দপুর হস্টেলে ঢুকে তাঁকে গুলি করে আততায়ীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা চন্দনকে মৃত ঘোষণা করেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেই এই খুন। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হত্যাকারীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। পরিবার ও হস্টেলের আবাসিকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঘটনায় হস্টেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

দূষণ সূচকে সামান্য উন্নতি ভারতের

জুরিখ, ১০ মে : আগে গাছপালা, পুকুর ছিল। এখন শুধুই পিচ আর কংক্রিট। কার্বন চেপে ধরেছে বাতাসের গলা। দূষণে ভরে গিয়েছে দেশ। প্রতিটি শ্বাসে ঢুকছে বিষ। সাম্প্রতিক দূষণ সূচকে ভারতের অবস্থার সামান্য উন্নতি হলেও, সেটা নিছকই খাতায়-কলমে। পরিস্থিতি সেই তিমিরেই।

সম্প্রতি একটি সুইস সংস্থা প্রকাশিত আইকিউএয়ার-এর ২০২৪-'২৫ সালের প্রতিবেদন বলছে, বায়ুদূষণ এখনও বিশ্বজুড়ে এক ভয়ংকর সমস্যা হয়ে আছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। তবে এবারের প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, ভারত তার অবস্থান কিছুটা উন্নত করেছে, যদিও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এখনও বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশের তালিকায় শীর্ষে বিরাজ করছে।

সমীক্ষাটি করা হয়েছে ১৩৮টি দেশের বাতাসের গুণমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত পিএম ২.৫-এর পরিসংখ্যানকে বিচার করে। বায়ুদূষণের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক উপাদান হল ক্ষুদ্র ধুলিকণা বা পিএম২.৫। এই কণাগুলি ফুসফুসের গভীরে ঢুকে পড়ে এবং হৃদরোগ, হাঁপানি ও ক্যানসারের মতো গুরুতর অসুখের কারণ হয়। গবেষণা বলছে, প্রতি ৯টি মৃত্যুর মধ্যে ১টি এই বায়ুদূষণের কারণে হয়ে থাকে।

আইকিউএয়ার-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে, পাকিস্তান তৃতীয় স্থানে, যার গড় পিএম২.৫ স্তর ৭৩.৭ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ভারত এবার কিছুটা উন্নতি করে পঞ্চম স্থানে নেমে এসেছে। ২০২৩ সালে ভারতের গড় পিএম২.৫ ছিল ৫৪.৪, যা কমে এখন ৫০.৬ হয়েছে। এই ক্রমতালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ চাদ। আর চার নম্বরে রয়েছে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো।

অন্যদিকে আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও ফিনল্যান্ড—এই দেশগুলি তাদের কঠোর পরিবেশ নীতি ও টেকসই উন্নয়নের কারণে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ধরে রাখতে পেরেছে।

এই প্রতিবেদন আবারও ইঙ্গিত দিয়েছে, দূষণ মোকাবিলায় আফ্রিকার মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিরও আরও সচেতনতা ও কার্যকর পরিবেশ নীতি গ্রহণ করা জরুরি। শুধু স্বাস্থ্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে ভারত সহ অন্য দেশগুলিকে।

স্বাগত ইউনূসের

ঢাকা, ১০ মে : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতিকে স্বাগত জানালেন বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হওয়ায় আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং শাহবাজ শরিফকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বিদেশসচিব রুবিও যে কার্যকর মধ্যস্থতা করেছেন তার জন্যও তাঁদের প্রশংসা করছি আমি। কূটনীতির মাধ্যমে আমাদের দুই প্রতিবেশির মধ্যে থাকা যাবতীয় মতবিরোধ মেটাতে বাংলাদেশ কাজ করে যাবে।'

লালফিতের ফাঁসে আটকে হাজার বছরের প্রাচীন কঙ্কাল

বড়নগর (গুজরাট), ১০ মে : পায়ের ওপর পা তুলে যেন বসে আছে কেউ। যে-সে জায়গায় নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মস্থান গুজরাটের মেহসানা জেলার বড়নগরের মাটির নীচে। ওই মানবকঙ্কাল যে হাজার বছরের প্রাচীন, দেখে কে বলবে! অথচ এখনও কোনও জাদুঘরে তার ঠাঁই হল না! প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে মহামূল্যবান কঙ্কালটি রাখা হয়েছে ত্রিপলে ঢাকা অস্থায়ী ছাউনির তলায়।

অথচ স্থানীয় ইতিহাসকে ধরে রাখতে বড়নগরের অদূরেই প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে জাদুঘর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র উদ্বোধন করা সেই 'আর্কিওলজিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সিয়াল মিউজিয়াম'-এ ইতিমধ্যে জায়গা হয়েছে কয়েক হাজার প্রত্নবস্তুর। তার মধ্যে পদ্মাসনে বসা ওই কঙ্কালের একটি ছবি থাকলেও আসল কঙ্কালটি নেই!

কিন্তু কেন? খোঁজ নিতে গিয়ে মিলল বহু নিন্দিত সেই সরকারি লালফিতের ফাঁস। গুজরাট প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিদপ্তরের পরিচালক পঙ্কজ শর্মা বললেন, 'এএসআই যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করায় কঙ্কালটিকে এখনও জাদুঘরে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়নি।' আর এএসআই বলছে, কঙ্কাল সহ প্রায় ৯ হাজার প্রত্নবস্তু সরকারকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেবল কঙ্কালটিই স্থান পায়নি জাদুঘরে। যদিও এ বিষয়ে এএসআই-এর প্রধান যদুবীর সিং রাওয়াত কোনও মন্তব্য করতে

চাননি। অবশ্য রাজ্যের যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মুখ্যসচিব এম থেন্নারাসান জানিয়েছেন, 'কঙ্কালটিকে দ্রুত জাদুঘরে স্থানান্তরিত করতে সরকারি প্রক্রিয়া চলছে।'

২০১৯ সালে গুজরাটের বড়নগরে অন্তত এক হাজার বছরের পুরোনো বছর চল্লিশের এক মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার হয়। কঙ্কালটি মাটির নীচে পাওয়া গিয়েছিল পদ্মাসনে বসা অবস্থায়। প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ছ'বছর পরেও সেটি রয়ে গিয়েছে একটি অসুরক্ষিত তাঁবুতে।

এই কঙ্কালটি আবিষ্কার করেছিলেন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর মুম্বই শাখার প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিদ অভিজিৎ আম্বেকর। তিনি জানান, কঙ্কালটি সম্ভবত ৯৪০ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গুজরাটের সোলাঙ্কি বা চালুক্য রাজবংশের সময়কার। আম্বেকরের কথায়, 'এই কঙ্কাল শুধু বড়নগরের নয়, গোটা দেশের অমূল্য সম্পদ। এটি আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারা ও ইতিহাস সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য দিতে পারে।'

২০১৯ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি করার সময় কঙ্কালের মাথার অংশটি প্রথম নজরে আসে। পরে দেখা যায়, এটি একটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল যা পদ্মাসনে বসা অবস্থায় রয়েছে—ডান হাত কোলে আর বাঁ হাত যেন কোনও লাঠিতে ভর দিয়ে রাখা। গবেষকদের মতে, এটি 'সমাধি কবর' প্রাচীন হিন্দু সৎকার প্রথার কোনও নিদর্শন হতে পারে, যেখানে সম্মাননীয় ব্যক্তিদের মৃতদেহ না পুড়িয়ে মাটিচাপা দেওয়া হত।

বিনিয়োগের সময় যেসব ভুল এড়ানো উচিত

প্রবীণ আগরওয়াল

গত কয়েক বছরে ডিজিটাইজেশন এবং আর্থিক সচেতনতা বাড়ার ফলে মিউচুয়াল ফান্ড খুচরো লগ্নিকারীদের কাছে বিনিয়োগের সেরা বিকল্প হয়ে উঠেছে। তবে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকারীরা কিছু সাধারণ ভুল করেন। একটু সচেতন হলেই এই ভুলগুলি এড়ানো যায়। এখানে পাঁচটি সাধারণ ভুলের তালিকা দেওয়া হল, যা আপনি পরের বার মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের সময় এড়াতে পারেন।

■ বিনা অনুসন্ধানে বিনিয়োগ

প্রায়ই দেখা যায় বন্ধু, সহকর্মী বা পরিবারের সদস্যদের পরামর্শে মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্প বেছে নেন লগ্নিকারীরা। শুভাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শ আপনি নিতেই পারেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করবেন না।

আপনাকে অবশ্যই তহবিলের অতীত প্রদর্শন, বিনিয়োগ ক্ষেত্র, ফান্ড ম্যানেজার, গড় রিটার্ন, রোলিং রিটার্ন এবং অন্যান্য দিকগুলি মূল্যায়ন করতে হবে। তারপর একই গোত্রের অন্যান্য তহবিলের সঙ্গে এর তুলনা করুন। এক্ষেত্রে সেরা উপায় হল ফান্ডের ফ্যাক্ট শিট পর্যালোচনা।

ফ্যাক্ট শিট হল একটি তহবিলের প্রয়োজনীয় তথ্যের আধার। এটি ফান্ডের অতীত প্রদর্শন এবং বেঞ্চমার্কের অনুপাতে এর কার্যকারিতা জানার একটি চমৎকার উৎস। ফ্যাক্ট শিট পরীক্ষা করে আপনি তহবিলের সামগ্রিক কার্যকারিতা সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা পেতে পারেন, যা আপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।

■ ঝুঁকির মাত্রা ও বিনিয়োগের মেয়াদ মূল্যায়ন না করা

বন্ধুদের চাপে লগ্নিকারীরা আরেকটি ভুল করে থাকেন। তা হল নিজেদের ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, সময় বা আর্থিক লক্ষ্য বিবেচনা না করে তহবিলে বিনিয়োগ করা। আপনার এবং আপনার বন্ধুর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বা আর্থিক লক্ষ্য এক নাও হতে পারে। সুতরাং, বন্ধুর প্রস্তাবিত কোনও তহবিলে বিনিয়োগ করার সময় আপনাকে বুঝতে হবে যে তহবিলের ঝুঁকির মাত্রা আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। ধরুন আপনার বন্ধু দশ বছর পর একটি বাড়ি কেনার লক্ষ্য নিয়ে একটি স্মল ক্যাপ ইকুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন। তাঁর ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা বেশি। কিন্তু আপনার আর্থিক লক্ষ্য হল আগামী দুই বছরের মধ্যে একবার বিদেশ ভ্রমণ। তাই আপনি যদি বন্ধুর দেখাদেখি একই স্মল ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ করেন তাহলে দু'বছর পর যখন টাকার দরকার হবে, তখন আপনি বিনিয়োগের রিটার্ন দেখে খুশি হতে পারবেন না। যেহেতু স্মল ক্যাপ ফান্ডে অস্থিরতা বেশি, তাই এই তহবিলগুলি দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক লক্ষ্য এবং বেশি ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন লোকদের পক্ষে উপযুক্ত।

■ মাত্রাতিরিক্ত বৈচিত্র্য

সব ডিম একটি ঝুড়িতে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তবে তার মানে এই নয় যে আপনি এক একটি ডিম আলাদা আলাদা ঝুড়িতে রাখবেন এবং শত শত ঝুড়ি তৈরি করবেন। সুতরাং, লগ্নির বৈচিত্র্য আপনাকে বিনিয়োগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নিকারীদের অনেকে যা করেন তা হল, বিনিয়োগে বৈচিত্র্য আনার জন্য তাঁদের কর্মক্ষমতা বা ঝুঁকির কারণ মূল্যায়ন না করে একাধিক তহবিল কিনে ফেলেন। এর ফলে তাঁদের পক্ষে প্রতিটি তহবিল পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তাই আপনার বিনিয়োগকে ঠিকভাবে বৈচিত্র্যময় করাই হল মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির সবচেয়ে ভালো পন্থা। আপনাকে এমনভাবে বৈচিত্র্য আনতে হবে যাতে একটি তহবিল খারাপ রিটার্ন দিলেও পোর্টফোলিওর সার্বিক রিটার্নে বড় প্রভাব পড়বে না।

■ গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্নের আশা

আরেকটি সাধারণ ভুল যা প্রায়শই নতুন বিনিয়োগকারীরা, এমনকি অভিজ্ঞরাও করে থাকেন তা হল তহবিল থেকে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন আশা করা। যা অবাস্তব। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এই ভুল ধারণা রয়েছে যে ডেট মিউচুয়াল ফান্ড ঝুঁকিমুক্ত এবং গ্যারান্টি যুক্ত রিটার্ন দেয়। মোটেও তা নয়। মিউচুয়াল ফান্ড রিটার্নের ব্যাপারে কোনও গ্যারান্টি দিতে পারে না। কারণ এই রিটার্ন বাজারের সঙ্গে যুক্ত। এটা সত্যি যে ডেট ফান্ডের রিটার্ন সাধারণত স্বল্প মেয়াদে ইকুইটি ফান্ডের তুলনায় স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু সেটাও স্থির নয়।

■ মিউচুয়াল ফান্ডে সর্বস্ব লগ্নি

ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে ভালো রিটার্ন আশা করা যেতেই পারে। তার মানে এই নয় যে বিনিয়োগকারীরা তাঁদের সব সঞ্চয় ইকুইটি ফান্ডে রাখবেন। অপ্রত্যাশিত খরচ এবং অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি আর্থিক লক্ষ্যের জন্য আপনাকে লিকুইড ফান্ডের মতো ডেট মিউচুয়াল ফান্ডেও তহবিলের একাংশ রাখতে হবে।

এর ফলে সময়ের আগে আপনার ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ড থেকে টাকা তোলার দরকার পড়বে না, যা দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক উদ্দেশ্যের জন্য করা হয়েছে।

যেহেতু ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ড ডেট মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় বেশি অনিশ্চিত, তাই যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া ইকুইটি ফান্ড থেকে লগ্নি তুলে নিলে রিটার্ন হারানোর ঝুঁকি থাকবে।

সুতরাং, পরের বার যখন আপনি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন, তখন সবার আগে নিশ্চিত করুন যে ওপরের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি করছেন কি না। সামান্য সচেতনতা এবং সতর্ক থাকার মাধ্যমেই এটি সম্ভব।

(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটার)

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ভারত-পাক সংঘাতের আবহে অস্থিরতা বাড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সপ্তাহ শেষে সূচক সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৯৪৫৪.৪৭ এবং ২৪০০৮.০০। ৫ দিনের লেনদেনে সেনসেক্স হারিয়েছে ১০৪৭.৫২ পয়েন্ট। অন্যদিকে নিফটি হারিয়েছে ৩৩৭.৩০ পয়েন্ট। আগামী কয়েক দিন সংঘাতের তীব্রতা শেয়ার বাজারের ওঠানামায় সব থেকে বড় ভূমিকা নেবে। বর্তমান পরিস্থিতি নেতিবাচক হলেও এই ধাক্কা সামাল দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

সাম্প্রতিক এই পতনের নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের তীব্রতা। পহলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারতের তরফে প্রত্যাঘাত করা হবে তা একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি তার থেকেও দীর্ঘ এবং বৃহত্তর লড়াইয়ের দিকে মোড় নিয়েছে। যার সাময়িক প্রভাবে ধাক্কা খেয়েছে শেয়ার বাজার। অতীতে যতবার যুদ্ধ পরিস্থিতি এসেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার ৫ থেকে ১০ শতাংশ সংশোধিত হয়েছে। তার পরে সেই ধাক্কা সামাল দিয়ে দ্রুত স্বমহিমায় ফিরেছে শেয়ার বাজার। এর আগে কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িয়েছিল ভারত। সেই সময়ে বড় উত্থান হয়েছিল শেয়ার বাজারে। তাই আতঙ্কিত না হয়ে এই সংশোধনকে লগ্নির সুযোগ হিসেবে নিতে হবে। গুছিয়ে নিতে হবে নিজের পোর্টফোলিও।

সাম্প্রতিক পতনে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা-ভারত বাণিজ্য আলোচনাও। এখনও শুল্ক নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছোতে পারেনি দুই দেশ। যার প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে। ডলার ইন্ডেক্স ফের ১০০-এর ওপরে পৌঁছে যাওয়ায় ফের শক্তিশালী হচ্ছে ডলার। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে।

বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের মূল্য বৃদ্ধিও শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এপ্রিলের শুরু থেকে শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোয় বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি লগ্নি। ২০২৪-এর অক্টোবর থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত বিদেশি লগ্নি সরে যাওয়ায় ধাক্কা খেয়েছিল শেয়ার বাজার। তারা আবার ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির ভূমিকাও সূচকের গতিপথ নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের দ্রুত পরিসমাপ্তি , বিদেশি লগ্নি, শুল্ক নিয়ে আলোচনার দ্রুত ইতিবাচক ফল, দেশজুড়ে স্বাভাবিক বর্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি আগামী দিনে ফের শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করতে বড় ভূমিকা নেবে। বর্তমান সময়ে লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে।

অন্যদিকে সর্বকালীন রেকর্ড দামে পৌঁছেছে সোনা। আগামী দিনে সোনার দাম বড় মাপের সংশোধন হতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **সুপ্রিম ইন্ডাস্ট্রিজ** : বর্তমান মূল্য-৩৪৮৩.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৪৬০/৩০৯৫, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৩৩৫০-৩৪৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৪২৫৩, টার্গেট-৪৮০০।

■ **কোল ইন্ডিয়া** : বর্তমান মূল্য-৩৮২.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৪৩/৩৪৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩৬০-৩৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩৫৬৬২, টার্গেট-৪৭৫।

■ **স্ট্রাইডস ফার্মা** : বর্তমান মূল্য-৬৩৮.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৭৫/৫১৩, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬০০-৬২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৮৮৪, টার্গেট-৮৩৫।

■ **মাজাগাঁও ডক** : বর্তমান মূল্য-২৯২২.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩১৭২/১০৪৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২৮৫০-২৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৭৮৬৭, টার্গেট-৩৪৮০।

■ **অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেম** : বর্তমান মূল্য-১৩০.৩১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৭/৮৮, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১২০-১২৭, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-৩৯৯৩, টার্গেট-১৫৮।

■ **ভারত ডায়নামিক্স** : বর্তমান মূল্য-১৫৩১.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৯৪/৮৯০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১৪৫০-১৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৬১৫০, টার্গেট-১৯০০।

■ **লরাস ল্যাব** : বর্তমান মূল্য-৫৮৮.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৬১/৩৮৫, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫৪৫-৫৬৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩১৭৫১, টার্গেট-৭২৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : বাজাজ ফিন্যান্স

● **সেক্টর** : এনবিএফসি ● **বর্তমান মূল্য** : ৮৬৪১ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ** : ৬৩৭৫/৯৬৬০● **মার্কেট ক্যাপ** : ৫৩৬৯৭৬ কোটি ● **বুক ভ্যালু** : ১৩৯৬.৮৪ ● **ফেস ভ্যালু** : ২ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড** : ০.৬৫ ● **ইপিএস** : ২৬৭.৭৩ ● **পিই** : ৩২.২৮ ● **পিবি** : ৬.১৯ ● **আরওসিই** : ১১.৩ শতাংশ ● **আরওই** : ১৯.২ শতাংশ ● **সুপারিশ** : কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট** : ১১৫০০

একনজরে

■ ১৯৮৭-তে গাড়ির ঋণ দেওয়া দিয়ে পথ চলা শুরু করা এই সংস্থা এখন দেশের অন্যতম বৃহত্তম ব্যাংক নয় এমন আর্থিক সংস্থা।

■ দেশের ৪১০০টি শাখা রয়েছে এই সংস্থার।

■ এখন গাড়ি, ভোগ্য পণ্য, ব্যক্তিগত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি সংস্থা এবং গোল্ড লোন দেওয়া শুরু করেছে বাজাজ ফিন্যান্স।

■ দেশের অন্যান্য এনবিএফসির তুলনায় বাজাজ ফিন্যান্সের অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ অনেক।

■ বিগত ১০ বছরে সংস্থার ব্যবসা ৩০ শতাংশ হারে বেড়েছে।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ বিগত ৫ বছরে ২৫.৯ শতাংশ হারে মুনাফা বৃদ্ধি করেছে বাজাজ ফিন্যান্স।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে বাজাজ ফিন্যান্সের নিট মুনাফা ১৭ শতাংশ বেড়ে ৪৪৮০ কোটি টাকা হয়েছে। আয় ১৭ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৮৪৫৭ কোটি টাকা।

■ ৪:১ হারে বোনাস এবং ১:১ হারে শেয়ার স্প্লিট করার কথা ঘোষণা করেছে এই সংস্থা।

■ প্রোমোটারের কাছে রয়েছে ৫৪.৭৩ শতাংশ শেয়ার। দেশি এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৭.৪২ শতাংশ এবং ১৮.৯১ শতাংশ শেয়ার।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

অনিশ্চয়তার জেরে পতন ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

ভারতকে নিরন্তর আক্রমণ করে চলেছে পাকিস্তান। সীমান্তে দিনের পর দিন গুলি বর্ষণ করার ফলে অন্তত ১৫ জন গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন। শহিদ হয়েছেন কয়েকজন ভারতীয় জওয়ান। পঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় ভারত সরকার সাধারণ মানুষ সতর্ক থাকতে আবেদন করেছে। জানিয়েছে, উপযুক্ত জবাব দেওয়া চলছে শত্রু দলকে। উত্তর-পশ্চিম রাজ্যগুলিতে উড়ানের ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই উত্তেজনার ছাপ পড়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারেও।

শুক্রবার নিফটি ১.১০ শতাংশ পতন দেখে। সেনসেক্স ৮৮০ পয়েন্টের ওপর নেমে যায়। নিফটি ব্যাংক পতন দেখে ১.৪২ শতাংশ। যদিও বিএসই স্মল ক্যাপ ও মিড ক্যাপ সামান্য সংশোধন দেখেছে। এদিন অবশ্য বিএসই ক্যাপিটাল গুডস ১.৬৭ শতাংশ এবং বিএসই কনজিউমার ডিউরেবলস ১.২৯ শতাংশ উত্থান দেখেছে। অবশ্য ডিফেন্স সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানিগুলিতে এদিন দারুণ র‍্যালি এসেছে। অ্যাসট্রা মাইক্রো ৬.২২ শতাংশ, ভারত ডাইনামিকস ৫.৩৪ শতাংশ, ভারত ইলেক্ট্রনিক্স ২.৯২ শতাংশ, ভারত ফোর্জ ৪.৬৭ শতাংশ, কোচিন শিপইয়ার্ড ২.৮৯ শতাংশ, ডেটা প্যাটার্ন ৪.৩৫ শতাংশ, ডিসিএক্স সিস্টেম ৮.২১ শতাংশ, গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স ১.৩৮ শতাংশ, হ্যাল ১.৮৪ শতাংশ, আইডিয়া ফোর্জ টেকনলজি ২০ শতাংশ, মাজাগাঁও ডক ৩.৬৬ শতাংশ, এমটিএআর টেকনলজি ২.৮১ শতাংশ, পরস ডিফেন্স ৭.২৮ শতাংশ, প্রিমিয়ার এক্সপ্লোসিভ ১৯.২৩ শতাংশ, সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ ২.৯৫ শতাংশ ইত্যাদি।

পাকিস্তানের ওপর সফলভাবে ড্রোন হামলার পরে ভারতীয় কোম্পানিগুলি বিশেষত যারা ড্রোন টেকনলজি নিয়ে কাজ করছে, তাদের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে উড়ানের ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ থাকার ফলে বিভিন্ন সেক্টর সাময়িকভাবে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এয়ারলাইন্স, এয়ারপোর্ট ব্যবসা, ট্রান্সপোর্ট ও লজিস্টিক্স, বন্দর, তেল রিফাইনারি প্রভৃতি নিয়ে সতর্ক থাকা মন্দ হবে না। তবে যে সেক্টরগুলি এই সময় শক্তি দেখাতে পারে তার মধ্যে

ভারতের জনসাধারণের ওপর নিরন্তর ড্রোন আক্রমণ পাকিস্তানের

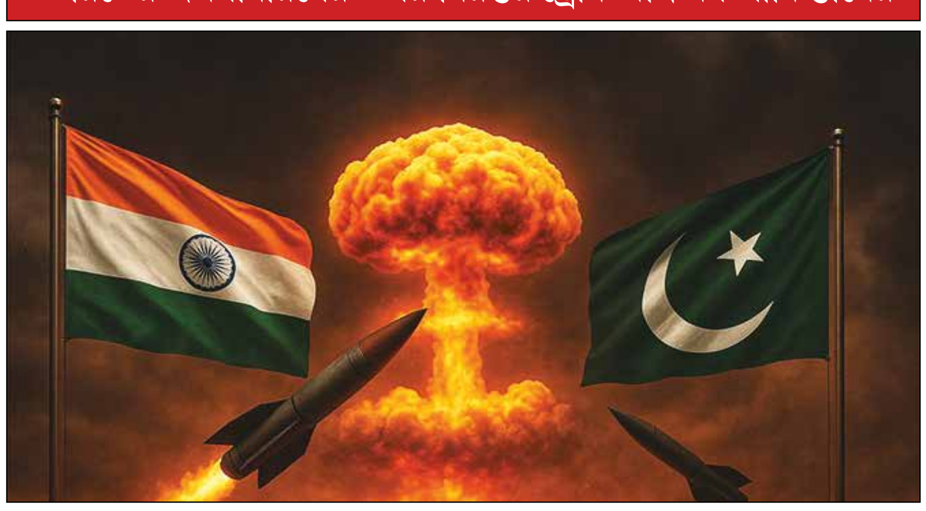

রয়েছে, ডিফেন্স, শিপবিল্ডিং, মেটাল, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ক্যাপিটাল গুডস প্রভৃতি।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি ৫২ সপ্তাহে নিম্নস্তর ছোঁয় তাদের মধ্যে রয়েছে সেন্ট্রাল ব্যাংক, জেনসল ইঞ্জিনিয়ারিং, জে কর্প, কেপি এনার্জি, কিরলোস্কার ইন্ডাস্ট্রিজ, ওয়ান মোবিকুইক, প্রাজ ইন্ডাস্ট্রিজ, সিএনসি ইনফ্রাটেক, রামকৃষ্ণ ফোর্জ, সিনজেন ইন্টারন্যাশনাল, ভোডাফোন আইডিয়া ইত্যাদি। যে কোম্পানিগুলি ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে কেপিআর মিল, রেডিংটন, ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক বাজারে এই সময় তেলের দাম একেবারে নীচে নেমে গিয়েছে। প্রতি ব্যারেল তেল (জ্বালানি) ট্রেড করছে ৫,২০৭ টাকায়। যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারতীয় শেয়ার বাজারে দোদুল্যমানতা থাকতে পারে এমনটি মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকাটাই শ্রেয়। অবশ্য পাকিস্তান কতদিন যুদ্ধ টানতে পারবে সেটাই দেখার। এমনিতে এই দেশটির আর্থিকভাবে বেহাল দশা। আইএমএফের কাছ থেকে ২.৫ বিলিয়ন ডলার লোন নিয়েছে তারা। যে ভারতে ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ এই সময় ৬৮৬ বিলিয়ন ডলারের মতো (বিশ্বে চতুর্থ স্থানে) সেখানে পাকিস্তানে এই সময় মাত্র ২৫.২৫ বিলিয়ন ডলারের মতো (বিশ্বে ৬৮তম স্থানে)। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র কেনার মতো সামর্থ্য নেই তাদের।

তবে বলতে হয় এই সময়কালে ভারতীয় শেয়ার বাজার যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে চলেছে। অন্যদিকে ভারতের দ্বারা পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় উগ্রপন্থী ঘাঁটি উড়িয়ে দেওয়ার পর পাকিস্তানের করাচি স্টক এক্সচেঞ্জ প্রায় ১৩ শতাংশ পতন দেখে, যা ২০০৮-এর পর সর্বোচ্চ পতন। শেয়ার বাজারে যুদ্ধের ছোঁয়া আসতেই বিভিন্ন ক্যাপিটাল মার্কেট শেয়ারগুলিতে ভালো পতন আসে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

অসুস্থ চালক, গাড়ির ধাক্কা ডিভাইডারে

শিলিগুড়ি, ১০ মে : গাড়ি চালানোর সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মারলেন এক ব্যক্তি। গাড়িটি উলটে যাওয়ায় চোট পান গাড়ির ভিতরে থাকা দুজন। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পথচলতি সাধারণের মধ্যে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে সেবক রোডে।

অসুস্থ চালককে উলটে যাওয়া গাড়ির ভিতর থেকে বের করেন সেবক রোডের ওই অংশের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। প্রথমে গাড়িচালককে রাস্তার ধারে থাকা গাছতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ওই চালককে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, গাড়িটি চেকপোস্ট থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড়ের দিকে আসছিল। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। গাড়ির কাছে পৌঁছে স্থানীয়রা বুঝতে পারেন, চালক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু চালককে গাড়ি থেকে বের করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেননি কেউই। এমন পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসেন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। তাঁরা কোনওভাবে ওই চালক সহ গাড়ির ভেতরে থাকা দুজনকে বের করেন। যদিও ঘটনার আকস্মিকতায় চালক ও গাড়ির মধ্যে থাকা দুজন কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না।

স্থানীয়দের বক্তব্য, একটু হলেই বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত। কেননা, রাস্তাটি দিয়ে একের পর এক গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটে যায়। ওই গাড়িটির পেছনেই মোটরবাইক নিয়ে আসছিলেন পবিত্র দাস। তিনি বলেন, 'হঠাৎ করেই গাড়িটি কিছুটা ঘুরে সজোরে ধাক্কা মারে ডিভাইডারে। এরপরই গাড়িটি উলটে যায়। কোনওভাবে পাশ কেটে এগিয়ে যাই।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'গাড়ি চালানোর আগে চালকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সবাইকেই সচেতন হতে হবে। অন্যথায় যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে।'

টোটোর বিরুদ্ধে গর্জে বন্ধ সিটি অটো

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ মে : টোটোর দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ। আর তাই শনিবার দুপুর থেকে হঠাৎ করেই সিটি অটো পরিষেবা বন্ধ করে দেয় কোর্ট মোড় ম্যাক্সিক্যাব ড্রাইভার্স ইউনিয়ন।

শুধু তাই নয়, ইউনিয়নের সদস্যরা মাল্লাগুড়িতে চলাচলকারী একাধিক সিটি অটো থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে সেখানে সেগুলিকে দাঁড় করিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন দুপুর থেকে উত্তেজনা ছড়ায় মাল্লাগুড়ি সহ গোটা শহরে। সংগঠনের অভিযোগ, ট্রাফিকের তরফে টোটোর রুট ঠিক করে দেওয়া হলেও, সেটা মানা হচ্ছে না। সেই কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য সিটি অটো পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যদিও সন্ধ্যার পরে কিছুটা সুর নরম করেন সংগঠনের সদস্যরা।

সংগঠনের সভাপতি মিন্টু ঘোষ বলেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আপাতত কেন্দ্রীয় কমিটি জানিয়েছে, তিনদিন অপেক্ষা করার জন্য। প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'নির্দিষ্ট রুট হিসেবে টোটোগুলো যাতে চলাচল করে সেজন্য আমরা নিয়মিত নজরদারি রাখছি। তাছাড়া সিটি অটোচালকদের তরফে আমাদের কিছু বলা হয়নি।'

এদিন যাবতীয় ঘটনা শুরু হয় দুপুর থেকে। ইউনিয়নের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সিটি অটো আর চালানো হবে না। এরপরই ইউনিয়নের সদস্যরা একে একে সিটি অটো নিয়ে এসে মাল্লাগুড়িতে রাখতে শুরু করেন। রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী সিটি অটো থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু হঠাৎ করেই কেন এমন সিদ্ধান্ত? মিন্টুর বক্তব্য, 'মহকুমা এলাকাজুড়ে ১২০০ সিটি অটো রয়েছে। চালকরা নিজেদের হাজিরা তুলতে পারছেন না। টোটোগুলো যে কোনও রুট দিয়ে চলছে। আমরা এব্যাপারে একাধিকবার প্রশাসনের কাছে গিয়েছি কিন্তু কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না।'

যাত্রী ভোগান্তি

সারি সারি সিটি অটো। প্রতিবাদে থমকে গিয়েছে চাকা। ছবি : সূত্রধর

সিটি অটোচালক বীরবাহাদুর মাহাতোর কথায়, 'স্ট্যান্ডের জায়গাগুলো টোটো দখল করে রাখছে। আমরা বাধ্য হয়ে রাস্তায় পার্ক করছি। এরপর পুলিশ এসে আমাদের জরিমানা করে যাচ্ছে।'

বেশকিছু টোটো নম্বর প্লেট ছাড়াই চলছে। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না।' এদিকে, আচমকা রাস্তার মাঝে সিটি অটো থেকে নামিয়ে দেওয়ায় সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। বাগডোগরায় যাওয়ার জন্য সিটি অটোতে উঠেছিলেন বিপ্লব দাস। মাল্লাগুড়িতে নামার পর কিছুটা আশঙ্কার সুরে তিনি বলেন, 'যেভাবে সিটি অটো দাঁড় করিয়ে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাতে সত্যি মনে ভয় তৈরি হয়েছে। এভাবে মাঝরাস্তায় যদি আমাদের নামিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো মুশকিল।' একই কথা বলতে শোনা যায় সোনিয়া দাসকে। সিটি সেন্টার থেকে বিধান মার্কেটে যাওয়ার জন্য তিনি সিটি অটোয় উঠেছিলেন। যদিও মাল্লাগুড়িতেই তাঁকে নামতে বাধ্য করা হয়। ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, 'এভাবে আন্দোলনের কোনও মানে হয় না।'

সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী পুরনিগম

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক-সংকট

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ মে : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চাপ কমাতে শিলিগুড়িতে পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু করেছে পুরনিগম। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মাধ্যমেই স্বাস্থ্য দপ্তর কাজগুলি করাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ১৫টিরও বেশি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। মোট ৩০টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু চিকিৎসকের অভাবে বেশিরভাগ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকেই খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। শনিবার এই বিষয়টি নিয়ে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানেও ফোন করে অভিযোগ জানিয়েছেন ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক সহনাগরিক। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলেও তিনি চিকিৎসকের দেখা পাননি বলে অভিযোগ করেন। তারপরেই মেয়র তাঁকে বলেন, 'জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে কিছু চিকিৎসক নিয়োগের চেষ্টা চলছে। রাজ্য সরকার চিকিৎসকদের যা বেতন দিচ্ছে, আমরা তাঁর সঙ্গে বাড়তি আরও ১০ হাজার টাকা মিলিয়ে দিচ্ছি। পরিকাঠামোর উন্নয়ন করছি। একটু সময় দিতে হবে।'

শিলিগুড়ি শহরে মোট ১০টি পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। শহরে জনসংখ্যা বাড়তে থাকায় আরও ৩০টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সেইমতো জায়গা দেখে দেখে ওয়ার্ডভিত্তিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকও থাকার কথা। চিকিৎসক দেখার পর সেখান থেকেই বিনামূল্যে কিছু ওষুধ দেওয়ার কথা। কিন্তু একাধিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রেই বর্তমানে চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। চিকিৎসকরা কাজে যোগ দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ছেড়ে দিচ্ছেন। ফলে চিকিৎসকের সমস্যা হচ্ছে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে।

কিন্তু কেন চাকরি ছাড়ছেন চিকিৎসকরা, সেবিষয়ে খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, মাইনে কম হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। তাই বাধ্য হয়ে রাজ্যের পাশাপাশি পুরনিগমও বাড়তি ১০ হাজার টাকা করে চিকিৎসকদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন দেখার, জুন মাসে চিকিৎসক নিয়োগের পর, কতদিন তাঁরা থাকেন।

আগাছার আড়ালে দুষ্কর্ম

শিলিগুড়ি, ১০ মে : আগাছায় ভরেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ডিজেল কলোনি। সেই আগাছার ঝোপে এখন নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য। তাতে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলার থেকে শুরু করে রেল দপ্তরকে আগাছা পরিষ্কারের জন্য বলা হলেও কাজ হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ দাস বলেন, 'দু'মাসের বেশি এই সমস্যা চলছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানে কেউ এগিয়ে আসছেন না।'

যদিও ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক বলেন, 'এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছি।' শনিবার ডিজেল কলোনিতে গিয়ে ওই পরিস্থিতি নজরে এল। এলাকার রেল কোয়ার্টারগুলোর বেশিরভাগই ভগ্নদশা। আগাছায় ঢেকে গিয়েছে। প্রায়ই সেখানে নেশাগ্রস্তদের যাওয়া-আসা চলে বলে অভিযোগ।

পরিতোষ দাস নামে এক স্থানীয়র কথায়, 'কোয়ার্টারগুলোতে সবসময় অবাঞ্ছিত মানুষের যাওয়া-আসা চলে। আগাছার আড়ালে দুষ্কর্ম চলছে।' বাইরে থেকে এসে আবর্জনা ফেলে যাওয়ার প্রবণতাও তৈরি হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আরেক বাসিন্দা প্রশান্ত দাস।

পার্থেনিয়ামের জঙ্গলে মুখ ঢেকেছে ইসলামপুর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১০ মে : 'প্রদীপের নীচেই অন্ধকার' প্রবাদবাক্যটি যেন ইসলামপুর পুরসভার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। ১১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে পুরসভার অফিস সহ মহকুমা শাসকের অফিস, আদালত ও একাধিক সরকারি আধিকারিকদের বাংলো। এই এলাকা শহরের ভিভিআইপি এলাকা বলে চিহ্নিত। সেখানেই পার্থেনিয়ামের ঝোপে চারপাশ ছেয়ে গিয়েছে।

পুরসভার অফিসের চারপাশও রেহাই পায়নি। মহকুমা শাসকের বাংলোর সামনের বিশাল ফাঁকা মাঠ দেখলে মনে হবে কেউ যেন পার্থেনিয়ামের চাষ করেছে। শহরের অন্য এলাকাতেও বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের জঙ্গল বাসিন্দাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১, ২, ৮, ৯, ১০, ১৩ ও ১৫ ওয়ার্ড বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের গাছ ছেয়ে থাকলেও পুরবোর্ডের হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়াল সমস্যার কথা স্বীকার করে পদক্ষেপের আশ্বাস দেন।

নিউটাউনপাড়ার বাসিন্দা, পেশায় প্রাথমিক স্কুল শিক্ষিক মমতা ভৌমিকের প্রতিক্রিয়া, 'দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের এলাকায় পার্থেনিয়ামের জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। পুরসভা অফিসের সামনে এই চিত্র হতাশার। আশাকরি পুর প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।'

বিডিও অফিসের পাশ দিয়ে যাতায়াতের মূল রাস্তার ওপর পার্থেনিয়ামের জঙ্গল দিব্যি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অফিসের পাশে সূর্য সেন মঞ্চ পেরিয়ে সার্কিট হাউস। সার্কিট হাউসের উলটোদিকে মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবের বাংলো। একটু এগিয়ে গেলে বিচারকদের আবাসন সহ একের পর এক সরকারি আবাসন।

নেতাজি সুভাষ মঞ্চের ফাঁকা স্থানে পার্থেনিয়াম।

মহকুমা শাসকের বাংলোর সামনে থাকা সরকারি মাঠ দেখিয়ে এলাকার বাসিন্দারাই বললেন, দেখে মনে হচ্ছে পরিকল্পনামাফিক যেন এই মাঠে পার্থেনিয়ামের চাষ করা হয়েছে। খোদ মহকুমা শাসকের বাংলোর সামনে যদি এই হাল হয় তাহলে বাকি এলাকার অবস্থা কী হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

নেতাজি সুভাষ মঞ্চ ভাঙার পর থেকে সেই পরিত্যক্ত জমিটিও পার্থেনিয়ামের আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। অথচ পাশেই পুরসভার অতিথি নিবাস। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, সব জেনে ও দেখেও কেন পুরসভা চুপ রয়েছে?

আমজনতার স্বাস্থ্যের সুরক্ষা কি পুরসভার দায়িত্ব নয়? এই প্রশ্নে পুর চেয়ারম্যান বলেছেন, 'নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নই নেই। প্রায়ই এই বিষাক্ত জঙ্গল সাফ করা হয়। বর্তমানে যেসব জায়গায় পার্থেনিয়ামের জঙ্গল রয়েছে তা চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এবিষয়ে মহকুমা শাসককে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

বাছাই পর্ব

শিলিগুড়ি, ১০ মে : সলিল চৌধুরী জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির তরফে রাজ্য স্তরের সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তার আগে রাজ্যজুড়ে বাছাই পর্ব চলছে। শনিবার শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

যেখানে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৭ থেকে ৯ ও ২৩ থেকে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ছেলেমেয়েরা অংশ নেয়। বয়স অনুযায়ী প্রতিযোগীদের পাঁচটি গ্রুপে ভাগ করে বাছাই করা হচ্ছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে প্রথম তিনজন শিলিগুড়ি মহকুমা স্তরে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। যেখানে হিন্দি, উর্দু গান, অর্কেস্ট্রা, একক নৃত্য, সমবেত নৃত্য, আবৃত্তি, আঁকা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হবে।

উদযাপন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ নাগ বলেন, 'শিলিগুড়িতে আঞ্চলিকভাবে বাছাই পর্ব হল। এবার তরাই স্কুলে আগামী ১২ থেকে ১৪ মে মহকুমা স্তরের প্রতিযোগিতা হবে। আঞ্চলিক স্তরে যাদের বাছা হয়েছে, তারা মহকুমা স্তরে অংশ নেবে। এদিন ৩২ জন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।' তাঁর সংযোজন, 'মহকুমা স্তরে যাদের বাছাই করা হবে তারা আগামী ২২ ও ২৩ মে কলকাতায় আয়োজিত চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।' এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন চঞ্চল চক্রবর্তী, সুব্রত দাস প্রমুখ।

সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের উদ্বোধনে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ ও অন্য সন্ন্যাসীবৃন্দ।

এআই-এর সাহায্যে হাঁটু প্রতিস্থাপন

শিলিগুড়ি, ১০ মে : এআই-এর সাহায্যে প্যারামাউন্ট হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড-এ সফল হাঁটুর প্রতিস্থাপন করা হল। তবে সম্পূর্ণ সার্জারি এআই করেনি। অপারেশনের আগের পরিকল্পনা, ইন্ট্রাঅপারেটিভ গাইডেন্স এবং পোস্ট অপারেটিভ পর্যায়ে কীভাবে রোগীর যত্ন নেওয়া যাবে, এমন বিষয়গুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে প্রযুক্তিটি। হাসপাতালের অর্থোপ্লাস্টি সার্জন ডাঃ সৌত্রিক মুখোপাধ্যায় ও তাঁর টিম মঙ্গলবার ৭০ বছরের এক প্রবীণের হিউম্যানয়েড রোবোটিক হাঁটু প্রতিস্থাপনে সাফল্য পান। শনিবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে এই হাসপাতালের সাফল্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়।

জবরদখল সরাতে রাস্তায় নামল ট্রাফিক পুলিশ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১০ মে : শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কে জবরদখল সরাতে শনিবার রাস্তায় নামল ইসলামপুর ট্রাফিক পুলিশ। ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি (ট্রাফিক) হরিপদ সরকারের নেতৃত্বে এদিন রাজ্য সড়কে জবরদখল করে থাকা ব্যবসায়ীদের সরে যেতে বলা হয়। ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস নিজেও এদিনকার অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। কিছু এলাকায় সড়কের ফুটপাথ দখল করে থাকা দোকান সরিয়েও দেওয়া হয়েছে। মাইকে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে সড়ক ও ফুটপাথ দ্রুত দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিএসপি হরিপদ জানিয়েছেন, এদিন তাঁরা জবরদখলকারীদের সতর্ক করেছেন। এই অভিযান টানা চলবে। পরবর্তীতে একই ঘটনা ঘটলে জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

ইসলামপুর পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতি জবরদখল উচ্ছেদ অভিযানে সাধারণ মানুষের স্বার্থে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে।

রাজ্য সড়কের দুই পাশে ব্যবসায়ীদের স্থায়ী দোকান গত প্রায় পাঁচ দশক ধরে রয়েছে। ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের চার লেন শহরকে বাইপাস করে চলে গিয়েছে। গত কয়েক মাসে রাজ্য সড়কের আধুনিকীকরণ হয়। সড়ক সম্প্রসারিত হয়েছে। পেভার্স ব্লক বসানো ফুটপাথও তৈরি হয়েছে। তারপরেও সড়ক, ফুটপাথ জবরদখল করে স্থায়ী ব্যবসায়ীদের বড় অংশ দোকানের বোর্ড, ব্যবসার সামগ্রী রেখে অবাধে ব্যবসা করে যাচ্ছিলেন। অস্থায়ী হকারদের একটি অংশের রাস্তা ও ফুটপাথ দখল করে চলা ব্যবসা পথ চলাকে আরও কঠিন করে তুলেছে। ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'সড়ক ও ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করার আমরা বিপক্ষে। এই মর্মে সংগঠনের সদস্যদের বারবার সতর্ক করা হয়েছে। পুলিশ এদিন যে পদক্ষেপ শুরু করেছে জনস্বার্থে আমরা পুলিশের পাশে আছি।'

শনিবার ট্রাফিক পুলিশ চৌরঙ্গি মোড় থেকে জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান ও তাদের সতর্ক করার কাজ শুরু করে। চৌরঙ্গি মোড় থেকে পুরোনো বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এদিন পুলিশকর্তারা সড়কের দুই পাশের জবরদখলকারীদের সতর্ক করেন। উল্লেখ্য, আধুনিক ফুটপাথ ও সড়ক সম্প্রসারিত হলেও যানজট শহরবাসীর জন্য বড় ভোগান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চের সভাপতি হিমাংশু সরকার বলেছেন, 'সড়ক সম্প্রসারণ ও ফুটপাথ আধুনিকীকরণের পরও আমজনতার ভোগান্তি মিটছিল না। পুলিশ এদিন যে অভিযান শুরু করেছে তা যেন নিয়মিত হয়। তবেই সমস্যার সমাধান হবে।' এদিনের অভিযানের ধারাবাহিকতা যাতে বজায় থাকে সেজন্য স্কুল শিক্ষিকা সুস্মিতা দত্তের মতো অনেকেই দাবি জানিয়েছেন।

রাজ্য সড়কে দখল সরাতে ইসলামপুরে পুলিশের সক্রিয়তা। শনিবার।

পথ চলা দায় সরোজিনীপল্লিতে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ মে : অন্ধকারের সুযোগে শিলিগুড়ির ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের সরোজিনীপল্লি হয়ে উঠেছে নেশাগ্রস্তদের আঁতুড়। জেলা পরিষদ রোডের সঙ্গে সরোজিনীপল্লির সংযোগকারী রাস্তায় থাকা পথবাতি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। ওই সুযোগে একদল তরুণ সন্ধ্যা হলেই এলাকার নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় নেশার আসর বসায় বলে অভিযোগ। তাদের মধ্যে অধিকাংশ বহিরাগত বলে স্থানীয়দের বক্তব্য।

এলাকার সুমন সরকারের কথায়, 'অনেক সময় দেখা যায় কিছু তরুণ মোটরবাইকের ওপরে বসে নেশা করছে। এতে এলাকার পরিবেশ খারাপ হয়। চলাচলের ক্ষেত্রেও সমস্যাতে পড়তে হচ্ছে।'

সরোজিনীপল্লির বিভিন্ন রাস্তায় সন্ধ্যার পর নেশাগ্রস্তদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা

পাড়ায় পাড়ায়

অন্ধকার রাস্তায় নেশার আসর

বলে জানা গিয়েছে, অনেকবারই পথবাতি ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু আলো যাতে এলাকার রাস্তায় না পড়ে, তার জন্য পথবাতি ভেঙে দেয় ওই তরুণরা। রূপা পাল বলছেন, 'একেই রাস্তা অন্ধকার, তার মধ্যে যদি নেশার আসর চলে, তবে চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। আমাদের ক্ষেত্রেও তেমন ঘটছে।'

মহিলাদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি পর্যন্ত করা হয় বলে অভিযোগ অনুপমা সাহার। তাঁর অভিজ্ঞতায়, 'এমন পরিস্থিতির জন্য টিউটরের কাছে মেয়েকে একা পাঠাতে পারছি না। যা পরিস্থিতি, তাতে রাতে রাস্তায় বের হওয়া মুশকিল।' পুলিশ-প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন সাগর মিত্র, আকাশ দাস।

কাউন্সিলার শোভা সুব্বা বলেন, 'বারবার আমরা ওই এলাকায় পথবাতি লাগাচ্ছি। কিন্তু কিছু ছেলে তা ভেঙে দিচ্ছে। অভিযুক্তদের হাতেনাতে ধরার জন্য স্থানীয়দের বলেছি। আমি পুলিশে তুলে দেব।'

সেবক-রংপো প্রকল্প এখনও বাকি

মেল্লি-ডেন্টাম রেলপথের পরিকল্পনা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ মে : সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। এরই মধ্যে সিকিমে নতুন রেলপথের জন্য ফিতে পড়তে চলেছে। সিকিমের মেল্লি থেকে ডেন্টাম পর্যন্ত নতুন রেলপথ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে অশ্বিনী বৈষ্ণবের মন্ত্রক। শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়, প্রকল্পটির বাস্তবায়নে 'ফাইনাল লোকেশন সার্ভে'র জন্য প্রাথমিকভাবে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন প্রকল্পটি সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের সম্প্রসারণ হলেও, এর ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ সিকিমের পর্যটন প্রসারের পাশাপাশি সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে করছেন রেলকর্তারা। রেলের এমন সিদ্ধান্তে খুশির হাওয়া সিকিম পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও।

সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পটিকে গ্যাংটক পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নিয়েছে রেল। ইতিমধ্যে সিংতাম-রানিপুলে জমি জরিপের পাশাপাশি রংপো-গ্যাংটক প্রকল্পের ফাইনাল লোকেশন সার্ভের কাজ শেষ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে এই পথে কাজ তেমন এগোয়নি। এমনকি, প্রায় ৪৫ কিলোমিটার লম্বা সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ শেষ করার সময়সীমা ক্রমশই পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একাধিকবার সময়সীমা পিছিয়ে চলতি বছর ডিসেম্বরে প্রকল্পটির কাজ শেষ করার নির্দেশ রেলের তরফে দেওয়া হয়েছিল প্রকল্পটির নির্মাণকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডকে (ইরকন)। কিন্তু শনিবারই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ '২৭-এ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। '২৩-এর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ও কিছু এলাকার বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়া, প্রতি বর্ষায় ধস এবং দিনের পর দিন জাতীয় সড়ক বন্ধের জেরে প্রকল্পটির কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যায়নি বলে বক্তব্য ইরকনের। প্রথমে সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত ট্রেন না চালিয়ে প্রথম পর্যায়ে সেবক ও তিস্তাবাজারের মধ্যে যাতে ট্রেন চালানো যায়, সেই পরিকল্পনাও নিয়ে পরিকাঠামো তৈরির কাজ শেষ করার ক্ষেত্রেও নজর দিয়েছে ইরকন।

এরই মধ্যে সিকিমের জোরথাং, লেগশিপ হয়ে মেল্লি থেকে নেপাল সীমান্ত চিওয়াভাঞ্জিয়াং লাগোয়া ডেন্টাম পর্যন্ত নতুন রেলরুটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলমন্ত্রক। প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের নতুন প্রকল্পটির ফাইনাল লোকেশন সার্ভের জন্য ২.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রেল। এই কাজ শেষ হলেই ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু হবে। সেবক ও রংপোর মধ্যে ট্রেনের চাকা গড়ানোর আগেই নতুন প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে আশা রেলকর্তাদের। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'ফাইনাল লোকেশন সার্ভে শেষ হওয়ার পর প্রকল্পটির কাজ শুরু হতে বেশি সময় লাগবে না। প্রকল্পটির মধ্যে দিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থায় গতি আসবে এবং উন্নয়ন ঘটবে পর্যটনের।' রেল সূত্রে খবর, প্রকল্পটির জন্য রেলমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছেন সিকিমের লোকসভার সাংসদ ডঃ ইন্দ্র হাং সুব্বা।

নয়া উদ্যোগ

- জোরথাং, লেগশিপ হয়ে মেল্লি থেকে নেপাল সীমান্ত চিওয়াভাঞ্জিয়াং লাগোয়া ডেন্টাম পর্যন্ত নতুন রেল রুটের সিদ্ধান্ত
- নতুন প্রকল্পটির ফাইনাল লোকেশন সার্ভের জন্য ২.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রেল
- কাজ শেষ হলেই ডিপিআর তৈরি শুরু হবে
- সেবক ও রংপোর মধ্যে ট্রেনের চাকা গড়ানোর আগেই নতুন প্রকল্পটির কাজ শুরু হবে বলে আশা

অপহরণের গল্প ফেঁদে টাকা আদায়ের চেষ্টা

ধূপগুড়ি, ১০ মে : সিনেমার কায়দায় নিজের অপহরণের ছক কষে বাবার থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করল এক নাবালক। কিন্তু পুলিশের সক্রিয়তায় অবশেষে কাঁচা মাথার বুদ্ধি ভেস্তে গেল। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে ওই নাবালক শিলিগুড়ি যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েই অপহরণের ফন্দি আঁটে। প্রায় দুই-আড়াই ঘণ্টা পর বাবাকে ফোন করে ছেলের অপহরণের কথা বলা হয়। বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে ছেলেটি কান্নাকাটি করে। প্রথম অবস্থায় ৬০ হাজার টাকা দাবি করে নিজের মোবাইল ফোনে টাকা পাঠাতে বলে। কিছু বুঝতে না পেরে ওই কিশোরের বাবা তার ভাইকে ফোন করে গোটা ঘটনাটি জানান। ভাইকে বিষয়টি জানানোর পাশাপাশি ছেলের নম্বরে ফোন করে জানান, এত টাকা নেই। তখন ফোনের ওপার থেকে ৫০ হাজার টাকা পাঠানোর কথা বলা হয়। ওই কিশোর জানায় অন্যথায় তাকে মেরে ফেলা হবে। শিলিগুড়িতে কোনও এক টোটোচালক রেলগেটে পার করে জঙ্গলে আটকে রেখেছে বলেও জানায়। এদিকে, ছেলেটির কাকা তড়িঘড়ি ডাউকিমারি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি রমেন লস্করকে পুরো ঘটনা ফোনে জানান। খবর পাওয়ামাত্রই পুলিশ ওই অপহৃত কিশোরের মোবাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমে দেন। মাঝে আবার ওসি কিশোরকে ফোন করে হোয়াটসঅ্যাপে লাইভ লোকেশন চেয়ে পাঠান। কিন্তু কিশোর দিতে অস্বীকার করে। বাধ্য হয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল ছেড়ে একটু আড়াল হয় এবং কিশোরের কাকাকে ঘটনাস্থলে ঢুকে ভাইপোকে চেনার জন্য পাঠানো হয়। খোঁজাখুঁজির পর কিশোরকে পাওয়া যায়। পরে অবশ্য ডাউকিমারি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি কিশোরকে থানায় এনে কাউন্সেলিং করিয়েছে।

দাবি ইশকের

প্রথম পাতার পর

অসামরিক বিমান চলাচলের জন্য খুলে দিয়েছে পাকিস্তান। যদিও সংঘর্ষ বিরতির পরেও জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুর, রাজৌরি ও আরএসপুরায় মর্টার হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। শ্রীনগরের আশপাশে একাধিক বড় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। সন্ধ্যার পর থেকে শহর ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর আর একটিও জঙ্গি হামলাকে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর বলে গণ্য করার কথা ভারত ঘোষণার পর সংঘর্ষ বিরতি হলেও সীমান্তে নতুন করে গোলাগুলিতে এই বিরতি কতদিন স্থায়ী হয়, সেদিকেই চোখ এখন সব মহলের।

মানিকচক থানায় আগুন

খোঁজখবর শুরু পুলিশের, কারণ নিয়ে রহস্য

মানিকচক, ১০ মে : থানায় আগুন। শনিবার সন্ধ্যার পর দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায় মানিকচক থানায়। বেশ কিছু ঘরে আগুন লেগে যায়। মূলত থানার মালখানা থেকে আগুন ছড়ায় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। তাঁরা একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। তারপর প্রথমে মালখানা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। এরপর আগুন ছড়ায়। বেশ কয়েকবার বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান এলাকাবাসী।

স্থানীয়রাই প্রথম আগুন নেভাতে ছুটে যান থানা চত্বরে। কিন্তু পরপর বিস্ফোরণ হতে থাকায় কাছে যেতে ভয় পান তাঁরা। পরে দমকলবাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আর্থমুভার এনে মালখানার দেওয়াল ভেঙে দেওয়া হয় যাতে আগুন আর ছড়াতে না পারে। তবে কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড, শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। থানা ও মালদা জেলা পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে বারবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা যায়নি। তাঁরা কেউ মোবাইল কলে সাড়া দেননি।

তবে কলকাতায় রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর থেকে এই ঘটনার খোঁজখবর শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মানিকচক থানার মালখানায় বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া বোমা বা অতি দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল। যে কারণে বেশ কয়েকবার বিস্ফোরণ ঘটেছে। কিন্তু ঠিক কী ধরনের দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল বা কোনও বোমা ছিল কি না, তা নিয়ে পুলিশের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মালখানায় ধোঁয়া বেরোনোর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিস্ফোরণগুলি ঘটতে থাকে। তারপর আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয়রা। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও জানা যায়নি। বিস্ফোরণের ঘটনাটি হঠাৎ আগুন লেগে যাওয়ার কারণে হয়েছে না নাশকতা ঘটেছে, তা স্পষ্ট নয়। জনবহুল এলাকায় মানিকচক থানায় এরকম ঘটনায় স্বভাবতই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশ মুখে কুলুপ দেওয়ায় নানারকম গুজব ও জল্পনা ছড়াচ্ছে।

শনিবার রাতে তখন আগুনে জ্বলছে মানিকচক থানা। -সংবাদচিত্র

দেহ উদ্ধার

মালবাজার, ১০ মে : কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওড়া স্টেশনের পাশে মধ্যবয়স্কা এক মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের পর খুনের মামলা রুজু করলেন তাঁর ছেলে। পুরোনো শত্রুতার জেরে গোলাপি রায় নামে ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শুক্রবার রাত ৮টার সময়ে কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওড়া স্টেশনের পার্শ্ববর্তী ঝোপ থেকে ৫০ বছর বয়সি ওই মহিলার দেহ উদ্ধার করে মাল থানার পুলিশ। পরে তাঁর দেহ মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে দেহ রাখা হয়। শুক্রবার রাত ১২টার সময় তাঁর ছেলে বিশাল রায় খুনের মামলা রুজু করেন। ময়নাতদন্তের জন্য শনিবার জলপাইগুড়িতে মৃতদেহ পাঠানো হয়।

এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, এক ব্যক্তির সঙ্গে ওই মহিলার পরিবারের ব্যক্তিগত রেষারেষি ছিল। তাঁদের মধ্যে মাসকয়েক ধরে ঝামেলা চলছিল। পরবর্তীতে বিষয়টি থানা, সালিশি সভা পর্যন্ত গড়ায়। পুরোনো সেই শত্রুতার বশেই নেওড়া অঞ্চলে ওই মহিলার খুন হতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় শনিবার রাতে এক ব্যক্তিকে আটক করে মাল থানার পুলিশ। মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক বলেন, 'একজনকে আটক করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনা পুরোনো শত্রুতার জেরে ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

জরুরি বৈঠক

কিশনগঞ্জ, ১০ মে : সীমান্তে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ চলছে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার কিশনগঞ্জ, আরারিয়া, পূর্ণিয়া ও কাটিহারের জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে একটি জরুরি বৈঠক করেন। পূর্ণিয়া সার্কিট হাউসে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, মন্ত্রী বিজয় চৌধুরী প্রমুখ। কিশনগঞ্জের পুলিশ সুপার সাগর কুমারের নির্দেশে পাঠামারি ও কোরোবাড়ি থানার পুলিশ ভারত-নেপাল সীমান্তে টহল দেওয়া শুরু করেছে।

হাতির হানা

বানারহাট, ১০ মে : গোরু খুঁজতে গিয়ে হাতির হামলায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকাল ৭টা নাগাদ বানারহাট ব্লকের বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনির ভেতর বানারহাট ব্লকের কারবালা চা বাগান সংলগ্ন এলাকায়। মৃতের নাম ধনবাহাদুর ছেত্রী (৮০)। বাড়ি কারবালা চা বাগানে। জানা গিয়েছে সকালে সেনা আধিকারিকরা ছাউনির ভেতর থাকা রেতির জঙ্গল এলাকায় এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন, এবং ব্লকের ওই এলাকায় একদল হাতিও অবস্থান করছিল।

এই লড়াইয়ে নেই সন্তান, বিষণ্ণ দুই মা

সমীর দাস

কালচিনি, ১০ মে : মায়েরা বুঝি এমনই হয়। ছেলে চলে গিয়েছেন বহুদিন হল। তবু একটি ঘরের আলমারিতে ছেলের উর্দি, ব্যবহৃত পোশাক পাটপাট করে সাজানো। এমনকী ছেলের জুতোগুলিও পরিষ্কার করে রাখা। রবিবার মাতৃ দিবস। তাঁর আগে শনিবার কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানে ভারতীয় সেনার শহিদ জওয়ান রাজীব থাপার বাড়িতে গিয়ে এমনই দৃশ্য দেখা গেল। ছয় বছর আগে তিনি শহিদ হন। মা রিনা থাপা ছেলের ঘরেই তাঁর ছবি টেবিলে সাজিয়ে রেখেছেন। প্রায় একই দৃশ্য ভাটপাড়া চা বাগানের লামালাইনের একটি বাড়িতেও। প্রায় ১৮ বছর আগে ওই বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক সুখমায়া লামার ছেলে ভারতীয় সেনা জওয়ান অজয় লামা শহিদ হয়েছিলেন। এখনও বৃদ্ধা প্রতিদিন ছেলের ছবির সামনে চোখের জল ফেলেন। কালচিনির গর্ব ওই দুই শহিদই চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের সন্তান। দুজনেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোর্খা রেজিমেন্টের নায়েক পদে থেকে দেশের সেবা করেছেন। দুজনেই কাশ্মীরে কর্মরত ছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয়েছে। তবে একসময় পাকিস্তানের সেনার গুলিতে অকালে দু'টি প্রাণ ঝড়ে পড়েছিল। তাই যুদ্ধের আবহে দুই মা বারবার টিভিতে খবর শুনছেন আর মনে করছেন ছেলেদের কথা।

ছেলে রাজীব শহিদ হওয়ার সময় রিনা বলেছিলেন 'আমার ছেলে আমার একার নয়, সে এখন দেশের সব মায়ের সন্তান।' এতদিন পরেও তাঁর মত বদলায়নি। আরেক শহিদ অজয়ের মা সুখমায়ার কথায়, 'এখন যাঁরা সীমান্তকে রক্ষা করছেন তাঁরা প্রত্যেকেই আমার সন্তান।' রাজীব ২০১৯ সালের ২৩ অগাস্ট ভোরে কাশ্মীরের নৌসেরা সেক্টরে কর্তব্যরত অবস্থায় পাকিস্তানি সেনার গুলিতে শহিদ হন। তাঁর পরিবার কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগানের পারিলাইনের বাসিন্দা। অজয় কাশ্মীরের কার্গিল সেক্টরে কর্মরত ছিলেন। ২০০৭ সালের ২৫ নভেম্বর তিনি শহিদ হন। ভাটপাড়া চা বাগানের লামালাইনের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। অন্যদিকে, রাজীবের বাবা কুমার লামা মেচপাড়া চা বাগানের সাবস্টাফ ও মা রিনা বাগানের শ্রমিক ছিলেন। দুজনেই বেশ কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। তাঁরা এখন রাজীবের স্ত্রী খুশবু থাপা মঙ্গর ও ছয় বছরের মেয়ে কাব্যার দেখা শোনা করেন। রিনা আরও বলেন, 'ঘটনার প্রায় ছয় মাস আগে ছেলে বাড়িতে ছুটি নিয়ে এসেছিল। পরেরবার আসে কফিনবন্দি হয়ে।' শহিদ হওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় শেষবারের মতো রাজীব বাবা -মা ও স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছিলেন। সেসব মনে পড়তেই এখনও রিনার চোখে জল। তাঁর কথায়, 'নাতনি কাব্যাকে বড় করে তোলাই এখন আমাদের কর্তব্য। তবে এভাবে যেন আর কোনও মায়ের কোল খালি না হয়।' অন্যদিকে অজয়ের মা সুখমায়া বলেন, 'দেশসেবায় আমার গোটা পরিবার যদি সেনাবাহিনীতে যায় তাহলেও আমার কোনও আপসোস নেই। ইতিমধ্যেই অজয়ের মেয়ে অস্মীতা সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট পদে যোগ দিয়েছেন। তাঁর আরেক ছেলে সঞ্জয়ের ছেলে সরগমও সেনায় রয়েছেন। দুজনেই এখন কাশ্মীরে কর্তব্যরত। সুখমায়া জানালেন, তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আগে ফোনে কথা হয়েছে। এখন কড়া নিয়ম চলছে। তবে সব মায়ের সন্তান যেন সুস্থ থাকে।

আজ মাতৃ দিবস

শহিদ রাজীব থাপার পরিবার।

সজাগ।। ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে ডাল লেকের নিরাপত্তায় এক জওয়ান। শনিবার পিটিআই।

হুঁশিয়ারি ভারতের

প্রথম পাতার পর

উত্তেজনার লেশমাত্র ছিল না। পরে অবশ্য রাতে পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুর, রাজৌরি ও আরএস পুরায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বিনা প্ররোচনায় গোলাবর্ষণ করায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। ভারত অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পালটা জবাব দিয়েছে।

নয়াদিল্লির দাবি, পাকিস্তানই প্রথমে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল। ভারতের চাপের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে ইসলামাবাদ। ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আগে কেন্দ্রের তরফে যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলাকে যুদ্ধ হিসেবে বিবেচনায় চাপে পড়ে গিয়েছিল শাহবাজ শরিফের সরকার। এরপর সংঘর্ষ বিরতি চেয়ে ভারতের সঙ্গে কথা বলে পাকিস্তান। ভারতের শর্তেই সংঘর্ষ বিরতি করতে হবে বলে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে জানিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তাই সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্তকে ভারতের নৈতিক জয় হিসেবে দেখছে নয়াদিল্লি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও সংঘর্ষ বিরতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, গুলিগোলা চালানো এবং সামরিক পদক্ষেপ বন্ধে ভারত ও পাকিস্তান বোঝাপড়ায় এসেছে। তবে তিনি এও জানান, সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত বরাবর কঠোর এবং আপসহীন অবস্থান নিয়ে চলে। বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি জানান, শনিবার বিকাল ৩টে ৩৫ মিনিটে পাকিস্তানের ডিজিএমও (ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস) ভারতের ডিজিএমও-র কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন। বিকাল পাঁচটা থেকে ভারত ও পাকিস্তান সবরকমের সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১২ মে দুই দেশের ডিজিএমও বৈঠকে সংঘর্ষ বিরতির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হতে পারে। সামরিক অভিযানে বিরতি হলেও সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্তে তার প্রভাব পড়বে না বলে জানানো হয়েছে। সংঘর্ষ বিরতিকে স্বাগত জানালেও বিরোধী দলগুলি সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রকে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার আর্জি জানিয়েছে। যুদ্ধবিরতির জন্য পাকিস্তানকে আগাগোড়া ট্রাম্প প্রশাসন প্রথম থেকেই চাপ দিচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি চিনও ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বন্ধে আগাগোড়া বার্তা দিয়ে এসেছে।

যদিও শনিবার ট্রাম্প দাবি করেন, 'আমেরিকার মধ্যস্থতায় সারারাত ধরে আলোচনার পর আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, ভারত ও পাকিস্তান অবিলম্বে পূর্ণ সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয়েছে। বাস্তববোধ এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের জন্য উভয় দেশকে অভিনন্দন।' মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো বলেন, 'মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আমি গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে নরেন্দ্র মোদি ও শাহবাজ শরিফ, ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর সহ সমস্ত ভারতীয় ও পাকিস্তানি শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারই পরিণতিতে সংঘর্ষ বিরতি সম্ভব হয়েছে।'

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স অবশ্য আগে দুই দেশের মধ্যে আমেরিকা নাক গলাবে না বলে দাবি করেছিলেন। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী মহম্মদ ইশাক দারও পরে নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ ঐকমত্যের কথা মেনে নিয়েছেন। শনিবার সকাল পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত উত্তরোত্তর বাড়ছিল। সীমান্তে যুদ্ধপরিস্থিতি ঘোরালো হয়। ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি সকালে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'পাকিস্তান ক্রমাগত তার বাহিনীকে সীমান্তে এগিয়ে আনছে। এটা আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেয়।'

সেই বৈঠকে ছিলেন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি ও বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংও। পাকিস্তানের রফিকি, মুরিদ, চাকলালা, রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর, চুনিয়া, পসরুর এবং শিয়ালকোট বিমানঘাঁটিতে ভারত আঘাত হেনেছে বলে তাঁরা জানান। সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার পর পরের সাংবাদিক বৈঠকে কর্নেল কুরেশি বলেন, এস-৪০০ সুদর্শন চক্র ধ্বংস করা হয়েছে বলে পাকিস্তান মিথ্যা দাবি করেছে। পাকিস্তানি ভূখণ্ডের মসজিদে ভারতীয় বাহিনীর হামলার দাবিও খারিজ করে দেন তিনি। কুরেশি বলেন, 'ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সব ধর্মকে আমরা সম্মান করি।'

স্বস্তির শ্বাস

প্রথম পাতার পর

তবে এখনই অনেকে নতুন করে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন না বলে জানিয়েছেন শুভ্রদীপ ভট্টাচার্য নামে এক পর্যটন ব্যবসায়ী। দার্জিলিংয়ে তাঁর হোটেল রয়েছে। শুভ্রদীপের কথায়, 'অনেকেই ঘুরতে যাওয়ার জন্য আগে থেকে ছুটি নেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাতিল করার পর আবার নতুন করে সবকিছু করতে হবে। ট্রেন, বিমানের টিকিট পাওয়ার বিষয় রয়েছে। দেশের সর্বত্র একই পরিস্থিতি রয়েছে। আগামী কয়েকদিনে কী হয়, তার ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।'

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের সময়সূচি পরিবর্তন

কোচবিহার, ১০ মে : উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের সময়সূচি পরিবর্তন হল। তবে এই সময়সূচির পরিবর্তন শুধুমাত্র কোচবিহার জেলার তিনটি স্টেশনের ক্ষেত্রে। স্টেশনগুলি হল নিউ কোচবিহার, দিনহাটা ও বামনহাট স্টেশন। তিনটি স্টেশন বাদে রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত স্টেশনে অবশ্য ট্রেনটির সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে। রবিবার থেকে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস নতুন এই সময়সূচি মেনে চলবে বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'শিয়ালদা-বামনহাট-শিয়ালদা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের সম্পূর্ণ রুটে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন করা হয়েছে। যার ফলে কোচবিহার জেলার নিউ কোচবিহার, দিনহাটা ও বামনহাট স্টেশনে ট্রেনের এই সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে।'

ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে বামনহাটের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত রাত ৭টা ৪০ মিনিটেই রওনা হবে। পরের দিন সোমবার নিউ কোচবিহারে এসে পৌঁছাবে সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে। সকাল ৯-৪২ মিনিটে রওনা হয়ে বামনহাট পৌঁছাবে সকাল ১১টা ৫ মিনিটে।

অপরদিকে ট্রেনটি বামনহাট থেকে শিয়ালদার উদ্দেশ্যে রওনা হবে দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে। দিনহাটায় পৌঁছাবে দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে। সেখানে ৫ মিনিট বিরতি দিয়ে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে দিনহাটা থেকে রওনা হয়ে বিকাল ৩টায় এসে পৌঁছাবে নিউ কোচবিহার স্টেশনে। নিউকোচবিহারে ৫ মিনিট বিরতি দিয়ে ৩টা ৫ মিনিটে শিয়ালদার উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

জাল সার্টিফিকেটে উদ্বেগ

মালবাজার, ১০ মে : প্রতিরক্ষামন্ত্রকের কাছে ক্রমশ মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাল মহকুমা। জাল সার্টিফিকেটের আঁতুড় হয়ে উঠেছে এই এলাকা। সেবক থেকে হাসিমারা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় সেনাছাউনি থাকায় স্থানীয় তরুণদের একাংশ সেনাবাহিনীতে কুলির কাজ করছেন। সেনা গোয়েন্দাদের একটি দল গোপনে তাই মালের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজখবর নিচ্ছে। সেনার পোর্টার পদে কর্মরত ওই তরুণদের নথিপত্র সঠিক কি না, তা নিয়ে গোপনে খোঁজ নিচ্ছে তারা।

আশঙ্কা, নেপাল সীমান্ত এখনও উন্মুক্ত থাকায় সেখান দিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে ওই এলাকায় ঘাঁটি গাড়তে পারে। তারপর সেখান থেকে নাগরিকত্বের ভুয়ো প্রমাণপত্র বের করে নিতে পারে। এমন আশঙ্কাও করছে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা শাখা। এদিন থেকে নেপাল সীমান্তে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি করিডর অথবা চিকেন নেক বরাবরই অতি স্পর্শকাতর এলাকা। শিলিগুড়ি থেকে ডুয়ার্সের দিকে গেলে নজরে পড়ে সেনাবাহিনীর প্রচুর ক্যাম্প। তিস্তা ফায়ারিং রেঞ্জে প্রায়ই মহড়া চলে সেনার। সবদিক থেকে হাই ভোল্টেজ এলাকা ডুয়ার্স। সেই ডুয়ার্সেই এখন মাথাচাড়া দিচ্ছে জাল শংসাপত্রের কারবার। কখনও পুরসভার কর্মী, কখনও থানার সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে উঠছে সেই জালিয়াতির অভিযোগ। মোটা অঙ্কের বিনিময়ে জনাকয়েক সরকারি কর্মী এবং জনপ্রতিনিধিরা এই রাজ্যে আশ্রয় দিচ্ছেন অনুপ্রবেশকারীদের। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বাংলাদেশের, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের নাগরিকও রয়েছে।

এই জাল শংসাপত্র ব্যবহার করে ইতিমধ্যে অনেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কুলি হয়ে ঢুকেছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও সেটা অস্থায়ী কাজ। তবে এমন জাল শংসাপত্র ব্যবহার করে কেউ সেনাবাহিনীর অন্দরে ঢুকলে, বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে সেনাকে। ইতিমধ্যে এ নিয়ে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা শাখা তদন্ত করছে। যদিও রাজ্য পুলিশের তরফে সহযোগিতা করা হয় না বলে অভিযোগ সেনার।

সীমান্তে যুদ্ধ, খেলনা বন্দুক-জিপে নজর শিশুদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ মে : প্লাস্টিকের বন্দুকটার দিকে একনজরে তাকিয়ে ছিলেন সন্দীপ। কিছু পরেই খেলনা কামান আর সেনার খেলনা গাড়িটাও হাতে তুলে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন।

আট বছরের ছেলের শখ মেটাতে শনিবার সকাল সকাল হংকং মার্কেটে ছুটে আসেন চম্পাসারির বাসিন্দা সন্দীপ সুব্বা। হংকং মার্কেটের একটি খেলনার দোকানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'টিভি, মোবাইলে আমার ছেলে শুধু ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের খবর দেখছে। সব জায়গাতেই অপারেশন সিঁদুরের কথা শুনে আমাকে দু'দিন ধরে খেলনা বন্দুক, জিপ, কামান নিয়ে আসতে বলছে। বাধ্য হয়ে আজ বাজারে এসেছি।'

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতির প্রভাব যে শিশুমনেও পড়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন গরমের ছুটির কারণে অনেক স্কুলই বন্ধ। ফলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনেক ছেলেমেয়েই ঘরে বসে টিভির পর্দায় যুদ্ধের খবর থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

.অনেকে আবার মোবাইল ফোনেই যুদ্ধের খবর দেখছে। বাবা-মায়ের সঙ্গে বসে রাত জেগে ভারত-পাক সংঘর্ষের খবর শুনছে স্কুল পড়ুয়ারা। আর এর প্রভাব সরাসরি পড়ুয়াদের মনে পড়ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ উত্তম মজুমদারের কথায়, 'কিছু বাচ্চা যুদ্ধের খবর দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। আর একটু বড় বাচ্চারা গোলাগুলির ঘটনায় আনন্দিত হচ্ছে। আবার যুদ্ধ লাগলে কী হবে, তা ভেবে বাচ্চাদের অনেকে অজানা আশঙ্কার দেশে পৌঁছে যাচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'কোভিডের সময় বাচ্চাদের নিয়ে এক ধরনের সমস্যা হয়েছিল। এখন অন্য ধরনের সমস্যা হচ্ছে। অভিভাবকদের তারা প্রশ্ন করছে, আমাদের তো বাংকার নেই। যুদ্ধ হলে কোথায় লুকোব? বাড়িতে বোমা পড়লে মরে যাব। এমন সব কথা বলছে। লোডশেডিং হলে ভাবছে ব্ল্যাক আউট হচ্ছে। তখন বাবা-মাকে বাচ্চারা ডেকে নিচ্ছে। এমন কেস আমার কাছে এসেছে।'

শিলিগুড়ি হংকং মার্কেটে খেলার সামগ্রী নিয়ে দোকানদার।

তবে ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষের মাঝে বাচ্চাদের একটি অংশ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মেতে উঠছে। বিধান মার্কেটের খেলনার দোকানদার প্রসেনজিৎ চৌধুরীর কথায়, 'খেলনা বন্দুক, জিপ, সৈন্য এসব বিক্রি করেছি।

তবে এখন চিনের তৈরি খেলনার বদলে দেশে তৈরি খেলনাই আমরা বেশি বিক্রি করছি।'

রণজিৎ কর্মকার নামে এক দোকানদার বলেন, 'অভিভাবদের সঙ্গে আসা বাচ্চারা নানারকম বন্দুক কেনার বায়না করছে। পাশাপাশি যুদ্ধের হেলিকপ্টার, প্লেন কেনার ঝোঁক রয়েছে। সবসময় খবর দেখার এটা প্রভাব। আমরাও সেইসব বিক্রি করছি।'

সংঘর্ষ বিরতি হলেও ভারত-পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার শেষ নেই।

আর এমনটা যে আরও কিছুদিন চলবে তা মনে করছেন মনোবিদরা। বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের টিআইসি রুদ্র সান্যাল বলেন, 'যেভাবে যুদ্ধ নিয়ে নিউজ চ্যানেলে চব্বিশ ঘণ্টা খবর হচ্ছে, তাতে ছোটদের ওপর মানসিক প্রভাব পড়ছে। ছোটদের অনেকে এই যুদ্ধকে ভিডিও গেমের মতো মনে করছে। যা মানসিক ভীতি তৈরি করতে পারে।'

১৬ ছোটগল্প শুভ্রদীপ চৌধুরী

১৭ জীবনের শেষ লেখা পীযূষ ভট্টাচার্য
আয় মন বেড়াতে যাবি দেবদূত ঘোষঠাকুর
ছোটগল্প কৌশিক জোয়ারদার

১৮ ধারাবাহিক পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা
সোমা দে, অমিত রায়, দীপান্বিতা রায় সরকার, রুমি নাহা মজুমদার, অমিতাভ সরকার, দেবার্ঘ্য সাহা ও তাপসী লাহা

যুদ্ধ যুদ্ধ হাওয়া শেষ হয়ে গেল হঠাৎই। তবু যুদ্ধ কি আর শেষ হয়? রংদার রোববারের প্রচ্ছদে যুদ্ধ ধরা হচ্ছে অন্যভাবে। শৈশব থেকে বার্ধক্য, সবসময় নতুন নতুন যুদ্ধের সামনে পড়ে মানুষ। এমনই জীবনযুদ্ধের চার সময়ের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হল প্রচ্ছদে।

জীবনযুদ্ধ

সরকারি চাকরি মানেই শান্তির জীবন নয়

মানসী কবিরাজ

অ্যালবামের পাতা ওলটালেই দেখা যাবে আমাদের প্রায় সবারই ঝোলাতে স্কুলের বাংলা পরীক্ষায় ‘তোমার জীবনের লক্ষ্য’ কিংবা ইংরেজি পরীক্ষায় ‘Aim of your life’ বিষয়ে রচনার সামনাসামনি হবার অভিজ্ঞতা আছে এবং বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে পাতার পর পাতা ভরিয়ে হয় মুখস্থ, নয় আপনমনের মাধুরী (মাধুরী দীক্ষিত নয়) মিশিয়ে আদর্শ জীবিকার কথা লিখে আসা সেসব অভিজ্ঞতাও আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন পড়াশোনার চৌকাঠ পেরিয়ে কাজের জগতে মানে ওই যে জীবনের লক্ষ্যের ঘরে পা রাখার সময় এল বা আসে তখন? তখন টের পাওয়া যায় পরীক্ষায় লেখা রচনা আর বাস্তব মোটেই হরিহর আত্মা জাতীয় কিছু নয়। আর সেখান থেকেই শুরু হয় সত্যিকারের যুদ্ধ।

যদিও যুদ্ধ কথাটার মধ্যে বেশ একটা টানটান উত্তেজনাপ্রবণ ব্যাপার আছে। বেশ সাজোসাজো রব আছে। জয়ের পিপাসা আছে। আছে মক ড্রিলিং জাতীয় শিহরণ এবং সেই যুদ্ধ যতক্ষণ টিভির পর্দায় বা স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে ততক্ষণ বেশ রিলস বা মিম বানানো আছে। কিন্তু যুদ্ধটা যখন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যে কোনও পেশার জগতে ঢোকা এবং টিকে থাকা তখন বোঝা যায় ‘life is not a bed of roses’ কাকে বল! এর আগেও অবশ্য যুদ্ধ থাকে। কারণ জীবন মানেই যুদ্ধ। তবে সেইসব যুদ্ধে পার্থসারথির মতো কারও না কারও ছাতা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু পেশার বিশেষত চাকরির রণক্ষেত্রে? পুরো কিশোরকুমারের গলায় - কেউ কারও কেউ নইকো আমি কেউ আমার নয় ...

আর আপনার চাকরির ক্ষেত্র যদি বেসরকারি হয় তাহলে তো কুরুক্ষেত্রও ফেল। সেখানে যুদ্ধের না আছে প্রস্তুতি পর্ব না আছে ১৮ দিনের সময়সীমা। সেখানে প্রতিদিনই স্নায়ুযুদ্ধ। হয়তো আপনার অজান্তেই কেউ বসের কান ভারী করে আপনাকে গাড্ডায় ফেলার ব্যবস্থা করবে!

ধরে নেওয়া যাক লিখিত এবং মৌখিক মানে ইন্টারভিউয়ের সিঁড়ি ভেঙে আপনি একটা চাকরি পেয়ে গেলেন। তার মানেই জীবনভর শান্তির পতাকা উড়বে! সে গুড়ে বালি। যদি সরকারি চাকুরে হন, তাহলে অবধারিতভাবে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে কানাঘুষো চলবে- কোন চ্যানেলে কত দিয়ে ঢুকেছে কে জানে! কেউ বিশ্বাসই করবে না যে আপনি নিজের বুদ্ধির ঘামেই ওএমআর শিটের গোল্লা ভরিয়েছেন। এছাড়াও সরকারি চাকরিরে ভাই! আসে যায় মাইনে পায়, কাজ করলে উপরি পায় জাতীয় মিসাইল। আপনি যদি আধিকারিক হন তাহলে কারণে অকারণে ঘেরাও, কর্তৃপক্ষের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, ইউনিয়নের দাদাগিরি ইত্যাদি সহ্য করেও মাথা ঠান্ডা রাখার যুদ্ধটা চালাতে হবে। উত্তেজিত হয়েছেন কী জেনে রাখবেন অভিমন্যুর মতো আপনিও বেরোনোর কৌশল না জেনেই চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েছেন। এর পরে আছে আরটিআই বোমা। কে কবে কোন ধামা যা এতদিন চাপা ছিল উলটে দেখে নিতে চাইবে চালে কতটা কাঁকর মেশানো আছে! অমনি কাঁকর-চালুনি হাপিস। অতএব চালের বস্তাই বাতিল।

আর আপনার চাকরির ক্ষেত্র যদি বেসরকারি হয় তাহলে তো কুরুক্ষেত্রও ফেল। সেখানে যুদ্ধের না আছে প্রস্তুতি পর্ব না আছে ১৮ দিনের সময়সীমা। সেখানে প্রতিদিনই স্নায়ুযুদ্ধ। হয়তো আপনার অজান্তেই কেউ বসের কান ভারী করে আপনাকে গাড্ডায় ফেলার ব্যবস্থা করবে! কিংবা পাশের ডেস্কে বসা কলিগ যাকে বন্ধু ভাবতেন, দেখা গেল তার দাক্ষিণ্যেই আপনার হাতে হ্যারিকেন মানে পিংক স্লিপ!

এরপর ষোলোর পাতায়

প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞতায় জয় জীবনযুদ্ধে

স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়

শৈশব, কৈশোর, যৌবন আর প্রৌঢ়ত্ব। মানুষের জীবনের চারটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রথমটা সবচেয়ে মজার। শেষেরটা কষ্টের। অন্তত সবার সেটাই বিশ্বাস। কিন্তু আদৌ কি তাই? উঁহু। বরং উলটোটাই। প্রৌঢ়ত্বেই মানুষের সেরা বিকাশ। হাতের কাছে কতই না উদাহরণ। এই যেমন আমাদের মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের কথাই ধরা যাক না কেন! আর আন্তর্জাতিক পরিধির কথা ধরলে? কেএফসি’র কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্সের কথা তো আজকাল সবাই জানে। খুব খারাপ পরিস্থিতিতে পড়লেও প্রৌঢ়ত্বেই দুজনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। বুড়ো বয়সে কি আমার দ্বারা কোনও শক্ত কাজ হবে বলে অনেকেরই মনে নানা প্রশ্ন। নিজের মনের এই সংশয় মেটাতে অনেকে আজকাল চ্যাটজিপিটিকেও এই প্রশ্ন করে বসেন। সেখানে এআই এই কেএফসি-বুড়োর প্রসঙ্গ তুলেই তাঁকে ইতিবাচক ভাবনা ভাবতে শেখায়।

যে কোনও মেয়ের কাছে তার বাবা সুপারহিরো। আমারও। তিন বোনের মধ্যে আমি ছোট। প্রায় ৭৫ বছর আগে যখন আমার জন্ম সেই বাবা তখন প্রৌঢ়। বরাবরের শীর্ণকায়, কিন্তু দারুণ হ্যান্ডসাম। সংস্কৃতে স্কলার। বাংলাদেশে আমাদের খুব মজার সংসার। কিন্তু পাক সেনাদের অত্যাচারে একটা সময় সেই সুখের সংসারে অসুখের বাড়বাড়ন্ত। মেয়েদের নিরাপত্তা যেন ক্রমেই এক মহার্ঘ বস্তু হয়ে উঠছিল। বাধ্য হয়েই আমাদের শিলিগুড়িতে চলে আসতে হয়। বাবাকে এখানকার একটা স্কুলের কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য দেখেছি, আবার চূড়ান্ত অভাবও। তবুও বাবা হাল ছাড়তে রাজি ছিলেন না। ওই অবস্থাতেই আমাদের জন্য যতটা পেরেছেন দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে গিয়েছেন। যেমনটা লড়েছিলেন আমার ঠাকুমা। অসম্ভব সুন্দরী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায়ের মতো ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেননি। কতদিন আগের কথা। সেই সময়ই তিনি প্রাইভেট টিউটর হয়ে উঠেছিলেন। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে থেকে সেই সময়ই নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে ছাগল কিনে সেগুলির দুধে সংসার চালাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

আমার বান্ধবী অনীতা দাসের কথাই বা ভুলি কী করে। আমার মতো ওদেরও বাংলাদেশ থেকে এখানে আসা। আমার ক্ষেত্রে জীবন প্রথমদিকে অনেকটাই নির্দয় হলেও বিয়ের পর কিন্তু অনেকটাই সদয়। ওর ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। জীবনভর লড়াইটা ওকে চালিয়েই যেতে হয়েছে। পরে সন্ন্যাসিনী হয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া। উত্তরবঙ্গের সেই সাহিত্যিক মানুষটির কথাও বা ভুলে যাই কী করে! নামী শিক্ষাবিদ ছিলেন। সুখের সংসার। দুই ছেলে। কিন্তু প্রেমরোগে বড়টির মাথা খারাপ হল। একদিন বড়সড়ো দুর্ঘটনাও ঘটাল।

এরপর ষোলোর পাতায়

সোনার সংসার, যুদ্ধের সংসার

অরিন্দম ঘোষ

বাংলায় ‘সোনার-সংসার’ বলে একটা শব্দবন্ধ আছে। এই সোনার সংসার মানে কী? অনভিজ্ঞ লোকেরা বলবেন, যে সংসারে সবকিছুই পারফেক্ট থাকে, কোনও যুদ্ধ নেই, সেটাই সোনার সংসার। কিন্তু সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকেরা বলে থাকেন, যে সংসারে ঝগড়া নেই, অশান্তি নেই, যুদ্ধ নেই, সেটা আবার সংসার নাকি? সে তো একেবারে পানসে একটা ব্যাপার। নিত্য অশান্তি ঝগড়া আর যুদ্ধ হলে তবেই তা সত্যিকারের সোনার সংসার।

সংসারের যুদ্ধের দুটি মূল চরিত্র স্বামী-স্ত্রী। তবে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হতে কিছুটা সময় লাগে। বিয়ের প্রথম বছরে স্বামী বলেন, স্ত্রী শোনেন। বিয়ের দ্বিতীয় বছরে স্ত্রী বলেন, স্বামী শোনেন। বিয়ের তৃতীয় বছরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বলেন, প্রতিবেশীরা শোনেন। এইভাবে ধাপে ধাপে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়।

আমার পরিচিত এক দম্পতির কথা বলি। ওঁদের সংসারে রোজ ঝগড়া হয়। স্বামী সকালে অফিসে বেরিয়ে যান, অফিসে তাঁর বস অত্যন্ত কড়া, পান থেকে চুন খসলেই ঝাড় খেতে হয়। ফলে স্বামীর মেজাজ হয়ে যায় খিটখিটে। বসের ওপর তো আর রাগ ঝাড়া যায় না, ফলে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর ওপরেই অকারণ সেই রাগ গিয়ে পড়ে। অফিস থেকে ফিরলেই কিছু না কিছু নিয়ে ঝগড়া হবেই। ঝগড়ার কোনও স্পেসিফিক কারণ থাকে না, কিন্তু চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ হয়ে থাকেন রোজ।

একদিন কোনও কারণে অফিসে বস ঝাড় দেননি, অফিস থেকে বাড়ি ফিরেও স্বামীর মেজাজ বেশ ফুরফুরে। সেদিন বহুক্ষণ পরিবেশ শান্ত দেখে এক কৌতূহলী প্রতিবেশী দরজায় নক করে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, আপনার স্বামী কি আজ অফিস থেকে বাড়ি ফেরেননি?

সোনার সংসার অনেকটা এইরকম। ঝগড়া, অশান্তি, যুদ্ধ বেশি হওয়াও ভালো নয়, আবার একটু-আধটু ঝগড়া না হলেও কেমন কেমন লাগে। তবে এ সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই যে যুদ্ধ আছে, তা তো নয়, জ্ঞানীমাত্রই জানে, আরেকটি পপুলার ক্যাটিগোরি হল বৌমা আর শাশুড়ির যুদ্ধ। এক সদ্যবিবাহিত বধূকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল শাশুড়ি শব্দের অর্থ। বধূটির উত্তর ছিল, সুর করে শাসায় যে বুড়ি, সে-ই হল শাশুড়ি। কথাটি শাশুড়ির কানে যেতেই ব্যাস কথাবার্তা বন্ধ। তবে বধূটিকে পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না। শুনেছি শাশুড়িটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন? শাশুড়ির উত্তর ছিল, আগে করতাম না এখন করি, বিয়ের পর থেকেই আমার ছেলে সারাক্ষণ ভূতের মতো আমার বৌমার পিছনে ঘুরঘুর করে।

আসলে সাংসারিক যুদ্ধ অনেকটা সিনেমার মতো। মাঝে মাঝে যখন সংসারে তুমুল অশান্তি বাঁধে, প্রায় যুদ্ধের পরিস্থিতি হয় তখন অ্যাকশন সিনেমা, কখনও এত হাসাহাসি আনন্দ উপচে পড়ে তখন কমেডি, আর কখনও পরিস্থিতি থাকে এই অ্যাকশন আর কমেডির মাঝখানে, মানে কখন কী হয়ে যায় বলা যায় না, তখন সেটা থ্রিলার।

তাই বলা যায়, সংসারের যুদ্ধ এমন এক রঙ্গমঞ্চ, যেখানে হাসি-কান্না, প্রেম-অভিমান সবই একাকার। তবে সব যুদ্ধের যেমন প্রকারভেদ থাকে, সাংসারিক যুদ্ধেরও ভিন্নতা আছে। যেমন, টিভির রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে যুদ্ধ। এই যুদ্ধটা যেন অলিখিত সংবিধানের প্রথম ধারা। কার হাতে টিভির রিমোট থাকবে, তা নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় জল কম ঘোলা হয় না। স্বামী চান ক্রিকেট বা খবর, আর স্ত্রী হয়তো সিরিয়াল। কিছুতেই এই যুদ্ধের রফা হওয়া সম্ভব হয় না। শেষপর্যন্ত দেখা যায় হয়তো যুদ্ধবিরতি হয় কোনও কার্টুন চ্যানেলে।

সংসারের আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্র হল আলমারি। স্ত্রীর দাবি, তার শাড়ির সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য আরও জায়গা চাই। স্বামীর বক্তব্য, তার অতি প্রয়োজনীয় (আসলে বহু বছর ধরে পরা হয় না এমন) পোশাকগুলো রাখারও স্থান সংকুলান করতে হবে।

এরপর ষোলোর পাতায়

বারুদ নয়, শিউলির গন্ধ পাক কৈশোর

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

‘তোমাকে পেতেই হবে শতকরা অন্তত নব্বই (বা নব্বইয়ের বেশি)/তোমাকে হতেই হবে একদম প্রথম/তার বদলে মাত্র পঁচাশি!/পাঁচটা নম্বর কম কেন? কেন কম?’ জয় গোস্বামীর ‘টিউটোরিয়াল’ কবিতা। মনে পড়ে? অথচ কৈশোর, যা এক রংচঙে স্বপ্নের দিন, যখন দিনগুলো কত সহজেই রঙিন হয়, তার তো এরকম হওয়ার কথা ছিল না। সে তো এক অপার সম্ভাবনার নাম।

মানবজীবনের দুরন্ত, উচ্ছল আর প্রাণবন্ত এক সময়ের নাম কৈশোর। যে সময়ের ওপর ভর করেই ডালপালা গজায় জীবনের বাকি সময়। কৈশোর যদি রঙিন হয়, তা হলে রঙিন হয় বাকি সময়টুকুও। আর কৈশোর ফ্যাকাসে হলে বাকি সময়টুকু শুধু ফ্যাকাসেই হয় না, অন্ধকারেও ঢেকে যায়। যে অন্ধকার প্রশস্ত করে দেয় সর্বনাশের পথ। ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যুর পথও। এই যে ‘কৈশোর’ নামক সময় তথা ধাপটি এত গুরুত্বের দাবিদার; তা কি আমরা বুঝি? মানলাম আমরা বুঝি। আমরা বলতে, যারা আরও অনেক আগেই কৈশোর পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু তারা কি বোঝে, যাদের বন্ধুতা এখনও শেষ হয়নি কৈশোরের সঙ্গে? মানে যারা কিশোর? এই প্রশ্নের উত্তরে সন্দেহাতীতভাবেই উচ্চারণ করা যায় ‘না’ শব্দটি। কারণ যারা কিশোর, তারা আসলেই জানে না কৈশোরের কী গুরুত্ব, কী মাহাত্ম্য। জীবনের সবচেয়ে আনন্দপূর্ণ দিনগুলোর কথা মনে করলে শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলোর ছবিই ভেসে ওঠে। নির্ভাবনার ওই জীবন ফিরিয়ে দিলে গ্রহণ করতে একমুহূর্তও অপেক্ষা করব না। কিন্তু জীবন আনন্দময় এ কারণে যে না আমরা অতীতে ফিরতে পারি, না জানতে পারি ভবিষ্যৎ। বর্তমানই জীবনকে নির্মাণ করে, স্রোতের মতো বয়ে নিয়ে যায় গন্তব্যে। তাই তো স্মৃতি এত মূল্যবান, স্মৃতিচারণা বিশুদ্ধ আনন্দের।

সত্যজিৎ রায়ের ‘টু’ সিনেমায় গুলি লেগে মাটিতে পড়ে যাওয়া ঘুড়িটার মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে আর ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলেছে পৃথিবীর কত কৈশোর। একই আবহাওয়া, একই মাটি ধুলোর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের শিশু-কিশোরদের বেড়ে ওঠার মধ্যে রয়েছে বিরাট এক ফারাক।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সাময়িকী ল্যানসেট চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডলসেন্ট হেলথ-এ বছর সাতেক আগে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়েছে, কৈশোর এখন শুরু হয় ১০ বছর বয়সে। আর তা ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়। গবেষণায় বলা হয়েছে, যে বয়স থেকে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ পিটুইটারি ও গোনাডাল গ্রন্থিকে সক্রিয় করতে বিশেষ হরমোন নিঃসরণ শুরু করে, তখন থেকেই বয়ঃসন্ধির শুরু। সাধারণত ১৪ বছর বয়স থেকে এই হরমোন নিঃসরণ শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আর পুষ্টির কারণে বেশিরভাগ উন্নত দেশে তা শুরু হচ্ছে ১০ বছর বয়স থেকে। খেয়াল করে দেখবেন, এখানে বলা হচ্ছে উন্নত দেশের কথা। পৃথিবীর সব দেশের কথা কিন্তু নয়।

বড়দের এই পৃথিবীতে নানাভাবে বারবার বিদ্ধ হচ্ছে শৈশব, কৈশোর। কখনও বোমাকে বল ভেবে খেলতে গিয়ে আহত হতে হচ্ছে। আবার কখনও বেধড়ক মারে জখম কিশোরের দল। ৪ তারিখ একটি দৈনিক সংবাদপত্রের খবর, শুধুমাত্র খেলার বল প্রোমাটারের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ায় বড় মাশুল গুনতে হল কচিকাঁচাদের। মার খেল তারা বেধড়ক। সম্প্রতি লালগোলা থানার নসীপুর দিয়ার এলাকায় পরিত্যক্ত বাড়িতে রাখা ছিল বোমা। সেখানে খেলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছিল দুই ছাত্রছাত্রী। গত বছর পূর্ব মেদিনীপুরে খাদিকুলে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ কেড়ে নিয়েছিল বারোটা প্রাণ।

সত্যজিৎ রায়ের ‘টু’ সিনেমায় গুলি লেগে মাটিতে পড়ে যাওয়া ঘুড়িটার মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে আর ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলেছে পৃথিবীর কত কৈশোর। একই আবহাওয়া, একই মাটি ধুলোর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের শিশু-কিশোরদের বেড়ে ওঠার মধ্যে রয়েছে বিরাট এক ফারাক। ইজরায়েলে শৈশবের স্থায়ীত্বকাল যেখানে ১৮ বছর, সেখানে প্যালেস্তাইনের শৈশব শেষের সময়সীমা প্রথমে ছিল ১৬, তারপর কমে হয়েছে ১৪, গত দু’বছরে তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১২-তে। প্যালেস্তানীয় শিশুদের সন্ত্রাসী সন্দেহে গ্রেপ্তার, পেটানো, ভয় দেখানো, অকথ্য ভাষায় গালাগালি, বাজে ব্যবহারকে ইজরায়েলিরা রুটিনে পরিণত করেছে।

এরপর ষোলোর পাতায়

পিটানি

ছোটগল্প

শুভ্রদীপ চৌধুরী

বেঁচে থাকার জন্য সপ্তাহে তিনদিন মৃত্যুর কাছাকাছি যায় নকুল। ফিরে এসে প্রতিবার সে ভাবে আর যাবে না। তবু যেতে হয়। না যেতে চাইলে সংসার তাকে ঠেলে পাঠায়।

নকুল একলা মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দাদার সংসারে থাকে। তার দাদা সহদেবের সামনেই বৌদি ফুল্লরা দু'বেলা ভাত দেবার সময় তাকে 'পরগাছা' বলে ডাকে। আরও কত কী বলে! নকুল সেসব গায়ে মাখে না। ফিক করে মৃদু হাসে। এই হাসি দেখে একদিন ফুল্লরা বিরক্ত মুখে বলেছিল, "কথায় কথায় তোর মুখে এত হাসি কেন আসে রে? তোর মতো হাড়গিলে মানুষেরা হবে খিটমিটে মেজাজের, যারা কস্মিনকালে হাসবে না। কাতুকুতু দিলে মুখ হবে গম্ভীর। তা না হয়ে তোর চিমসে মুখে এত হাসি আসে কোথা থেকে?"

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নকুল আরও জোরে হেসেছিল। হাসিই যেন তার উত্তর।

মানইল গ্রামের ছোট, বড় সকলেই নকুলকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। হাঁটুর বয়সি বাচ্চারা তাকে দেখলেই 'তারছেঁড়া নকুল' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। নকুল সেসবে পাত্তা না দিয়ে কাজ না থাকলে আকাশ দ্যাখে, গাছে গাছে পাখি খোঁজে। কীটপতঙ্গের বাজনা শোনে। শীতের শেষ থেকে বর্ষার আগে সে সময় পেলেই জঙ্গলে গিয়ে ঝিঁঝি পোকার 'ঝিনঝিন'' শোনে। বর্ষা এলেই আরেক প্রকার ঝিঁঝি একটানা 'ঝিরঝির' গায়। এসব শোনার সময় তার নিজেকেও পোকা মনে হয়। সে যেন মাটির দেওয়ালের গায়ে থাকা শান্ত চিড়া-পোকা।

এছাড়াও একটা গাছে কত রকমের সবুজ রং থাকে তা মনে মনে গোনার চেষ্টা করে নকুল। আবার আত্রেয়ী নদীর কাছে গিয়ে ঢেউ দ্যাখে। সকাল, দুপুর, সন্ধে কেমন নদীর ঢেউ বদলে যায়! ঝাঁকে ঝাঁকে বনটিয়ে সন্ধে নামার আগে ফিরে এসে চক্কর কাটে নদীর বুকে।

এবার নকুলের কাজের প্রসঙ্গে আসা যাক। তার কাজের নাম 'পিটানি'। সে আবার কী কাজ! ভেবে অবাক হবার দরকার নেই। সহজ করে বলা যাক, আজকাল গ্রামে মাছের চাষ বাড়ছে। চাষের জমিতেই কাটা হচ্ছে নতুন নতুন পুকুর। সেইসব পুকুরে মাছ বড় হলেই চলে যায় শিলিগুড়ি।

পিকআপ ভ্যানের ডালা পলিথিনে মুড়ে তাতে জল ভরে জ্যান্ত মাছ নিয়ে যাওয়া হয়। সময় লাগে আট থেকে নয় ঘণ্টা । নকুলের গ্রাম থেকে শিলিগুড়ি প্রায় আড়াইশো কিমি দূরে। এই সময়টুকু নকুল পিকআপ ভ্যানের ডালার একপাশে বসে জলে হাত-পা নাড়ায়। ঢেউ তোলে। জলে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ে। বেশিক্ষণ মাছ বেঁচে থাকে। এভাবে মাছ বাঁচিয়ে রাখাটাই তার কাজ।

আট-নয় ঘণ্টার এই রাস্তায় কখনও চোখে ঘুম এলে নিশ্চিত গাড়ির ডালা থেকে ছিটকে যাবে রাস্তায়। গত মাসে একজন ডালখোলা পেরিয়ে পড়ে গেছে চলন্ত গাড়ি থেকে। বাঁচেনি। তাই কিছুতেই ঘুমকে আসতে দেওয়া যাবে না কাছেপিঠে! ঘুম এলে নিশ্চিত মৃত্যু। জেগে থাকতে তাই কাজ চালিয়ে পুকুরের মাছেদের জ্যান্ত নিয়ে যেতে হবে। মাছ বলতে বিরাট আকারের রুই, কাতলা! মরা মাছের তেমন বাজার নেই। জ্যান্ত মাছ দেখলে আড়ত মালিকের চোখ চকচক করে। মুহূর্তে পাঁচ থেকে ছয় কুইন্টালের পিকআপ ভ্যান ফাঁকা হয়ে যায়।

আজ যেমন ভোরের হাওয়া কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে। চোখ বন্ধ হতে চাইছে। নকুল ফ্যাকাশে হয়ে আসা তার ঠান্ডা হাত দিয়ে চোখ ঘষে। ঘুম দূরে যায়। আবার শীতের দিনে কুয়াশা এসে ঠিক এমন ছেঁকে ধরে। ঘুমিয়ে পড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। হাত দুয়েক দূরের কিছু দেখা যায় না। মনে হয় কুয়াশা নয় নরম বালিশ। চারদিকে কনকন বাতাস। তবু ঘুমকে জিততে দেয় না নকুল। আজ যেমন কাজের ফাঁকে মনের ভেতরে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে, 'পৃথিবীতে কত রকমের হাওয়া আছে?'

হাত-পা কয়েক সেকেন্ড থামালেই মাথা তোলে বড় মাছেরা। ড্রাইভারের পাশে বসা পুকুর মালিক সুখচাঁদের গলা কানে আসে, 'নকুল, ঘুমালি নাকি? সাড়াশব্দ নাই ক্যান!'

নকুল দ্বিগুণ শব্দে জলে ঢেউ তোলে।

সুখচাঁদের নিজস্ব পুকুর চারখানা, আরও ছয়খানা পুকুর সে লিজ নিয়েছে। মাছ চাষে বেশ নাম করেছে। নকুল বেশ কিছুদিন থেকে তক্কে তক্কে আছে, তাদের বাড়ির সামনের ছোট্ট পুকুরটার কথা বলবে। সুখচাঁদ লিজ নিলে বড় উপকার হয়।

ডালখোলায় একবার গাড়ি দাঁড়ায়। চা, বিস্কুট দেয়। এই চা খাবার সময় মিনমিন করে কথাটা তুলল নকুল, 'আমাদের বাড়ির সামনের পুকুরটা তো পড়েই আছে। পোনা যে ছাড়ব সেই ক্ষমতা নাই। আপনি লিজ নিয়ে মাছ চাষ করেন।'

সুখচাঁদ হাসে, 'তুই তো জানিস, তিন বিঘা জলা ছাড়া আমি পুকুর লিজ নিই না। তার উপরে তোদের সেই পুকুর মজা। অন্য কোনও বড় পুকুরের খোঁজ থাকলে জানাস, ভালো কমিশন দেব।'

নকুলের চোখের সামনে তাদের পুকুরটা ভেসে ওঠে। যেন চামড়া কুঁচকে যাওয়া, কুঁজো দুখিনী বুড়ি। সেই পুকুরের চারদিকে শ্যাওলাদাম। বুনোকলমি আর জলা আগাছার দস্যিপনা। শুধুই ঘাসের জঙ্গল।

সুখচাঁদ গাড়ির ডালা বেয়ে উঠে ভালো করে ভেতরটা দেখে বলে, 'দু'খানা মাছের অবস্থা ভালো দেখতিছি না। যে করেই হোক দুটোকে বাঁচা। দরকার হলে অক্সিজেন ট্যাবলেট জলে দিবি। একটা মাছ ভাসলে এক মাস কাজ দেব না তোকে। দু'খানা মাছ মরা মানে দু'মাস। কথাটা মনে রাখিস।'

নকুল আবার নিজের জায়গায় ফিরে যায়। মুখে হাসি এঁটে নেয়। জলে ঢেউ তোলে। মাছ দুটো তার পায়ের কাছে এসে ঘুরঘুর করে। তাদের পিছল শরীরে হাত বুলিয়ে দেয় নকুল। বিড়বিড় করে, 'কিশনগঞ্জ, ইসলামপুর, বাগডোগরা...।' বুকপকেট থেকে অক্সিজেনের ট্যাবলেট জলে ছেড়ে দেয়। মাথার ভেতরে একটা লাইন ঘুরপাক খায়, "একটা মাছ ভেসে উঠলে এক মাস কাজ দেব না তোকে।"

ইসলামপুরে আবার দুম করে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। নকুল অবাক হয়। আশপাশে দোকান নেই। রাত কত হবে কে জানে? রাস্তার দু'পাশে থম মেরে আছে অন্ধকার। সেই অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে এল একজন বেশ লম্বা মানুষ। হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ। গাড়ি থেকে নামল সুখচাঁদ। লোকটা সুখচাঁদের হাতে সেই ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এই কেমিক্যাল জলে দিলে দেখবেন পাঁচ-ছয় ঘণ্টা হেসে-খেলে বেড়াবে মাছ। পিটানির আর দরকার পড়বে না।"

সুখচাঁদ পার্স থেকে টাকা বের করতে করতে হাসে, "পরখ করে দেখি আপনার কথা আর কেমিক্যালের ক্ষমতা।"

লোকটা হাসে, ''আমরা ফাঁকা আওয়াজ দিই না। মাসে আমি চল্লিশটা গাড়িতে এই কেমিক্যাল দিচ্ছি। আসল জিনিস বেচি বলে এত বড় কথা বলতে পারছি। আজ আসি।"

সুখচাঁদ গাড়িতে উঠবার আগে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, "নেমে আয় নকুল, হাত-পা না চালিয়ে গাড়ির ডালাতে বসে থাকার দরকার নাই! ও হাত-পা চালালে তো আবার আমার সঙ্গে কার কী কথা হচ্ছে সেসব শুনতে পাবি না! নেমে আয়।"

নকুল নেমে আসতেই খপ করে তার জামার কলারটা ধরে সুখচাঁদ হিসহিসিয়ে বলল, 'একটা মাছ মরলে আমি তোকে ছাড়ব না। এমনিতেই তোর আর দরকার নাই। আজকের মজুরি সাড়ে তিনশো টাকা পাবি যদি একটাও মাছ না মরে। যা হাত-পা চালু রাখ। আর শোন, আমি যখন কথা বলব হাসবি না। মুখে যেন একদম হাসি না থাকে। বেয়াদব কোথাকার।'

একটাও মাছ ভেসে ওঠেনি। ভোরের হাওয়া কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে। হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে রাস্তার দু'পাশের বড় বড় গাছেরা। এমন হাওয়া গায়ে লাগলে নিজেদের মাঠের কথা মনে পড়ে। ধানজমিতে শব্দ করে সরে যাচ্ছে ঢোঁড়া সাপ। এই সময় শোল মাছ ছানাপোনা নিয়ে মনের আনন্দে ঘোরে। এমন এক ভাদ্র মাসের সজনে ফুলের মতো জ্যোৎস্নারাতে ক্ষুধার্ত শেয়ালের সামনে পড়েছিল নকুল। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না তার। ভয়ে খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন তার পা হাঁটু অব্দি পুঁতে দিয়েছে কেউ। চাঁদের আলোয় শেয়ালটার চোখ জ্বলছে। দাঁত চকচক করছে। নকুল সরে যাবার চেষ্টা করেনি, যদি শিয়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়ে! পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দেখেছিল, শেয়ালটা জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। মাঝেমাঝে মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে দেখছে। নকুল নিশ্চিত প্রচণ্ড ভয়ে তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই হাসি দেখেই শেয়ালটা ঘাবড়ে গেছে।

ভোরের শিলিগুড়িতে পা দিয়েই নকুল জানল, তার পিটানির কাজটা সত্যিসত্যিই গেছে। সব শোনার পর বৌদি কী কী বলতে পারে ভেবে নকুল চুপ করে থাকল। গত বন্যার পর থেকে তাদের সংসারের অবস্থা ভালো নয়। লাউডগার মতো পেঁচিয়ে ধরেছে অভাব।

কোনওরকমে দিন চলে যায়। এসব সংসারে সারাক্ষণ হাসি হাসি মুখের মানুষ একদম মানায় না। নকুল মনে মনে শপথ করে, সে যখন-তখন আর হাসবে না। তবু হাসি এসে দাঁড়ায় তার ঠোঁটের দু'পাশে।

এই যেমন কাজ চলে যাওয়ার পরেও নিজের হাসিহাসি মুখ চকচকে নাইট সার্ভিস বাসের জানলায় দেখে সে খুবই বিরক্ত হল। মনে হল নিজের গালেই ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় মারার। দুঃখের দিনে এত বেহায়া হাসি আসবে কেন! হাসির মাত্রাজ্ঞান থাকবে না!

দুই

বাড়ি ফেরার সময় পিকআপ ভ্যানে সারা রাস্তা চুপ করে বসেছিল নকুল। গ্রামে ঢোকার আগে সে নেমে পড়ে। সন্ধে নামছে। পাতি হাঁসেরা হেলেদুলে ঘরে ফিরছে। মাঝেমাঝে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকে দেখছে। ছাগলেরা মুখ তুলে ব্যা ব্যা করে ডেকে উঠছে। মায়াবী চোখের একটা গোরু তার দিকে তাকাল। নকুল জানে তারা অপেক্ষা করছিল। কখন গাঁয়ের দুখি রাস্তাটা ধরে ঘরে ফিরবে এই গ্রামের সবচেয়ে হাসিমুখের মানুষটা। তারা নিশ্চয় অবাক হয়েছে তার মুখে আজ হাসি নেই দেখে!

বাড়ি ফিরে দাদার হাতে টাকা ক'টা তুলে দিয়ে মিনমিন করে বলল সবটা। সহদেব সব শুনে আরও চাপা স্বরে বলল, 'খবরটা চেপে রাখ। তোর বৌদি শুনলে বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ শুরু করে দেবে। এক জায়গায় কাজ গেছে আরও অনেক জায়গা আছে। ঠিক একটা ব্যবস্থা হবে।'

নকুল ভ্রূ নাচিয়ে ফিশফিশ করে বলে, "আচ্ছা।"

মাঝখানে তিনদিন কেটে গেল। কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে নকুল। এই খোঁজখবরের মাঝেই খবর পেল সুখচাঁদের মাছ বাঁচানো কেমিক্যাল ফেল মেরেছে। বেশির ভাগ মাছ দু'ঘণ্টার মধ্যে ভেসে উঠেছে। মাছের ব্যবসায় এতটা লোকসান তার আগে কখনও হয়নি।

বাড়ি ফিরে শুনল সুখচাঁদের লোক বারতিনেক তার খোঁজ করে গেছে। বলেছে, খুব দরকার। খেতে বসে সহদেব ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "বলেছিলাম না। তোর হাতে জাদু আছে। তুই ছাড়া গতি নাই সুখচাঁদের। এবার বেতন বাড়াতে বলিস।"

ফুল্লরা ভাত বাড়তে বাড়তে বলল, "আমার কানে সব এসেছে। সুখচাঁদের কাজে আর কখনও যাবে না ঠাকুরপো। যে লোক সামান্য কারণে কলার ধরে ঝাঁকায় শুধুমাত্র টাকার জন্য তার কাজে যাবে না। এ আমি বলে দিলাম।"

নকুলের মুখ থেকে হাসি সরে যায়। তার নাম নিজের গালমন্দের জগৎটা দুলে ওঠে। সে কি ঠিক শুনছে?

ফুল্লরা বলতে থাকে, "অমন ভ্যাবলার মতো আমার মুখের দিকে তাকায়ে আছ কে? জানো না সর্বক্ষণ মুখে হাসি নিয়ে ঘোরা মানুষ দুম করে গম্ভীর হলে বিচ্ছিরি লাগে। তিনদিন ধরে মুখে হাসি নাই! এরপরও আমি খোঁজখবর নিব না!"

নকুলের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

তিন

সুখচাঁদ একদিন নিজে এল নকুলের কাছে। গলা নামিয়ে বলল, "কেমিক্যাল ডাহা ফেল মেরেছে রে ভাই। গাড়িতে পাম্পসেট মেশিন সেট করে নিয়ে গেলাম দু'দিন। তাতেও আদ্ধেকের বেশি মাছ মরে গেল। কোনও দিন মেশিন বিগড়ে যাচ্ছে। তুই ছাড়া আর কারও উপরে ভরসা করতে পারছি না। আমায় বাঁচা।"

ফুল্লরা চেঁচিয়ে ওঠে, "পাম্পমেশিন যখন বিগড়ে গেল তখন তার কলার ধরে ঝাঁকালেই পারতেন। দিব্যি চালু হত। মন দিয়ে শোনেন, আর কখনও আপনার কাজে যাবে না নকুল। এই বিশাল দুনিয়াতে কাজের অভাব নাই। কোথাও একটা কাজ ঠিক পেয়ে যাবে।"

সুখচাঁদ মাথা নামিয়ে ফিরে গেল।

চার

অনেক খোঁজখবর করার পর নকুল একটা কাজ পেয়েছে। জেগে থাকার কাজ। আনন্দ দেবে এমন কাজই সে খুঁজছিল। পেয়েছে।

নকুল এখন একটা অ্যাম্বুল্যান্সে থাকে।

ট্রলিতে করে পেশেন্ট তোলে। রুগি নিয়ে যায় সদর হাসপাতাল থেকে দূরের বড় হাসপাতালে। সবই সিরিয়াস টাইপের পেশেন্ট। পেশেন্ট পার্টিকে নকুল আজকাল ভরসা দেয়, "একদম ভয় পাবেন না, আমি জেগে আছি। আপনারা ঘুমান।"

নকুলের মুখে সবসময় লেগে থাকা হাসিটা আবার ফিরে এসেছে।

প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞতায় জয় জীবনযুদ্ধে

পনেরোর পাতার পর

সেই সমস্যা সামলাতে গিয়ে বাবার সঞ্চয় প্রায় সমস্তই শেষ। মাথা খারাপের জোগাড়। কিন্তু হাল ছাড়েননি। পেনশন হিসেবে মাসে হাজার চল্লিশ টাকা পান। সেই টাকাকেই সম্বল করে ছেলের বিয়ে দিলেন। ভেবেছিলেন বিয়ের পর ছেলের সুমতি ফিরবে। কিন্তু কোথায় কী? সুমতি না ফিরে মাথায় কুমতি ফিরল। তারই পাল্লায় পড়ে সেই ছেলে তার মাকে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে কেলেঙ্কারি ঘটাল। মহিলার হাড়গোড় ভেঙে প্রাণ যায় যায়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওই অবস্থাতেও হাল ছাড়েননি। দাঁতে দাঁত চেপে আজও লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছেন।

জীবনযুদ্ধ কী তা এই প্রৌঢ়রা খুব ভালোমতোই জানেন। প্রাথমিক স্তরে একজন চিকিৎসক গ্রামেগঞ্জে ও শহরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ও বিভিন্ন ধরনের অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করে নিজেকে সুচিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। একজন প্রকৌশলী প্রকৌশলবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে কোনও নির্দিষ্ট কাজে বিশেষভাবে পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। তখন তিনি তাঁর অধস্তন কর্মীবৃন্দকে আপন দক্ষতা অনুযায়ী নিপুণভাবে পরিচালিত করে থাকেন। একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী কুশীলবে উপনীত হয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করতে পারেন। একজন চিত্রশিল্পী যখন তাঁর প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছান তখন তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোয় সৃজন মাধ্যমে অধিকতর পরিণত মনের ছাপ রাখেন। প্রৌঢ়ত্বের এই দায়ভার সমাজের অগ্রগতির অভিমুখ ক্রমান্বয়ে নির্ধারিত করে চলে। ফেলে আসা জীবনের অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতায় সে তখন অধিকতর জ্ঞানপিপাসু হয়ে পড়ে। প্রৌঢ়ত্বে মনের কাঠামো হতে হবে দৃঢ় ও পরিপক্ক। মনের এই অবস্থা ধরে রাখা আবশ্যক। তবেই সংসার সমাজ তার কাছে থেকে কিছু প্রত্যাশা রাখতে পারে।

তবে সবকিছুই যে ভালো তা কিন্তু মোটেও নয়। বহু সমস্যা আছে। অনেক প্রবীণ ব্যক্তি অবসরগ্রহণের পর পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় দৈনন্দিন জীবনে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। বয়স বৃদ্ধির পাশাপাশি নানা রোগের প্রকোপ বাড়ে, কিন্তু চিকিৎসার খরচ ও সহজলভ্যতা অনেকের কাছে সীমিত। আধুনিক জীবনে কর্মসংস্থানের কারণে অনেক সন্তান দূরে চলে যায়, ফলে প্রবীণরা একাকিত্ব অনুভব করেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রৌঢ়দের অভিজ্ঞতা ও মতামত উপেক্ষিত হয়, যা মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। ব্যাংক, ডাকঘর বা ডিজিটাল পরিষেবাগুলোর ব্যবহার প্রবীণদের জন্য কঠিন হয়ে যায়, কারণ প্রযুক্তির সঙ্গে অভ্যস্ত হতে দেরি হয়। প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বৃদ্ধি, মানসম্মত পেনশন ব্যবস্থা, ডিজিটাল শিক্ষা এবং মানসিক সাথির মতো উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র একত্রে কাজ করলে প্রবীণদের জীবন আরও সুন্দর ও নিরাপদ হতে পারে। তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান দিলে তাঁরা সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারেন। অনেক প্রবীণ তাঁদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কারণে তরুণদের জন্য পরামর্শদাতা হতে পারেন। যেমন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা স্কুলে অতিথি বক্তা হিসেবে ক্লাস নিতে পারেন বা গবেষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত থাকতে পারেন। প্রবীণরা আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন। যদি তাঁদের অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়, তাঁরা গল্প বলা, কবিতা লেখা, বা স্থানীয় উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। যদি সমাজ প্রবীণদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে, তবে তাঁরা নিছক অবসরপ্রাপ্ত জীবন কাটানোর পরিবর্তে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠতে পারেন। সেই যেমন কেএফসি'র কর্নেল হারল্যান্ড স্যান্ডার্স বা আমার খুব আদরের বাবা হয়ে উঠেছিলেন।

সরকারি চাকরি মানেই শান্তির জীবন

পনেরোর পাতার পর

আবার এটাও হতে পারে, যে আপনার অধস্তন ছিল, সে খানিক তৈল (অপ) ব্যবহার করে আপনারই উপরওয়ালা হয়ে বসল। আপনি থুড়িই না তখন বলতে পারবেন– ভালোমন্দ যাহাই ঘটুক সত্যেরে লও সহজে! আপনি তখন নিজেই পিটিএসডিতে (পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার) ভুগবেন। এছাড়াও আছে নিত্যনতুন প্রযুক্তির ধাক্কা। রাত জেগে জার্নাল বা অনলাইন কোর্স করে নতুন টেকনলজিতে সড়োগড়ো হতে না হতেই দেখবেন তার ভার্সান চেঞ্জ কিংবা সেটা অ্যাবসোলুট হয়ে গেছে। আবার নিজেকে আপডেট করা। আপডেটেড হয়েও কিন্তু আপনার স্বস্তি নেই। কারণ এখন আবার এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) নামক পরমাণু বোমা সীমান্তে টহল দিচ্ছে। আপনার চাকরির টালমাটাল দশা এবং আপনি যে কর্মণ্যেবাধিকারস্তেমা ফলেষু কদাচন শ্লোক আউড়ে থেকে যাবেন সেটাও সম্ভব নয়। কারণ কর্মফলটাই আপনার ব্যালেন্স শিট। কারণ কর্মফলটাই আপনার এবং আপনার প্রিয়জনদের নিশ্চিন্তির রোটি কপড়া অউর মকান। আবার সেই ব্যালেন্স শিট ঠিক রাখতে গিয়ে দেখা গেল আপনার পারিবারিক ব্যালেন্স পুরো টাইটানিক হয়ে গেছে। যাকে বলে শাঁখের করাত। একদিকে ডেডলাইন টার্গেটে এসবের রক্তচক্ষু, অন্যদিকে অফিসেই থেকে গেলে পারো জাতীয় সুনামি। আর আপনি যদি এক্স এক্স মানে নারী চাকুরে হন তবে তো সোনায় সোহাগা। ঘরে এবং বাইরে মিলিয়ে আপনাকে হতেই হবে কমপক্ষে বিশ বা ত্রিশভুজা। তবুও দিনের শেষে গাজরটা সেই নাকের ডগাতেই ঝুলবে। তার উপর বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো ওরা তো ম্যাটারনিটি লিভ পায়, বসকে পটিয়ে প্রোমোশন জাতীয় শ্লেষও আপনার দিকে ছুটে আসবে।

নিজের কথাই বলি। কর্মসূত্রে (সরকারি) আউটডোর পোস্টিং হল। না কোনও ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে নয়, খোদ শিলিগুড়ি শহরে। কিন্তু হায়! সেখানে মহিলা শৌচালয় নাই। যদিও কাছেই সিনেমা হলে 'টয়লেট এক প্রেমকথা' দিব্যি হাউসফুল! আমার কাজটা আবার ঠিক দশটা-পাঁচটা জাতীয় নয় যে জল –পান ব্যাপারটা আগে পরে করে নেব। কতদিন এভাবে নির্জলা থাকা যায়! আমার কিছু সহকর্মী ফ্রিতে ট্রান্সফার নেবার সদুপদেশ দিলেন। কর্তৃপক্ষও অসুবিধার কথা ভেবে বদলির জন্য আবেদন করতে বললেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে কী পালিয়ে আসা যায়! কাজেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে টাগ অফ ওয়ার। শুরু হল টয়লেট এক রণকথা। সে অধ্যায়ে যদিও গুচ্ছের ম্যারাথন মিটিং শেষে সিদ্ধিলাভ (আলাদা শৌচালয়) হয়েছিল। কিন্তু মহিলা থাকা মানেই ঝামেলা, মহিলা মানেই বিভিন্ন অনাবশ্যক খরচ ধরনের টক্সিক কথাও শুনতে হয়েছিল।

তবে সরকারি বেসরকারি যাই হোক না কেন, পেশাগত জীবনে সবচেয়ে বড় যুদ্ধটা আসলে নিজের সঙ্গে নিজের। কেউ দেখতে না পেলেও সেখানে রক্ত ঝরে, পুঁজ জমে জমে দগদগে ঘা হয়ে যায়। কোনও খাঁখাঁ দুপুরে কিংবা নির্ঘুম রাতে ভিতরের আমিটা বলে কী হতে চেয়েছিলাম আর কী হলাম! আমাদের মধ্যেই অনেক অনেক অমলকান্তি আছে যারা রোদ্দুর হতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। অমলকান্তিরা রোদ্দুর হতে পারে না ...।

শিউলির গন্ধ পাক কৈশোর

পনেরোর পাতার পর

আন্তর্জাতিক সংস্থা ডিফেন্স ফর চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল প্যালেস্তাইন (ডিসিআই) ইজরায়েলের জেল কর্তৃপক্ষ আইপিএস-এর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জানায়, প্রতি মাসে গড়ে ১৯৯ জন প্যালেস্তিনীয় শিশু-কিশোরকে ইজরায়েলের জেলে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে পেটাহ টিকভা ডিটেনশন সেন্টার, কিশোন ডিটেনশন সেন্টার এবং আশকেলনের শিকমা জেলে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইজরায়েল আধিপত্য বজায় রাখতে গিয়ে যে কঠোর দমন-পীড়ন, বর্ণবাদ এবং নিপীড়নের অপরাধ করে চলেছে তার ফল ভুগতে হচ্ছে প্যালেস্তাইনের শিশু-কিশোরদের। ইজরায়েলের জেলে বন্দি এক কিশোর খালেদ সালমা আমেল সামের জেইন, প্রিয় পৃথিবীকে লেখা তার একটা চিঠিতে ছিল এরকম কয়েকটা লাইন, '...বিশ্বের অন্যান্য শিশুরা কতই না শান্তিতে জীবনযাপন করে। আর আমরা? অন্য শিশুরা যখন ভিডিও গেম খেলায় মত্ত তখন আমরা লড়াই শেষের ভাবনায় ডুবে যাই। এত সবের পরও আশা করি, একদিন সব ঠিক হবে। একদিন সবাই ইস্কুলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে পারব। আবার বই খুলতে পারব, খাতায় আঁকতে পারব ছবি। নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করতে পারব, মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যেতে পারব। আজকাল মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খায়, কেন আমাদের সঙ্গেই এমন হচ্ছে? যুদ্ধের শেষ কবে? পৃথিবীর সব শিশুই কি আমাদের মতো ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়?'

আবার পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে সম্পূর্ণ অন্যরকম যুদ্ধে লড়ছে কিশোর বয়স। কিশোরদের হাতেও সবসময়ের সঙ্গী স্মার্টফোন। ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক— সব প্ল্যাটফর্মেই তাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। মনে পড়ছে, সম্প্রতি ব্রিটিশ ওয়েব সিরিজ 'অ্যাডোলেসেন্স' বিষয়টিকে নতুন আলোচনায় এনেছে— কিশোর মনের পরিবর্তন ও সমাজমাধ্যমের প্রভাব।

অনেক কিশোর ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিল দেখে, ডিজিটাল লেনদেন করে, এমনকি 'সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার' হতেই চায়। তবে এই ভার্চুয়াল জগতের নেশা থেকে দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা— মন খারাপ, হীনম্মন্যতা, মানসিক চাপ এবং কখনো-কখনো সাইবার অপরাধের ফাঁদে পড়ে যাওয়া। এ বছর একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, বিশ্বের ১৩-১৮ বছর বয়সি কিশোররা প্রতিদিন গড়ে তিন ঘণ্টা সমাজমাধ্যমে কাটায়। ভারতেও এই সংখ্যা বাড়ছে। ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া জানাচ্ছে, দেশের প্রায় ২৭ শতাংশ কিশোর সমাজমাধ্যমে আসক্ত। এতে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে, সঙ্গে মানসিক স্থিতিও নষ্ট হচ্ছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'শাদা শিউলির রাশি বড় স্তব্ধ, প্রয়োজনহীন, দেখলেই/ বলতে ইচ্ছে করত,/আমি কারুকে কখনও দুঃখ দেব না—/অন্তত এ-রকমই ছিল আমার কৈশোরে/এখন অবশ্য শিউলি ফুলের খবরও রাখি না।'

পৃথিবীর সবার কৈশোর, শিউলি ফুলের গন্ধ খুঁজে পাক, এই আশা।

সোনার সংসার, যুদ্ধের সংসার

পনেরোর পাতার পর

এই যুদ্ধে প্রায়শই 'সীমান্ত' পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজন পড়ে। তবে এই যুদ্ধে স্ত্রীর জয় অবশ্যম্ভাবী।

সংসারের আরেকটি রণক্ষেত্র হল রান্নাঘর। যদিও অধিকাংশ সংসারে রান্নাঘরের কর্তৃত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাকে স্ত্রীর দখলেই। কিন্তু কার পছন্দের মেনু কোনদিন চলবে, কোন মশলা কতটা পড়বে, এই নিয়ে প্রায়ই ঠান্ডা যুদ্ধ লেগে থাকে। শাশুড়ি মায়ের ঐতিহ্যবাহী রান্না বনাম পুত্রবধূর আধুনিক ফিউশন- এই দ্বৈরথে মাঝে মাঝে এমন সব অদ্ভুত পদ সৃষ্টি হয়, যা স্বাদে অতুলনীয় না হলেও আলোচনায় ঝড় তোলে।

যুদ্ধে শান্তি যেমন বিনষ্ট হয় তেমনি সাংসারিক যুদ্ধে বিনষ্ট হতে পারে ছুটির দিনের সকালের আরামের ঘুম। শান্তির রাজ্যে হানা দেয় 'এই ওঠো, বাজার যেতে হবে' মার্কা গ্রেনেড। স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে কার আগে ঘুম ভাঙবে আর কার পরে, তা নিয়ে নীরব প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। অন্যদিকে যুদ্ধ থাকলে অভিযান থাকবেই, তাই সংসারের সবচেয়ে বড় যৌথ অভিযান হল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যুদ্ধ। স্ত্রীর হাতে ঝাড়ু আর স্বামীর হাতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। তবে যুদ্ধটা বাধে তখন, যখন 'এটা এখানে কেন?' অথবা 'ওটা ওখানে কে রেখেছে?' মার্কা অভিযোগের তির যখন ছোড়া হয়।

মাসের শেষে যখন খরচের খাতা খোলা হয়, তখন যেন কুরুক্ষেত্র বাঁধে! 'এই টাকাটা কোথায় গেল?' থেকে শুরু করে 'এত খরচ কেন?'- এই জাতীয় প্রশ্নবাণ উভয় দিক থেকেই ধেয়ে আসে। শেষপর্যন্ত হয়তো দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভবিষ্যতের জন্য বাজেট নিয়ন্ত্রণের প্রতিজ্ঞা করে যুদ্ধ শেষের ঘোষণা হয়। তেতো হলেও সত্যি, আত্মীয়স্বজনের আগমন যেন হঠাৎ করে বেজে ওঠা যুদ্ধের দামামা। ঘর গোছানো থেকে শুরু করে খাবার বানানো পর্যন্ত- সবকিছুতেই একটা চাপা উত্তেজনা থাকে। তবে আসল যুদ্ধটা বাধে অতিথি বিদায়ের পর। যখন 'ওঁরা এটা বললেন কেন' অথবা 'তাঁদের ওটা ভালো লাগেনি' মার্কা আলোচনা শুরু হয়।

তবে সবমিলিয়ে উপলব্ধি হল, সংসারের এই যুদ্ধগুলো আসলে ভালোবাসারই অন্য রূপ। ছোটখাটো খুনশুটি আর মান-অভিমানের মধ্যে দিয়েই তো একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই যুদ্ধগুলো না থাকলে সোনার সংসারকে আসলে রুপোর সংসার লাগত।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি কতদিন স্থায়ী হবে এই মুহূর্তে বলা শক্ত, তবে এটা বলা যায়, সংসারের যুদ্ধ, অশান্তি, ঝগড়ার কোনও শেষ নেই, তা চলবে আজীবন। এ যেন সব মিছিলের সেই কমন স্লোগানের মতো- চলছে, চলবে।

দিনকয়েক আগেই প্রয়াত হলেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক পীযূষ ভট্টাচার্য। উত্তরবঙ্গ ও বালুরঘাটের সঙ্গে যাঁর নাম জড়িয়ে অঙ্গাঙ্গিভাবে। তাঁর সঙ্গে অমিয়ভূষণ মজুমদার ও নবারুণ ভট্টাচার্যের লেখার স্টাইলের মিল পান অনেকে। জীবনের শেষদিকেও লেখা ছাড়েননি। কলকাতায় অসুস্থ অবস্থাতেও লিখেছেন তাঁর চমৎকার হাতের লেখায়। তাঁর শেষতম লেখাটি প্রকাশ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল রংদার রোববার। লেখাটি শেষ না করেই তিনি প্রয়াত হন। লেখার কোনও নামকরণও করেননি, তাই করা হল না।

পীযূষ ভট্টাচার্য

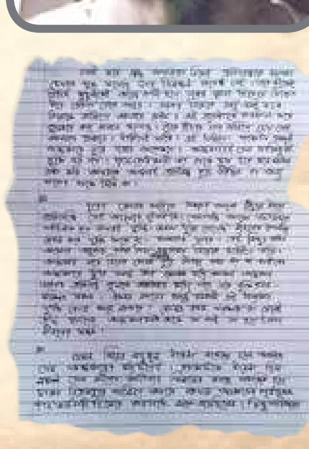

সেই কবে স্বচ্ছ আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্বকে ঝাপসা দেখতে শুরু করেছি তার দিনক্ষণ মনেই নেই। তবে কী সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তকেই অন্তেবাসী হয়ে যাবার সূচনা হিসেবে চিহ্নিত ধরে নেওয়া যেতে পারে। এরপর একটু একটু করে নিজেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা। এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করে তুলবার জন্য নানান ষড়যন্ত্র। টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে দেয় সেই আয়নার সামনে। দাঁড়িয়েই থাকি। এই দাঁড়িয়ে থাকাটা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে যাবার অপেক্ষায়। অন্ধকারেই যেন সবকিছুরই মুক্তি ঘটে যায়। শ্বাসরোধকারী ভয় থেকে মুক্ত হয়ে মনে করবার চেষ্টা করি আয়নাতে আমারই প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছিল না অন্য কারও যাকে চিনি না।

দূরের কোনও বাড়িতে সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠলে প্রতিবিম্বে সেই আলোর ছটফটানি। শেষপর্যন্ত আলো যদি বিন্দুতে পরিণত হয় তখনই স্বস্তি। কেননা খুঁজে পেয়েছি জীবনের উপাদানে কেবলমাত্র যুক্তি থাকে না- কল্পনাও থাকে। এই বিন্দুর মতন আলোর অনুবাদ করতে গিয়ে একসময় নিজেকে হারিয়ে বসি। অন্ধকার ঘরে নিজের কোনও প্রতিবিম্ব ফুটে উঠবার কথা নয় বা বাইরের অন্ধকারে ডুবে আছে তার মধ্যে আমার অন্ধকার অবয়ব প্রতিবিম্ব তুলতে অক্ষমতার মধ্যে গড়ে ওঠে যুক্তিপ্রবণ কল্পিত সমাজ। একজন নগরের প্রান্তে বসবাসী এই সভ্যতার যুক্তি কোন কাজে লাগবে? কোনওরকম পরম্পরা না মেনেই ক্রুদ্ধ হৃদয়ের অন্ধকারময়তা থেকে যা পাই তা হয়ে দাঁড়ায় জীবনের সন্দর্ভ।

যেমন নিজের বদ্ধমূল ধারণা বরেন্দ্রে চলে আসাও যেন অন্ধকারের মধ্য দিয়েই। প্রথমদিকে ধারণা ছিল লক্ষ্মণ সেন নদিয়ার বখতিয়ার খিলজির কাছে পরাজিত হয়ে ঢাকা বিক্রমপুরে পালিয়ে আসেন তখন আমাদের পূর্বপুরুষ রাজকর্মচারী হিসেবে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। কিন্তু পরিবারের ইতিহাস এর কোনও হদিস দেয় না। কেবল এক গয়ার পান্ডা বলেছিল গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে আমাদের বসবাস ছিল। কোন সে অঞ্চল, কী বা তার নাম কিছুই উদ্ধার হয়নি। শেষপর্যন্ত ধরে নেওয়া হয়েছিল জটিল এক অন্ধকার ওঁত পেতেছিল শুরু থেকে। তাই অনায়াসে আমাকে মুক্তি ও একাকিত্বের নির্জনে ঠেলে দেয়। এমনকি আমাদের কুলদেবতা পূজিত হন ঘোর অমানিশায়। কোনও আলো নেই, অন্ধকার। দেবীমূর্তির দু'পাশে দুটি প্রদীপ জ্বলছে। ভালো করে লক্ষ না করলে বোঝা যায় না এ প্রদীপের শিখা! কিন্তু প্রথম দেখাতেই মনে হবে ভাসমান আলোকবিন্দু- কোনও বিচ্ছুরণ নেই- স্থির আলো যতটুকু দেবতার জন্য বরাদ্দ ততটুকুই। চতুর্দিক নিষ্প্রদীপ। অন্ধকারের গর্ত থেকে উচ্চারিত মন্ত্রধ্বনি যা শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় তীক্ষ্ণ আর্তনাদের। তার পরিভাষা বাঁচাও বাঁচাও। যে নারী লুণ্ঠিত মগেদের দ্বারা, মুক্তি চাইছে। কিন্তু আমরা যেন তাকে উলঙ্গ বেশে দেবতা বানিয়ে দিয়েছি নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্য। তাই মন্ত্র উচ্চারণ নিছক ফিশফিশানি ভিন্ন কিছু নয়। এইভাবে পরাজিত হয়ে সমাজচ্যুত হয়ে 'পতিত' এক রক্তধারা বইছে নিজের মধ্যে। পুজো মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে পূর্বপুরুষ অন্ধকারের মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিল হাঁটতে হাঁটতে যদি কোনওদিন থিতু হওয়া যায়। থিতু হতে চাইলে কি তা হওয়া যায়, এ এক অমোঘ প্রশ্ন। দিনের আলোতে নিজেদের লুকিয়ে ফেলত জঙ্গলে- পতিত এই মুখের জন্য কোনও আলোর প্রয়োজন নেই। সূর্যালোকে ঝলসে উঠত শরীর। অন্ধকারের মধ্যে চলতে চলতে অন্ধকারের শরীর নিয়েছিল এক রূপকায়িত স্বদেশের ধারণা। নিজের তো মনে হয় ক্রমাগত উদ্বাস্তু হতে হতে এখানে। উদ্বাস্তুর কোনও মহান স্বপ্ন থাকে না- সেরকম আমারও নেই। একটি মহান অন্ধকারের ভিতর থিতু হতে চাই। যখন এখানেই স্থিতি তখনই আশ্চর্যভাবে অন্ধকার আয়নার...।

(এই পর্যন্ত লিখে তিনি আর শেষ করতে পারেননি।)

আসলে একটি ক্যাফে

কৌশিক জোয়ারদার

পরাণের চায়ের দোকানে ঢুকে আজ এক নতুন অতিথির দেখা পেলাম। আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় তাঁকে আগে কখনও দেখিনি। পরাণের চায়ের দোকান মানে আপনি যেমন ভাবছেন, তেমনটা নয় কিন্তু। রাস্তার ধারে বেঞ্চিপাতা চাটাই-ঘেরা চায়ের দোকান নয় এটা। উনুনের আঁচ আর সসপ্যানে তিনফুট সিটিসি চায়ের ঘ্রাণ মেখে রাজা-উজির মারার আড্ডাখানা এখন তো বিরল। 'পরাণের চায়ের দোকান' আসলে সেই নস্টালজিয়াকে সাইনবোর্ডে বন্দি করেছে, প্রাণতোষ দত্তের টি-ক্যাফেতে আড্ডাবাজ চাতাল বাঙালিকে টেনে আনার এ এক অভিনব ফন্দি। এখানে দার্জিলিং চায়ের বিবিধ স্বাদ ছাড়াও পরিবেশিত হয় কফি ও কেক। দোতলার ল্যান্ডিং থেকে বাঁদিকে কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেই আপনাকে মৃদু হলুদ আলো ও অনুচ্চ অর্কেস্ট্রার মায়াবী বাতাবরণ জড়িয়ে ধরবে। ফাঁকা টেবিল পেলে এগিয়ে যাবেন, আলতো করে চেয়ারে বসে অপেক্ষা করবেন পরিবেশকের। যদি পরিচিত কেউ আগে থেকেই অপেক্ষারত দেখেন, ফিশফিশ করে জিজ্ঞাসা করবেন— কতক্ষণ? ডেসিবেলের সীমা অতিক্রম করা এখানে অভদ্রতা।

আমি এখানে মাসে অন্তত চারদিন আসি, সন্ধেবেলা ঘণ্টাদুয়েক আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। আসেন আরও দু'তিনজন, আমার চেয়ে নিয়মিত। এই ক্যাফেতেই আমাদের আলাপ। সম্পর্ক পুরোনো না-হলেও, বেশ আন্তরিক। অন্তত যতক্ষণ আমরা একসঙ্গে সময় কাটাই। পরস্পরের নাড়ি-নক্ষত্র নিয়ে আমাদের আগ্রহ নেই। সমাজ-রাজনীতি-সাহিত্য-শিল্প নিয়ে আমাদের অনুচ্চ সংযত বিতর্ক আমরা উপভোগ করি। শুঁড়িখানার মাতালের মতো আমরা এই ক্যাফের বাইরে বেরিয়ে পরস্পরকে প্রায় বিস্মৃত হই। দিনের উজ্জ্বল আলোয় আমরা হয়তো কেউ কাউকে চিনতেই পারব না। এক-একদিন সন্ধেবেলা আমার এখানে আসার ইচ্ছে প্রবল হয়। ঠিক কীসের টানে, বলতে পারি না। প্রতিটি আড্ডায় চারজনের সকলেই যে উপস্থিত থাকে, এমনও নয়। চায়ের স্বাদ, বৈখরীর গুঞ্জন ও মেধাবী আলাপের মিলিত আকর্ষণে আমরা এসে হাজির হই দোতলার এই ক্যাফেতে। আমরা, মানে— আমি, আনন্দ, এথেনা ও প্রাণতোষ। হ্যাঁ, প্রাণতোষ। অর্থাৎ কিনা এই ক্যাফেটির মালিক। সর্বভুক পাঠক, প্রাক্তন

ছোটগল্প

সাংবাদিক ও গল্পকার শ্রীযুক্ত পরাণ দত্ত আমাদের আড্ডার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পানীয় ও খাদ্যের মূল্য আমরা পালা করেই চুকিয়ে দিই, সম্পর্কের সুযোগ আমরা কেউই নিতে চাই না। তবে হ্যাঁ, আমাদের নির্দিষ্ট টেবিল ঘিরে সময়ের চলন অনেকটাই শ্লথ, যদি আপনি ক্যাফের অপরাপর টেবিলগুলি থেকে লক্ষ করেন। প্রতিটি টেবিল ঘিরে সময়ের ভিন্ন ভিন্ন গতির সংশ্লেষ অদৃশ্য উৎস হতে ভেসে আসা যন্ত্রানুসঙ্গের মৃদু মূর্ছনার সঙ্গে মিশে গিয়ে রেস্তোরাঁর নিজস্ব সংগীত রচনা করে।

আজ দেখি আমাদের প্রিয় ক্যাফেকোণে প্রাণতোষ বসে আছে নতুন এক অতিথিকে নিয়ে। পূর্বে এঁকে পরাণের চায়ের দোকানে দেখিনি। 'এসো মাইকেল'— প্রাণতোষের অনাড়ম্বর অভ্যর্থনা। 'আলাপ করিয়ে দিই, ইনি বিভূতিভূষণ সরকার। দত্তপুকুর ব্রজেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক। আর এ হল আমাদের বুদ্ধিমান বন্ধু মাইকেল বর্মন, সফটওয়্যার ডেভেলপার না কী যেন, আমি ঠিক বুঝি না।' পরিচয়দান শেষ করে প্রাণতোষ কফি ও কেকের অর্ডার দেয়। ওরা পূর্বপরিচিত কি না, এই প্রশ্ন আমি গিলে ফেললাম। ক্যাফের দেওয়ালের বাইরে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না।

'আপনাদের নিবিষ্ট নিবিড় আলাপে ব্যাঘাত ঘটাইনি তো?' বিভূতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'একেবারেই না, আপনারা যে আসতে পারেন, প্রাণতোষ আগেই বলেছে। আমাদের ইস্কুলের এক আজব সহকর্মীর গল্প করছিলাম।'

'মানুষ চেনা দায়, এই নিয়েই কথা হচ্ছিল'— প্রাণতোষ বলল। 'রহস্য ও প্রবঞ্চনার মধ্যে কখনো-কখনো পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে ওঠে, আমি বলেছিলাম। প্রসঙ্গক্রমেই বিভূতির কলিগের কথা উঠল।'

'ইন্টারেস্টিং! আমিও শুনি তাহলে'— আমি আগ্রহ দেখালাম। কফিতে চুমুক দিয়ে বিভূতিভূষণ শুরু করলেন পুনর্বার:

'হ্যাঁ যা বলছিলাম। আমার সেই সহকর্মী, অঙ্কের মাস্টার। অসীম তরফদার। অদ্ভুত লোক মশাই, কারও সঙ্গেই মেশে না তেমন। ক্লাস নিয়ে এসে টিচার্স রুমে চুপচাপ বসে থাকে, কিছু জিজ্ঞেস করলে কেবল হ্যাঁ আর হুঁ।

'পড়ান কেমন?' আমার প্রশ্ন।

সেদিক থেকে অভিযোগ কিছু নেই। অঙ্কের মাস্টারকে যে ছাত্ররা এতটা পছন্দ করবে, ভাবাই যায় না। কঠিন সব সমস্যার সমাধান নাকি জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দেন।'

'তাহলে আর সমস্যা কোথায়?'

'সেখানেই তো সমস্যা। ছাত্রদের প্রিয়, অথচ আমাদের প্রিয় হবার এতটুকু বাসনা নেই তার। তাছাড়া তরফদারের কিছু আচরণ খুবই রহস্যময়। সন্দেহজনকও বলতে পারেন।'

'কীরকম?'— এবার প্রাণতোষ বলে উঠল।

'একদিন তাকে দেখা গেছে ইস্কুলবাড়ির ছাদ থেকে একটা ঢিল গায়ের জোরে ছুড়ে দিতে। ঢিলটা খেলার মাঠের প্রায় মাঝখানে গিয়ে পড়ল। তারপর সে নেমে এসে পৌঁছে গেল ইটের টুকরোটার কাছে এবং সেখান থেকে আবার পা গুনে গুনে হেঁটে ফিরে এল ইস্কুলবাড়ির কাছে।'

'অদ্ভুত তো!' প্রাণতোষ বিস্মিত। আমি আরও কিছু শোনার অপেক্ষায়।

'আরও আছে। এটা ছাত্রদের কাছ থেকেই শুনেছি। টিফিন পিরিয়ডে তরফদার ক্লাস রুমের সিলিং ফ্যান ফুল স্পিডে চালিয়ে দিয়ে অফ করে দেয়। তারপর দ্রুত ফ্যানের নীচে হাইবেঞ্চের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে লক্ষ করে পাখাগুলোর থেমে যাওয়া। অতঃপর রেগুলেটর ঘুরিয়ে ফ্যানের স্পিড কমিয়ে একই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটায়।'

'কী আশ্চর্য!'

'তবে আর বলছি কি। আমাদের তো ধারণা লোকটা সন্ত্রাসবাদী বা ওই ধরনের কিছু একটা হতে পারে।'

'বলেন কি! সন্ত্রাসবাদী!' আমি যেন আঁতকে উঠলাম।

'তা নয়তো কি বলুন। অমন নিরীহ নীরব মুখোশের আড়ালে একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে বলে কি মনে হচ্ছে না আপনার? ওর অদ্ভুত সব আচরণের কোনও ব্যাখ্যাই তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না'— বিভূতি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন।

'তা বলে সন্ত্রাসী ভেবে নেওয়াটা কি যুক্তিযুক্ত? সবার সঙ্গে মিশতে পারেন না তেমন, হয়তো তাঁর ধরনটাই ভিন্ন।'

'দেখুন মাইকেল, সবার মতো না-হওয়াটাই কি যথেষ্ট সন্ত্রাস নয়? আমাদের মাঝে আমাদেরই মতো দেখতে একটা মানুষ বসে আছে, যে নাকি আমাদের মতো নয়। কী অসহনীয় উদ্বেগ বলুন তো!'

'তা বটে।' বিভূতির অনুভূতি আমি ধরতে পারি। 'এই উদ্বেগ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তরফদারের প্রতি আপনাদের উদাসীনতা। উনি হয়তো জানেনও না যে, আপনাদের বিব্রত করছেন এতটা। ওঁকে নিজের মতো থাকতে দিয়ে ওর ওপর থেকে আপনাদের আগ্রহ সরিয়ে নিন বরং।' অসীমের হয়ে আমি যেন একটু ওকালতিই করলাম। আসলে আমাদের এই আসরে আমরা ভিন্নতাকে মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত। প্রাণতোষের মুখের অভিব্যক্তিতে আমার পরামর্শের প্রতি অনুমোদন।

'কিন্তু অসীম থাকেও জনবসতি ছাড়িয়ে জঙ্গলের গা ঘেঁষা একটি বাড়িতে। একাই বোধহয়। তবে একটি নারীকে তার বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকতে ও বেরোতে দেখেছে দুয়েকজন। হতে পারে গৃহ সহায়িকা, এবং মেয়েটি সুন্দরী।'

রহস্য আরও ঘনীভূত করে বিভূতি চুপ করে যান। তিন কাপ চায়ের অর্ডার করে আমরা অপেক্ষা করি। প্রাণতোষ আমার দিকে তাকায়। আমি ভাবি, আজ আর কেউ আসছে না কেন। প্রাণতোষ কাউন্টারের দিকে উঠে গিয়ে দু'চারটে কথা বলে আবার ফিরে আসে। বিভূতি পুনরায় কথা বলে ওঠেন।

'তোমার কাছে একটা পরামর্শ চাই প্রাণতোষ। তোমার তো পুলিশ টুলিশ ওপরমহলে অনেক চেনাজানা।'

'পুলিশ!' প্রাণতোষ যারপরনাই অবাক হয়। 'আবার পুলিশকে টেনে আনছ কেন?'

'এরকম একটা অস্বস্তিকর সম্ভাব্য সন্ত্রাসীর সঙ্গে ইস্কুলের কেউই থাকতে রাজি নয় ভাই। আত্মমগ্নতার মুখোশের আড়ালে আমরা এক বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রকারীর আশঙ্কা করছি। ওর বিরুদ্ধে কোনও একটা ব্যবস্থা নেওয়া যায় না? কিছু একটা কেস টেস...'

'কী সব বলছ বিভূতি', প্রাণতোষ বিরক্তই হল এবার। 'অসীমবাবু কারও ক্ষতি করেননি এখনও। করবেন, এমন আশঙ্কারও কারণ দেখছি না। তুমি কি অকারণে ওঁর চাকরিটাই খেতে চাইছ নাকি?'

প্রশ্নের জবাব দেন না বিভূতি, আমার দিকে একবার তাকালেন। তারপর গলার স্বর আরও কিছুটা নামিয়ে নিয়ে প্রাণতোষকেই বললেন আবার, 'কোনও মহিলাঘটিত ব্যাপারে যদি জড়িয়ে দিয়ে একটা বদনাম রটিয়ে দেওয়া যেত। তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না প্রাণতোষ...'

'আমি এবার উঠি'— বিভূতির পুরো কথা না-শুনেই আমি ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। মনে হল বিভূতির গভীরতর কোনও ব্যথা আছে, আমার উপস্থিতিতে ঝেড়ে কাশতে পারছে না। তাছাড়া লোকটাকে আমি অপছন্দই করে ফেললাম এইটুকু সময়েই। সহকর্মীর সর্বনাশের অভিলাষ নিয়ে তারই পাশে বসে থাকে কিছুই বুঝতে না দিয়ে। এরকম ঘিনঘিনে লোকটাকে প্রাণতোষ জোটাল কী করে! তার যে এরকম একটা বন্ধু থাকতে পারে, ভাবাই যায় না। মানুষের ক্ষেত্রে অভাবনীয় অবশ্য কিছুই নেই। যাক গে, উঠে আসতে পেরে ঘনিয়ে ওঠা বিবমিষার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে।

মোটরবাইক স্টার্ট করে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম, মিনিট চল্লিশেক সময় লাগবে। জঙ্গলের গা-ঘেঁষা আমার কাঠের বাড়ি। রাত্রি ন'টার পরে আমি বাইরে থাকি না সাধারণত। বাড়িতে পৌঁছে বাইকটাকে একটা কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে ঠেলে বারান্দায় পার্ক করে দিলাম। ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে বসে মাথা থেকে আমার সাধের ইংলিশ হ্যাট নামিয়ে রাখলাম ড্রেসিং টেবিলের ওপর। স্পিরিট গাম রিমুভার দিয়ে সন্তর্পণে নকল দাড়ি ও গোঁফ মুখের চামড়া থেকে তুলে ফেলা গেল। অনেক দিনের চর্চায় এই কাজে এখন আমি যথেষ্ট দক্ষ। পায়ে স্লিপার গলিয়ে বাথরুমে গিয়ে সাবান-শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হলাম। আমার অস্তিত্ব থেকে বিভূতিকে ধুয়ে ফেলা অবশ্য সহজ হবে না। ধোয়া পাজামা ও ফতুয়া পরে আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজেকে লক্ষ করলাম ভালো করে। এখনও তরুণ বলা যায়, বিষণ্ণ অথচ উৎসুক। পরমা আসবে। ওকে আজ এগারো হাজার টাকা দেব বলেছি। ওর এই মূল্য আমিই ধার্য করেছি।

আয় মন বেড়াতে যাবি

গুজরাট যখন বাংলাকে মনে করায়

গুজরাটের কচ্ছ

দেবদূত ঘোষঠাকুর

সম্প্রতি গুজরাটের পশ্চিম উপকূল ধরে ঘুরে একটা জিনিস লক্ষ করলাম। রাস্তার ধারের ছোট-বড় চায়ের দোকানে চায়ের ফ্লাস্কের ধারে পোরসেলিনের সাদা প্লেট সার দিয়ে সাজানো। কিন্তু কাপ কোথায়?

ছোট একটা কাচের গেলাসে চা নিয়ে তা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে ওই প্লেটে। ওই প্লেটে চুমুক দিয়ে চা খাচ্ছেন সবাই।

কেউ দাঁড়িয়ে। কেউ খাটিয়ার উপরে বসে। আমরা ছোটবেলায় এইভাবেই গরম চা বা দুধ প্লেটে ঢেলে ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করে খেতাম। আমাদের গাড়ির চালক বাবুভাইয়ের দেখাদেখি বেশ কয়েকবার প্লেটে ঢেলেই খেলাম। কেন এমন স্টাইল? বাবুভাইকে প্রশ্ন করে উত্তর পেলাম, 'আমরা সবাই এখানে কাজের জন্য দৌড়োচ্ছি। এতক্ষণ ধরে চা খাওয়ার সময় কোথায়?' কেন জানি মনে হল, ওই জবাবে মেশানো ছিল কিছুটা শ্লেষ!

গির জাতীয় উদ্যান থেকে ভাবনগর যাওয়ার পথে আমরোলিতে চা খেতে নামলাম। ওই দোকানে আবার দেখলাম প্লেটের পাশাপাশি কাপও সাজানো। কিন্তু আশপাশে সবাই প্লেটে ঢেলেই চা খাচ্ছেন। বাবুভাই মজা করে বললেন, 'দেখুন আপনার রাজ্য থেকে কেউ এল কি না।' দোকানি জানতে চাইলেন, আপনি কোথাকার লোক? কলকাতা শুনে বললেন, 'এখানে কলকাতার অনেক মানুষ আছেন।'

বাবুভাই আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। দোকানি বললেন, 'এই যে শহরের বাইরে নতুন ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে, সেখানে ইলেক্ট্রিক কেবল পাতার কাজটা ওঁরাই করেন। আমার রেগুলার কাস্টমার।'

পূর্ব মেদিনীপুরের রাজেন গুড়িয়া, বর্ধমানের মানস কাঁড়ার, দক্ষিণ ২৪ পরগনার দেবাশিস নাইয়ারা কাজের জন্য পূর্ব ভারত থেকে এসে পশ্চিম ভারতের এই রাজ্যে পড়ে। দেবাশিস বললেন, 'আপনি সুরাট গিয়ে দেখুন হাওড়ার কত মানুষ। হুগলির কত মানুষ। রাজকোটে গিয়ে দেখুন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সব জেলারই হয়তো মানুষ আছেন। কত বছর ধরে আছেন! সবাইকে এখানে নিয়ে এসেছেন।'

রাজেনের সংযোজন, 'এখানে কাজের কোনও অভাব নেই। আর অভাব নেই কাজ শেখানোর লোকেরও।' তবে মানসের চিন্তা অন্য। ''বছরে দু'বার বাড়ি যাই। এখন স্ত্রীকেও নিয়ে আসব ভাবছি। কিন্তু ভাবতে কষ্ট হয়, আমাদের ছেলেমেয়েদেরও হয়তো আর 'নিজের' ঘরে ফেরা হবে না!''

আর্থসামাজিক এবং গড় উৎপাদনে গুজরাট আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ফারাকটা কিন্তু লক্ষণীয়। বছর চারেক আগে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্য উল্লেখ করে বলেছিল, ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪.৭ শতাংশ গুজরাটের বাসিন্দা হলেও দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ৭.৯ শতাংশের জোগান দেয় পশ্চিম ভারতের এই রাজ্যটি। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে দেশের মোট জনসংখ্যার ৭.২ শতাংশ মানুষ রয়েছেন। কিন্তু জিডিপি-র মাত্র ৫.৭ শতাংশ আসে এখানে থেকে। অর্থনীতিবিদরা বলেন, রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন মাপতে হলে গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিএসডিপি)-কে গুরুত্ব দিতেই হবে। গত ১০ বছরের হিসেব বলছে পশ্চিমবঙ্গে জিএসডিপি বাড়ার গ্রাফ নীচের দিকে নামছে। আর গুজরাটের গ্রাফ উঠছে উপরের দিকে।

কেন যে এই ফারাক, তা অনেকটাই বোঝার সুযোগ হল সমুদ্র সংলগ্ন গুজরাটের বড় একটা এলাকা চক্কর কেটে। চার ধামের একটি দ্বারকা শহরের আশপাশে শিল্প গড়ার যে তোড়জোড় দেখে এসেছি তাতে শুধু তীর্থস্থান বলেই আর গণ্য হবে না। দ্বারকা। ইতিমধ্যেই একটি বিশাল সংস্থা কয়েকশো একর জমি নিয়ে গড়ে তুলেছে নুনের কারখানা। দ্বারকা পৌঁছানোর আগেই দেখেছি দুটি বৃহৎ শিল্প সংস্থা জাতীয় সড়কের দুই ধারে কয়েকশো একর জমিতে গড়ে তুলেছে শিল্পনগরী। অনাবাদি জমি পড়ে নেই কোথাও। সেখানে শিল্পনগরী হচ্ছে।

রাজকোট শহর নতুন নতুন শিল্পের জন্য উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে শুধু বেড়েই চলেছে। এক-একটা শিল্পতালুক। তাকে ঘিরে উপনগরী। তাই বোধহয় গুজরাটবাসীর গড় আয় পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের দ্বিগুণেরও বেশি ছিল বছর পাঁচেক আগে।

বিজেপি যখন সামগ্রিক উন্নয়নের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গকে গুজরাট করতে চাইছে, তখন তৃণমূল গোধরায় ২৫ বছর আগের সাম্প্রদায়িক হিংসার নিরিখে 'কুখ্যাত' হয়ে যাওয়া গুজরাটকে তুলে ধরে বিজেপির স্লোগানের বিরোধিতা করেছে। ওয়াকফ আইন সংশোধন নিয়ে মুর্শিদাবাদে যেরকমভাবে হিংসা ছড়িয়েছিল, তাতে স্ত্রীকে নিয়ে গুজরাট ঘুরতে যাচ্ছি শুনে অনেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় কী! আহমেদাবাদের মির্জাপুর বলে যে এলাকাটায় ছিলাম সেটা পুরোপুরি মুসলিমপ্রধান এলাকা। সাতসকালে বেরিয়ে দেখেছি রাস্তার ধারে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে বেশ কয়েকজন প্রবীণ বই পড়ছেন। কলকাতার মানুষ বলে পরিচয় দিয়ে দু'চার কথার পরে মুর্শিদাবাদের প্রসঙ্গ তুললাম। কেউ জানেন না। কারণ মুর্শিদাবাদ নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলই এখানে ঘোঁট পাকায়নি। ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে যাব, ওয়াকফ শুনেই ওঁরা থামিয়ে দিলেন। এক পাকা দাড়ির প্রবীণ বললেন, 'আসুন চা খান। আমরা এখানে সবাই মিলে খুব ভালো আছি। এসব আলোচনা থাক।' মুরুব্বি গোছের একজন বললেন, 'আমাদের ধর্মীয় প্রধানরা আছেন। সুপ্রিম কোর্টে মামলাও চলছে। আমাদের এ সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে কী লাভ?'

তবে এ সবের পরেও কিন্তু একটি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ গুজরাটের থেকে অনেক এগিয়ে। বিষয়টি অনেককেই অবাক করতে পারে। ছোট-বড় যে কোনও শহরই হোক, চওড়া চওড়া মসৃণ রাস্তা থাকলে কী হবে, গুজরাটের মানুষের ট্রাফিক আইন মানার প্রবণতা নেই বললেই চলে। শহরের রাস্তায়, এমনকি জাতীয় সড়কেও হেলমেট পরেন না প্রায় কোনও বাইক বা স্কুটার আরোহী। যানজট হলে দেখা মিলবে না পুলিশেরও।

আরব সাগরের তীরে তীর্থস্থান সোমনাথ মন্দির যে শহরে, তার ট্রাফিক ব্যবস্থা দেখে সুকুমার রায়ের 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে, নিয়মকানুন সর্বনেশে' কবিতাটা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ভাবনগর থেকে আহমেদাবাদ ফেরার সময়ে দেখলাম রাস্তার দু'পাশে সাদা সাদা ছোট ছোট পাহাড়। গুজরাটের ১১টি জেলা দিয়ে যাতায়াত করেছি। ওইসব জেলায় মার্বেল পাথরের মন্দির তৈরির যে ধুম দেখেছি, তাতে মনে হয়েছিল ওগুলো বোধহয় মার্বেলের গুঁড়োর পাহাড়। কিন্তু না, একটু নজর করে দেখলাম, আশপাশের সব জমির উপরে সাদা আস্তরণ পড়ে আছে। এগুলি নুন তৈরির কারখানা। বড়-ছোট নুনের পাহাড়। সমুদ্রের জল খালপথে এনে তা থেকে ছেঁকে নেওয়া হচ্ছে নুন। ভাবনগর-আহমেদাবাদ জাতীয় সড়কের অন্তত ২৫ কিলোমিটার রাস্তার অনাবাদি জমিতে নুনের আস্তরণ। ইস পশ্চিমবঙ্গে যদি এত অনাবাদি জমি থাকত! ওই অনাবাদি জমির দৌলতেই ছয় লেন, আট লেনের রাস্তা, ফ্লাইওভারের ছড়াছড়ি গুজরাটে। আমাদের এখানে জমির জন্য জাতীয় সড়ক, মেট্রো রেলের কাজ পর্যন্ত থমকে।

আরও একটা বিষয় দেখে খুব দুঃখ হচ্ছিল। সব বড় শহরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখেছি, বাড়ির ছাদে সার দিয়ে সোলার প্যানেল। ছাদের উপরে যেন সোলার প্যানেলের ফলস সিলিং। রান্নার গরম জল, স্নানের গরম জলের জন্য সোলার হিটার। সমুদ্রের ধারে ঘুরছে উইন্ড মিল। বিকল্প শক্তি আর কয়েক বছরে হারিয়ে দেবে তাপবিদ্যুৎকে। আর এই বিকল্প বিদ্যুৎ প্রথম কিন্তু কার্যকর করেছিল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। আমরা তা বর্জন করেছি হেলায়।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

দেবী চৌধুরানির মন্দির

পূর্বা সেনগুপ্ত

উত্তরবাংলার এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র দেবী চৌধুরানি। যাঁকে আমরা শুধু একটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে স্মরণে রেখেছি। প্রায়শই আমাদের স্মরণে থাকে না এই চরিত্র উপন্যাসের নয়, কোনও একসময় তা এক রক্তমাংসের জীবন্ত অস্তিত্ব ছিল। দেবী চৌধুরানি ছিলেন প্রথম নারী, যিনি সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে ব্রিটিশ মদতে পুষ্ট দেশীয় জমিদারদের নারী ও সাধারণ মানুষদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তাঁর পথপ্রদর্শক ও গুরু ভবানী পাঠক জগৎ কল্যাণ্যের জন্য এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁরা জমিদার ও অবস্থাপন্ন মানুষদের ঘরে ডাকাতি করতেন আর সেই ডাকাতির অর্থ বিলিয়ে দিতেন সাধারণ ও গরিব মানুষদের মধ্যে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের মধ্যে আমরা দেখছি, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ সালে, শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্র রচিত দেবী চৌধুরানি উপন্যাসটি আনিয়েছেন। ভক্তদের মধ্যে কেউ পাঠ করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শুনছেন সেই দর্শনের কথা, যা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। সেখানে প্রফুল্ল যিনি দেবী চৌধুরানি হয়ে উঠবেন, তিনি জানাচ্ছেন, স্ত্রীর কাছে স্বামীই ভগবান। মাটির প্রতিমা কিংবা প্রতিমায় ঈশ্বরের ধারণা তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে না। তিনি তাঁর স্বামীকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন।

প্রফুল্লের মুখের এই কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করছেন এবং বলছেন নারীদের পতিই দেবতা এই ভাবনা ঈশ্বর সাধনার একটি অঙ্গ হতে পারে। সন্ন্যাসী আন্দোলনের হাত ধরে দেবী চৌধুরানি একটি স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেছিলেন। সামান্যা নারী থেকে তাঁর দেবী হয়ে ওঠার কাহিনী সত্যই চমকপ্রদ।

পর্ব - ৪৫

তবে এখানে একটি বড় প্রশ্ন যে গৃহদেবতার আলোচনায় আমরা দেবী চৌধুরানির প্রসঙ্গ তুলে আনছি কেন? এর উত্তরে বলা যায়, দেবী চৌধুরানি ছিলেন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ফসল। তাঁর গুরু ভবানী পাঠক অন্য ডাকাতদের মতোই দেবতাকে আরাধনার

মন্দিরে দুটি কালীমূর্তি। একটি থানকালী অপরটি ভদ্রকালী। এই থানকালী হলেন খুব প্রাচীন কাঠের মূর্তি। এইরকম দারুমূর্তি সত্যই বিরল। এই মূর্তিই নাকি ভবানী পাঠক পুজো করে ডাকাতি করতে নির্গত হতেন। আরেকটি মন্দিরে দেবী চৌধুরানি, ভবানী পাঠক, তিস্তাবুড়ি, গঙ্গা দেবী, সিদ্ধিরাজ ও নরসিংহ শেয়াল প্রতিষ্ঠিত। সামনে দুটি সৈনিক, তাদের কাঁধে রাইফেল বেশ বিস্ময় সৃষ্টি করে।

পরই ডাকাতি করতে যেতেন। ভবানী পাঠকের আরাধিত ডাকাতকালীই আজ আমাদের আলোচনার বিষয়। ভবানী পাঠকের আরাধিত কালীর অবস্থান ঠিক কোথায় তা নিয়েও মতদ্বৈধ আছে। একটি জলপাইগুড়ি থেকে কুড়ি মাইল দূরে, শিকারপুর চা বাগানের ভেতরে। একটি জলপাইগুড়ি শহরের একপাশে করলা তীরে।

আমাদের জানা জরুরি, যে তিনটি অঞ্চলে বিস্তৃত দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের অস্তিত্ব। দেবী চৌধুরানির সময় হল ১৭৮৫ সাল, বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চল। অধুনা বাংলাদেশের পীরগাছা উপজেলার মন্থনা নামক স্থানে দেবী চৌধুরানির রাজবাড়ি অবস্থিত। জমিদার অনন্তরাম ছিলেন কোচবিহার রাজার কর্মচারী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অনন্তরাম কর্মচারী থাকার সময়েই জমিদারি পত্তন করেন। কোচবিহারের রাজা তাঁকে নিজের অধীন জমিদার পদ প্রদান করেছিলেন। অনন্তরামের পুত্র যাদবেন্দ্র নারায়ণ। যাদবেন্দ্র নারায়ণের পুত্র রাঘবেন্দ্র নারায়ণ ও পৌত্র নরেন্দ্র নারায়ণ। এই নরেন্দ্র নারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর বিধবা পত্নী জয়দুর্গা দেবী জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই জয়দুর্গা দেবীই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেবী চৌধুরানি। তিনি জমিদার গৃহিণী হয়েও প্রজাদের সঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে একজন সক্রিয় পরিচালক ও কর্মী ছিলেন। মন্থনার জমিদারদের ২৮ একর জমির উপর তৈরি বিরাট রাজবাড়ি এখন পরিত্যক্ত ও ভগ্নদশা নিয়ে পড়ে।

এই রাজবাড়ির পাশ দিয়ে এখন ক্ষীণস্রোতা 'ঢোস মারা খাল' নামে এক বিরাট খাল। সেই খালের সঙ্গে রাজবাড়ির যোগ ছিল এক সুড়ঙ্গের মাধ্যমে। আর সেই সুড়ঙ্গ দিয়েই নৌকাযোগে জয়দুর্গা দেবী তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। এই মন্থনার জমিদারবাড়ি এখন জঙ্গলে পরিণত হলেও তার সম্মুখভাগে জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির এখনও রয়েছে। প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জমিদারি লাভের আগে, জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণের মাধ্যমে। সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনটি মূর্তি। অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর শিব ও হরিহর মূর্তি। অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর শিব মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে গঠিত দেবভাবনা। এই তিন মূর্তি মঙ্গলকাব্যের সমসাময়িক বলে ধরা যায়।

ভবানী পাঠক ছিলেন মূলত উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর অঞ্চলের লোক। তিনি ভাগ্যান্বেষণে উপস্থিত হয়েছিলেন অধুনা দুর্গাপুর অঞ্চলে। এখন দুর্গাপুর মিশন হসপিটালের পিছনে ভবানী পাঠকের ডেরা দেখতে পাওয়া যায়। একমতে এই অঞ্চলের থেকে সোজাসুজি গেলে বাংলাদেশের রংপুরের গাইবান্ধা অঞ্চল। সেই গভীর জঙ্গলে ছিল দেবী চৌধুরানির ডেরা।

আমরা আগেই বলেছি দেবী চৌধুরানি মূলত উঠে এসেছিলেন নারীদের উপর অত্যাচারের ঘটনা থেকে এমনই একটি সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও তাঁকে বাগদির বেটি ও স্বামী পরিত্যক্তা রূপে দেখতে পাই। এই মতে তিনি জয়দুর্গা দেবীর কাছ থেকে সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন কিন্তু জয়দুর্গা ও দেবী চৌধুরানি এক চরিত্র নন কখনোই। জয়দুর্গা দেবী পশ্চিম দিনাজপুর শাসন করতেন। তিনি ট্রাইবাল বা আদিবাসী ছিলেন বলে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এমন সম্ভাবনার কথাও অনেকে বলেন। দেবী চৌধুরানি অবশ্যই বাস্তব চরিত্র ছিলেন কিন্তু তাঁকে নিয়ে নানা কাল্পনিক কাহিনীর কোনও অভাব নেই।

আমরা জলপাইগুড়ি জেলার দুটি মন্দির নিয়ে আলোচনা করব। দুই মন্দিরই ভবানী পাঠকের মন্দির নামে চিহ্নিত। একটি জলপাইগুড়ি ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে। সেই অঞ্চলে মাটির নীচ থেকে পাওয়া গিয়েছে প্রাচীন বজরা ও নৌ সংক্রান্ত অনেক কিছু। সবই হয় থানায় বা মিউজিয়ামের বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ। স্থানীয় মানুষদের কাছে এটি শ্মশানকালীর মন্দির। কিন্তু পর্যটন বিভাগ এই মন্দিরকে দেবী চৌধুরানির মন্দির রূপে স্বীকার করেনি। ১৯০৫ সালে যে সিট ম্যাপ তৈরি হয় সেখানেও এই কালী মন্দিরের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ হল শতাব্দীপ্রাচীন এক মন্দির।

দ্বিতীয় যে মন্দিরটি সরকার কর্তৃক ভবানী পাঠকের মন্দির রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছে সেই মন্দির হল জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে শিকারপুর অঞ্চলে। এখানে চা বাগানের ধারে বহু প্রাচীন কাঠের মন্দিরের দেখা পাওয়া যায়। মন্দিরে দুটি কালীমূর্তি। একটি থানকালী অপরটি ভদ্রকালী। এই থানকালী হলেন খুব প্রাচীন কাঠের মূর্তি। এইরকম দারুমূর্তি সত্যই বিরল। এই মূর্তিই নাকি ভবানী পাঠক পুজো করে ডাকাতি করতে নির্গত হতেন। আরেকটি মন্দিরে দেবী চৌধুরানি, ভবানী পাঠক, তিস্তাবুড়ি, গঙ্গা দেবী, সিদ্ধিরাজ ও নরসিংহ শেয়াল প্রতিষ্ঠিত। সামনে দুটি সৈনিক, তাদের কাঁধে রাইফেল বেশ বিস্ময় সৃষ্টি করে।

মন্দিরে সৈনিক মূর্তি? বেশ আশ্চর্য ব্যাপার। ২০১৮ সালে এই মন্দির অগ্নিদগ্ধ হলে নতুন করে কাঠের মন্দির ও মূর্তি তৈরি হয়। এদের মধ্যে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানির দারুমূর্তির মুখটুকু বেঁচে যায়। সেই মুখের অনুকরণে, পুরোনো ছবির সাহায্য নিয়ে নতুন মূর্তি গঠন করা হয়েছে। পাশে আছে টিন ঢাকা একটি স্থান সেখানে বেশ কয়েকটি গ্রামদেবতার পুজো করা হয়। মন্দিরটিতে

থানকালী আগে বৈষ্ণবী শ্যামাকালী ছিলেন। নিরামিষ ভোগ হত। কিন্তু পরে কেউ তাঁকে কৃষ্ণবর্ণ বানিয়ে আমিষ ভক্ষণে বাধ্য করেছেন। বর্তমান পুরোহিত নাকি বংশপরম্পরায় পুজো করে আসছেন। তিনি সেই পূজারি বংশের উনিশতম প্রজন্ম।

মন্দিরটিকে ভবানী পাঠকের মন্দির বলে চিহ্নিত করা হলেও একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি দেয়, - দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠক নিজেদের মূর্তি পুজো করতেন? নাকি দুজনের মূর্তি পরবর্তীকালের সংযোজন। তবে এই মন্দিরে দেবী চৌধুরানি মূর্তির মুখে আদিবাসী প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

জলপাইগুড়ির রাজা দর্পদেব রায়কত ১৭২৮ থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত শাসন করেন। কথিত আছে এই সময় তিনি এক সন্ন্যাসীর মাধ্যমে প্রভাবিত হন। সেই সন্ন্যাসীই হলেন ভবানী পাঠক। রাজা দর্পদেবই নাকি এই দ্বিতীয় মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাই এই মন্দিরকে অনেকে 'সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্দির' নামেও চিহ্নিত করে থাকেন। রাজা দর্পদেব অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি ব্রিটিশদের অধীনতা কখনও স্বীকার করেননি বা মেনে নেননি। তাই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব সর্বক্ষণ লেগেই থাকত। দেবী চৌধুরানির সঙ্গে রাজা দর্পদেবের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রফুল্লের স্বামী ব্রজেশ্বরের চরিত্র বর্ণনা করেন তা কিছুটা রাজা দর্পদেবের ছায়ায় রচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র বৈকুণ্ঠপুরের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তিনি এই কাহিনী নিয়ে দেবী চৌধুরানি উপন্যাস রচনা করেন, যার প্রথম সংস্করণে সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা থাকলেও পরবর্তীকালে তা কাল্পনিক চরিত্র বলে লেখা হতে থাকে। আবার উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে জানিয়েছেন রংপুর, দিনাজপুর আর বৈকুণ্ঠপুর– এই তিন জেলা ছিল দেবী চৌধুরানির এলাকা। সেদিক দিয়ে বৈকুণ্ঠপুরের শ্মশানকালীই কিন্তু ভবানী পাঠক বা দেবী চৌধুরানি পূজিত কালীরূপে মান্যতা পাওয়ার বেশি অধিকারী। শোনা যায় ১৮৯০ সালে নয়ন কাপালিক নামে এক কাপালিক এই মন্দিরে আসেন। কালীপুজোর কালে একজনকে তিনি বলি দিয়েছিলেন। সেই নরবলি দেওয়ার জন্য নয়ন কাপালিকের ফাঁসি হয়। বিতর্ক থাকলেও ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানির অস্তিত্ব যে এক উল্লেখযোগ্য বিষয় তাতে সন্দেহ নেই।

ভারত আমার...পৃথিবী আমার

তোমার বয়স আসলে কত

অভিনব ভাবনা বছর ত্রিশের শিঞ্জিন কে পি'র। বয়স্কদের জন্য তিনি 'হাউ ওল্ড আর ইউ', বাংলায় 'তোমার বয়স আসলে কত' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিটি গ্রুপ খুলেছেন। যেখানে সদস্য সংখ্যাটা ইতিমধ্যেই ৪০০ পেরিয়েছে। সকলেই পঞ্চাশোর্ধ্ব। শিঞ্জিন তাঁদের বিভিন্ন রকম অনলাইন চক্রান্তের হাত থেকে বাঁচতে এবং একইসঙ্গে প্রযুক্তিকে সহজে ব্যবহার করা শিখিয়ে থাকেন।

নিউ ইয়র্কে মেট গালায় ডায়না রস। এই পোশাক নিয়ে গোটা বিশ্বে বিস্ময়ের ঝড়।

দ্বাদশ উত্তীর্ণ বৃদ্ধা

ইচ্ছে থাকলে বয়স যে কোনও বাধাই নয়, প্রমাণ করলেন তামিলনাড়ুর ছোট্ট গ্রামের বাসিন্দা রানি এন টি। ১৯৭২ সালে পাশ করেছিলেন মাধ্যমিক। গ্রামে উচ্চশিক্ষার সুযোগ না থাকায় আর পড়াশোনা করা হয়নি। এরপর বিয়ে করে স্বামী, সন্তান নিয়ে সুদীর্ঘ সংসার জীবন। মনের মধ্যে যদিও সুপ্ত বাসনা ছিল, লেখাপড়াটা আবার করতে হবে। স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের চেষ্টায় ৫৭ শতাংশ নম্বর নিয়ে দ্বাদশোত্তীর্ণ হলেন বৃদ্ধা।

৭৮ বছর পরে

ভাবতে পারেন, স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও উত্তরপ্রদেশের নিজামপুর গ্রাম থেকে এতদিন কেউ মাধ্যমিক পাশ করেনি! গ্রামের সেই 'রেকর্ড' ভেঙে দিলেন রাম সেবক। ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে বোর্ড পরীক্ষা পাশ করলেন তিনি। ফোন এল স্বয়ং জেলা শাসকের। দেখা করতে বললেন। কিন্তু বেচারা রাম এখন চিন্তায়, অত বড় অফিসারের সামনে যাবেন কোন মুখে? তাঁর যে পায়ে পরার জুতোটুকুও নেই।

বেকহ্যামের বিপদ

শাশুড়ি-বৌমা খিটিমিটি শুধু বাঙালি ঘরেই হয় না। হয় ডেভিড এবং ভিক্টোরিয়া বেকহ্যামের সংসারেও! তিন বছর আগে হলিউড অভিনেত্রী নিকোলা প্লেটজকে বিয়ে করেন বেকহ্যামের বড় ছেলে ব্রুকলিন। কিন্তু সুখের দিন শেষ। ব্রুকলিন আর প্লেটজ বর্তমানে বেকহ্যাম পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। আর এই খবর লালমোহনবাবুর ভাষায়, 'সেলিং লাইক হট কচুরিস'!

সপ্তাহের সেরা ছবি

ওরা পাঁচজন। আমরা চারজন। ফ্রাঙ্কফুর্টে মেইন নদীর ধারে অপরূপ দৃশ্য। -গার্ডিয়ান

কবিতা

অ-কৃতজ্ঞ
সোমা দে

সভ্যতার ভেতরে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বর্বরতা
শরীর থেকে খুলে নিয়েছি পোশাকি বন্ধুত্বের চিহ্ন
রোজকার দহন গায়ে মেখে এগিয়ে চলি গন্তব্যের দিকে
রোদ চশমার আড়ালে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখি বিষাদ সিন্ধু

উপকারের প্রতিদানে কোঁচড় ভরে গেছে অভিযোগে
আপাতত ঠোঁটে কুলুপ এঁটেছে প্রত্যুত্তর
এঁটেল মাটির বুকে ক্রমশ পুরু হচ্ছে অশ্মের আস্তরণ ..

পার্শ্ববর্তী অবস্থানে থাকা সকলেই মানুষ নয়,
বুর্জোয়া জীব অথবা ছদ্মবেশী দুর্জন।

ঠিকানা
অমিত রায়

তোমায় আমি কী-ই বা দিতে পারি
ছোট্ট নদী, বাঁশের সাঁকো— আত্ম-অহংকারী
সময় ভীষণ দামি। সময় হাঁটুক ধীরে
কংক্রিটের জীবনরেখা! আশ্লেষে হৃদয় চিরে।

কাছের মানুষ ফিরে আসুক... আসুক ফিরে।
তোমায় দোব অনেক কিছু
একটা বিকেল চোখের জলে; মেঘের বাড়ি নীচু
কোন মেঘেরা ভিনদেশি গো? নেই তো জানা
সহসা আবার দেখা পেলে রাখব ঠিকানা।

রোদের খবর
দীপান্বিতা রায় সরকার

পাখির চোখ এফোঁড়-ওফোঁড়
কোথায় সে ধ্রুবক বাণ?
সে বোধ আর জাগল কোথায়!
যেখানে সব আয়ুষ্মান।

এই যে ভীষণ ক্রান্তিকালে,
ফুরায় আয়ু ঘনায় ঘুম।
বরফ কঠিন জমাট ঘৃণায়
যুগলবন্দি এ মরশুম।

তোমার কখন সময় হবে?
রোদ লেফাফায় খবর দাও
আমাদের শৈত্য শহর
প্রবল শীতে কম্পমান।

আমরা শুধুই ক্ষয় দেখেছি,
ঘুণপোকাদের ঘর দেখেছি বৃক্ষমূলে,
শুদ্ধ সহজ, আবার কবে? নতুন করে
সবুজ পাতার উপত্যকা আমার হবে?

বৈবাহিক
অমিতাভ সরকার

যত এগোচ্ছি সময়টা হাত থেকে...
ইচ্ছের লুকোনো বয়সে মোচড় দিচ্ছে চিন্তা

নদীর সব পাহাড়েই বরফ জমা কুয়াশা

আলো দেখেও আকাশটা যে কী ভাবছে বুঝি না
সবই কেমন-

জানলা খুললেও গায়ে জামা দিয়ে রাখতে হয়

কাল রাতের বৃষ্টির পর
ভোরের হাওয়াটা খুব ঠান্ডা।

হৃদিস্রোতা
দেবার্ঘ্য সাহা

একটা গোলাপ একফালি দিন সহস্র রাত
একটা গোলাপ বুক চিনচিন জলপ্রপাত
একটা গোলাপ অতলস্মৃতি, টুকরো কথা
একটা গোলাপ বীরুৎ জীবন খরস্রোতা
একটা গোলাপ মনকেমনে বায়নাবিলাস
একটা গোলাপ আগলে রাখে বিষণ্ণ মাস
একটা গোলাপ লিখছে চিঠি মন খারাপে
একটা গোলাপ একলা ঘরে দুঃখ মাপে
একটা গোলাপ চাইছে তোকে যখন-তখন
একটা গোলাপ প্রতিদিনের মন উচাটন
একটা গোলাপ বুনতে থাকে এই কবিতা
সেইখানে তোর নাম রেখেছি হৃদিস্রোতা

কথার পালক ভাসিয়ে নীলে, আসবি কবে?
এই বসন্তে এবার বোধহয় বৃষ্টি হবে...

সহিষ্ণুতার মন্ত্র
রুমি নাহা মজুমদার

সন্ত্রাসী মনে বাড়ছে অসন্তোষ
আতশকাচে দেখতেই পারো দোষ।

তোমার সনে নেই তো আড়াআড়ি
যে যার মতন ফিরছি আপন বাড়ি

চলতি পথে হোঁচট লাগলে পরে
কেউ কখনও আগলাবে হাতে ধরে?

তাই যদি না পারো তুমি কোনও
হাজার পাঠেও শুধরোবে না যেন

মানবতার বিপুল হিসেব কষে
অঙ্ক মেলাও সে কি ধর্ম বশে?

ধর্ম ধর্ম করে অধর্ম হয়
জীবন পথে এমনি করেই আসে বিপর্যয়

তাই বলে কি শিখবে না আর ক্ষমা ধর্ম কথা
সহিষ্ণুতার মন্ত্রেই আছে ভালোবাসার সোঁতা।

কাল্পনিক
তাপসী লাহা

ক্রমশ এগোয় রাতের শব্দ
গান ফেররি করে নেড়িদের দল।
দু'-একটা পেরিয়ে যাওয়া বাহন নিরুদ্দেশ হবে বলে
হর্নে আব্বুলিশ বাজিয়ে চলে গেল এইমাত্র
বিশ্রামের মোহপর্বে জেগে থাকবে মহীয়সী তারারা
আকাশের সূচিপত্রে তখন ক'পশলা গা ছেঁড়া মেঘ,
নিস্তব্ধ চাহনিতে ভরাট করে ফেলেছে
খোপ কাটা রাত বিষয়ের হাতলেখায়..
তারপর এক সংক্ষিপ্ত বৈঠক সেরে নেয় পরিত্যক্ত সড়কেরা।
ভোটদাতার তালিকায় নথিবদ্ধ হয়নি ওদের নাম।
কালো পালকের ভাড়াটে পোশাক পরা
এক কাক মামলা লড়ার প্রতিশ্রুতি দিলে
সড়কেরা সাগ্রহে ধর্নায় শুয়ে পড়ে খোলা আকাশের নীচে,
পোশাকি প্রেমে আদিগন্ত সড়কেরা আকাশের মতো কোনও নীল কাল্পনিক।

অবাক ক্রিকেটমহল, সিদ্ধান্ত বদলের সম্ভাবনা ক্ষীণ

টেস্ট থেকে অবসরের ইচ্ছাপ্রকাশ কোহলির

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মে : নয়া সন্ধিক্ষণের দোরগোড়ায় ভারতীয় ক্রিকেট!

দিনকয়েক আগে রোহিত শর্মা আচমকাই টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন। তার কয়েকদিনের মধ্যেই একই পথে হাঁটার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন বিরাট কোহলি।

২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পরই কুড়ির ক্রিকেট থেকে কোহলি-রোহিতরা অবসর নিয়েছিলেন। টেস্টের আঙিনাতেও অনেকটা একই সমীকরণ সামনে এসেছে আজ। জানা গিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে ইংল্যান্ড সিরিজের আগেই টেস্ট থেকে অবসরের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন কোহলি। হিটম্যানের মতোই একদিনের ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন বিরাট।

> বিরাটের মধ্যে এখনও যথেষ্ট ক্রিকেট বাকি বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর ফিটনেসের দিক থেকে কোহলির ধারেকাছে কেউ নেই। তাই ও ইংল্যান্ড সফরের আগে এমন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না করলেই ভালো।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**
> (বিরাট কোহলির অবসর প্রসঙ্গে)

সিদ্ধান্ত রাত পর্যন্ত তিনি চূড়ান্ত করেছেন বলে খবর সামনে আসেনি এখনও। কিন্তু পরিস্থিতি যা, কোহলি তাঁর অবসরের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে চলেছেন। টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরে কোহলির যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, বিরাট 'মানসিকভাবে' তৈরি হয়েই এমন ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, রোহিতের টেস্ট ছাড়ার দিনই এমন পরিকল্পনার কথা সামনে আনতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলে দিনকয়েক পরে সামনে এনেছেন টেস্ট থেকে তাঁর অবসর ভাবনা। বড় অঘটন না হলে রোহিতের পর কোহলিকে ছাড়াই ইংল্যান্ড টেস্টের দল ঘোষণা করতে চলেছেন অজিত আগরকাররা।

রোহিতের পর কেন বিরাটও একই পথে হাঁটতে চলেছেন? ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে খোঁজ নিয়ে সামনে আসছে চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণেই এমন পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত। রবিচন্দ্রন অশ্বীন আগেই সরে গিয়েছেন। এবার রোহিতের পর কোহলিও সেই পথে। ভিন্ন মতও রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ই সাজঘরে সতীর্থদের সামনে টেস্ট থেকে অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিরাট। কিন্তু তাঁর সতীর্থরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যাওয়া আইপিএলের আসরে

লখনউ থেকে বেঙ্গালুরুতে ফিরছেন বিরাট কোহলি, জোশ হ্যাজেলউড। শনিবার।

দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন কোহলি। তাঁর হারিয়ে যাওয়া ছন্দ ফিরে এসেছে, এমনটাই ধরে নিয়েছিল ক্রিকেটমহল।

কিন্তু আজ পুরো ছবিটা একশো আশি ডিগ্রি বদলে গিয়েছে। ভারত-পাক যুদ্ধের সংঘর্ষ বিরতির রাতে কোহলিকে নিয়ে হইচই চলছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে। বিসিসিআইয়ের তরফে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্যও কোহলির কাছে আবেদন গিয়েছে বলে খবর। আম্বাতি রায়াডুর মতো অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার বিরাটকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধও করেছেন। বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা রাতের দিকে নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'বিরাটের মধ্যে এখনও যথেষ্ট ক্রিকেট বাকি বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর ফিটনেসের দিক থেকে কোহলির ধারেকাছে কেউ নেই। তাই ও ইংল্যান্ড সফরের আগে এমন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না করলেই ভালো।'

বিরাট নাকি জাতীয় দলের অধিনায়কত্বও ফিরে পেতে চেয়েছিলেন, এমন চমকপ্রদ তথ্যও আজ শোনা গিয়েছে। যদিও কোহলির ঘনিষ্ঠমহলের ইঙ্গিত, 'ফেক নিউজ'। কোহলি টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্বে ফিরতে একেবারেই রাজি নন। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দলে রজত পাতিদারের নেতৃত্বে কোহলির খেলা। বিরাটের অবসরের ইচ্ছাপ্রকাশ নিয়ে অনেকেই বিস্মিত। বিসিসিআই কীভাবে কোহলির সঙ্গে আলোচনা করে, বিরাট তাঁর সিদ্ধান্ত বদলান কি না- এমন নানা বিষয়ের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহল। তাছাড়া রোহিতের পর কোহলিও ইংল্যান্ড সফরে না গেলে সম্ভাব্য নতুন অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়ার টিআরপি রেটিং কমে যাবে অনেকটাই।

যদিও কোচ গম্ভীরের জমানায় সহজে বিরাট তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাবেন বলে মনে হয় না। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে, রোহিতের পর কোহলির টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে সরকারি সিলমোহর পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

বুমরাহকে নেতৃত্বে চান প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১০ মে : আইপিএলের মাঝে হঠাৎ অবসর।

রোহিত শর্মার যে সিদ্ধান্তে অনেকে অবাক হলেও সেই দলে নেই মাইকেল আথারটন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের যুক্তি, রান পাচ্ছিলেন না রোহিত। অধিনায়ক হিসেবে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া সফরে চূড়ান্ত ব্যর্থ। প্লেয়ার ও অধিনায়ক হিসেবে টানা ব্যর্থতা ত্বরান্বিত করেছে রোহিতের অবসরকে।

'ব্যর্থ' রোহিতের অবসরে অবাক নন আথারটন

আথারটন বলেছেন, 'অবসরের সিদ্ধান্ত ওর ব্যক্তিগত। তবে ইংল্যান্ড সফরে দলে থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। আর রোহিতের অবসর ঘোষণার পর ভারতীয় নির্বাচকরা সামনের দিকে তাকাতে চান, তাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সবমিলিয়ে রোহিত টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ায় আমি মোটেও অবাক নই। নিজে রান পাচ্ছে না। ভারতও টানা হারছে (শেষ ৬টি টেস্টে ৫টিতে হার)- একজন অধিনায়কের কাছে যা অস্বস্তির। তার প্রতিফলন অবসর।'

আথারটনের যুক্তি, ৩৮ বছর বয়সও রোহিতের বিপক্ষে। তাছাড়া ভারতীয় দলের গভীরতাও অত্যন্ত বেশি। ফলে ব্যর্থ হলে চাপ তৈরি হয়। ৩৮-এ পা রাখা রোহিতের পক্ষে যেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো সহজ নয়। সেদিক থেকে রোহিতের সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত। তবে রোহিত ক্রিকেট দুনিয়ার অন্যতম বড় নাম। এই রকম একজনের টেস্ট কেরিয়ারে ইতি পড়লে একটা খারাপ লাগা থাকে।

প্রশ্ন এখন, রোহিতের জুতোয় কে পা রাখবেন? শুভমান গিল, জসপ্রীত বুমরাহ সহ একাধিক নাম ঘুরপাক খাচ্ছে। যে তালিকায় বুমরাহকেই পছন্দ নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন প্রধান এমএসকে প্রসাদের। বলেছেন, 'বুমরাহ, শুভমান, লোকেশ রাহুল-আমাদের হাতে তিনটি বিকল্প। বুমরাহকে যদি ধরেন, ও চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং পরবর্তী চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তেও খেলবে। অধিনায়ক হিসেবে যেটুকু সুযোগ পেয়েছে, সাফল্য পেয়েছে।'

শুভমানকে বাতিলের তালিকায় না রাখলেও ধীরে চলো নীতির পক্ষে। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার প্রসাদের প্রস্তাব, বুমরাহকে অধিনায়ক এবং শুভমানকে ডেপুটি করা উচিত। বলেছেন, 'তিন নম্বরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় খেলবে ও। আমি চাই ইংল্যান্ডে ব্যাটিংয়ে মনঃসংযোগ করুক শুভমান। বুমরাহ অধিনায়ক হিসেবে দুর্দান্ত। এই নিয়ে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে অধিনায়ক বুমরাহ, সহ অধিনায়ক শুভমান- এভাবে শুরু করা যেতে পারে। আর ইংল্যান্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ সফরের আগে যেই অধিনায়ক হোক, সে যেন চাপে না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে।'

> বুমরাহ, শুভমান, লোকেশ-তিন বিকল্প আমাদের হাতে রয়েছে। বুমরাহকে যদি ধরেন, ও চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং পরবর্তী চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তেও খেলবে। অধিনায়ক হিসেবে যেটুকু সুযোগ পেয়েছে, সাফল্য পেয়েছে।
>
> **এমএসকে প্রসাদ**

৮০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড আফসালের

দুবাই, ১০ মে : সংযুক্ত আরব আমিরশাহি অ্যাথলেটিক্স গ্রাঁ প্রিঁ-তে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমসে রুপোজয়ী ভারতের মহম্মদ আফসাল। সেইসঙ্গে পুরুষদের ৮০০ মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকর্ড গড়লেন কেরলের মাঝারি দূরত্বের এই দৌড়বিদ। সাত বছর আগে ২০১৮ সালে আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে ৮০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে ১ মিনিট ৪৫.৬৫ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন জিনসেন জনসন। ভারতীয়দের মধ্যে ৮০০ মিটারে এতদিন সেটাই ছিল দ্রুততম। তবে দুবাই পুলিশ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় সেই নজির ভাঙলেন ২৯ বছরের আফসাল। তিনি সময় নেন ১ মিনিট ৪৫.৬১ সেকেন্ড। প্রথম হয়েছেন কেনিয়ার নিকোলাস কিপলাগাটের। সময় নিয়েছেন ১ মিনিট ৪৫.৩৮ সেকেন্ড।

একসঙ্গে দশজন রিটায়ার্ড আউট!

ব্যাংকক, ১০ মে : দলের দশজন ব্যাটারই রিটায়ার্ড আউট। অর্থাৎ বোলাররা নয়, নিজেরাই নিজেদের 'আউট' ঘোষণা করে সাজঘরে ফিরে গিয়েছেন ব্যাটাররা! এমন অবাক কাণ্ড মহিলাদের সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-কাতার ম্যাচে! তাও আবার যেমন তেমন ম্যাচ নয়, একেবারে টি২০ বিশ্বকাপের এশীয় অঞ্চলের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এমন বিরল কাণ্ড ঘটেছে! প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আমিরশাহির হয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইশা ওজা (১১৩), তৃথা সতীশ (৭৪) ওপেনিং জুটিতে ১৬ ওভারে ১৯২ যোগ করার পর রিটায়ার্ড আউট নাটকের শুরু। বৃষ্টি আসতে পারে। এই সম্ভাবনা থেকে ওপেনারদের পর আমিরশাহির বাকি আট ব্যাটার একটা বল না খেলেই নিজেদের 'রিটায়ার্ড আউট' ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্তের সুফল বোলারদের হাত ধরে। ১৯৩-র জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে মাত্র ২৯ রানে গুটিয়ে যায় প্রতিপক্ষ কাতার মহিলা দল। রিজফা বানো ইমানুয়েল ২০ করেন! সাতজনের শূন্য! ১৬৩ রানের বিশাল জয় ছাপিয়ে এক ইনিংসে দশজন ব্যাটারের 'রিটায়ার্ড আউট'-এর বিরল দৃশ্য চমকে দিয়েছে ক্রিকেট বিশ্বকে।

ওমানে পাকিস্তানের কাছে হার ভারতের

মাসকট, ১০ মে : দুই দেশের মাঝে বাড়তে থাকা উত্তাপের মধ্যেই এশিয়ান বিচ হ্যান্ডবলে মুখোমুখি হল ভারত-পাকিস্তান। ওমানের মাসকটে পাকিস্তানের কাছে ০-২ গোলে হেরেছে ভারত। সূত্রের খবর, ভারত প্রাথমিকভাবে ম্যাচ বয়কটের কথা ভেবেছিল। তবে আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হয় ম্যাচ বয়কটের শাস্তি হিসেবে দুই বছর নির্বাসনের সঙ্গে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণও দিতে হতে পারে। তাই শেষ পর্যন্ত ম্যাচে নামে ভারত। সর্বভারতীয় হ্যান্ডবল ফেডারেশনের তরফে আনন্দেশ্বর পান্ডে বলেছেন, 'আমরা ক্রীড়ামন্ত্রক এবং ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু এখনও উত্তর পাইনি।' সেমিফাইনাল বা ফাইনালেও মুখোমুখি হতে পারে ভারত-পাকিস্তান।

সাদাম্পটনের সঙ্গে ড্র ম্যাঞ্চেস্টার সিটির

সাদাম্পটন, ১০ মে : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে একেবারে শেষ স্থানে আছে সাদাম্পটন। সেই তাদের সঙ্গেই গত তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি গোলশূন্য ড্র করেছে। ৪টি শট তারা টার্গেটে রাখলেও গোলমুখ খুলতে পারেনি। এই ম্যাচ ড্র করে সিটি ৩৬ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে থাকল।

সেনাদের স্যালুট হার্দিক-স্মৃতিদের

নয়াদিল্লি, ১০ মে : 'অপারেশন সিঁদুর' অব্যাহত।

পহলগামের হিসেব এবং জঙ্গিদের মদতদাতা পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দিতে লড়াই চালাচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। দেশের সেনাকর্মীদের যে প্রচেষ্টাকে এদিন কুর্নিশ জানালেন হার্দিক পান্ডিয়া। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়কের মতে, সেনাবাহিনী গোটা দেশের গর্বের। দেশকে সুরক্ষিত রাখতে তাদের প্রচেষ্টা, আত্মত্যাগকে কুর্নিশ।

সমাজমাধ্যমে হার্দিক লিখেছেন, 'সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব। আমরা কৃতজ্ঞ যেভাবে দেশ এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় সেনাবাহিনী নিরন্তর সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ধন্যবাদ আমাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য।' সেনাবাহিনীর নির্ভীক প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন ভারতীয় মহিলা দলের সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানাও।

> সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব। আমরা কৃতজ্ঞ যেভাবে দেশ এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় সেনাবাহিনী নিরন্তর সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ধন্যবাদ আমাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য।
>
> **হার্দিক পান্ডিয়া**

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় ত্রিদেশীয় ওডিআই সিরিজের ব্যস্ততার মাঝে স্মৃতি লিখেছেন, 'আমাদের সেনাবাহিনী দায়বদ্ধতা, সাহসিকতা, আত্মত্যাগকে সেলাম জানাই। তোমাদের শক্তি আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করছে। আমরা প্রত্যেকে তোমাদের পাশে আছি। চিরকাল থাকব। বন্দে মাতরম।'

মহিলা দলে স্মৃতি মান্ধানার আরেক সতীর্থ অফস্পিনার স্নেহ রানা বলেছেন, 'পরীক্ষার সময়। দেশের সমস্ত নাগরিকের কাছে অনুরোধ, গুজব ছড়াবেন না। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোনও প্রোপাগান্ডা চালাবেন না। মাতৃভূমির নিরাপত্তার জন্য যে আপ্রাণ লড়াই করছে আমাদের সেনাবাহিনী, হৃদয় থেকে ওদের পাশে আছি। জয় হিন্দ।' ভারতীয় পুরুষ দলের রবিচন্দ্রন অশ্বীন নিজের এক্স হ্যান্ডলে প্রাক্তন অফস্পিনার লিখেছেন, 'মানসিকভাবে দেশের সেনাবাহিনীর পাশে আছি সর্বক্ষণ।'

২০২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ

ফাইনাল আয়োজন করতে আগ্রহী ভারত

নয়াদিল্লি, ১০ মে : ২০২৭ সালে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের আয়োজন করতে চাইছে ভারত। প্রথম দুইটি ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে ইংল্যান্ডে। তৃতীয় ফাইনালও বিলেতের মাটিতে বসবে। তবে চলতি ২০২৫-২০২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে খেতাবি যুদ্ধের আয়োজনে উৎসাহী ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সূত্রের খবর, এই ব্যাপারে উদ্যোগী বিসিসিআই।

ভারতের যে উদ্যোগের পথে কাঁটা সেই পাকিস্তান। গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানে খেলতে দল পাঠায়নি বিসিসিআই। পালটা হিসেবে ভারতে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাক বোর্ডও। যে অবস্থানের ছায়া পড়ার আশঙ্কা থাকবে ভারতে যদি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল হয়। পাকিস্তান যদি ফাইনালে ওঠে, তাহলে বিসিসিআইয়ের পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে।

পাক-কাঁটা থাকলেও খবর, বিসিসিআই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল পেতে আগ্রহী। সূত্রের খবর, গত মাসে জিম্বাবোয়েতে অনুষ্ঠিত আইসিসি চিফ এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আইসিসি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিসিসিআই প্রধান জয় শা-র উপস্থিতিতে বৈঠকে ছিলেন আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমলও। বৈঠকে ভারতের তরফে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়।

বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, 'ভারত যদি পরবর্তী ডব্লিউটিসি ফাইনালে ওঠে এবং খেতাবি যুদ্ধ যদি ভারতে হয়, ব্যাপারটা দারুণ হবে। এমনকি ভারত ফাইনালের টিকিট না পেলেও সেরা দুই দলের লড়াই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবে। আমরা আশাবাদী।'

মোহনবাগানের নির্বাচনের জন্য সৃঞ্জয় বসুর ইস্তাহার প্রকাশে সোমা বিশ্বাস, শিশির ঘোষ, কম্পটন দত্ত, অমিত ভদ্র ও অচিন্ত্য বেলেল (বাঁদিক থেকে)।

সবুজ-মেরুনে চুক্তি বাড়ল অ্যালড্রেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মে : সফল জুটিতেই আস্থা রাখল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। আরও এক মরশুমের জন্য সবুজ-মেরুনেই থেকে গেলেন টম অ্যালড্রেড।

বেঙ্গালুরু এফসি ও মুম্বই সিটি এফসি-র প্রস্তাব ছিল। তবে আইএসএল জেতার পরই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে অ্যালড্রেড জানিয়েছিলেন, মোহনবাগানেই থেকে যেতে চান। ম্যানেজমেন্টও তাঁকে ছাড়তে চায়নি। দলের হেড কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার সবুজসংকেত পেতেই ব্রিটিশ ডিফেন্ডারের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলে সবুজ-মেরুন। শনিবারই বাগানের নতুন চুক্তিপত্রে সই করে দিলেন অ্যালড্রেড। এবার বাগানের দ্বিমুকুট জয়ে বড় অবদান রয়েছে অ্যালড্রেড ও আলবার্তো রডরিগেজের। দুইজনে জুটি বেঁধে ১৬টি ক্লিনশিট রেখেছেন। আরও এক মরশুমের জন্য সেই জুটির ওপরই আস্থা রাখলেন মোলিনা।

ইস্টবেঙ্গলের নজরে নিখিল

এদিকে, একজন নতুন ভারতীয় ডিফেন্ডার চেয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। পাঞ্জাব এফসি-র নিখিল প্রভুর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে লাল-হলুদ। যদিও আরও এক বছরের চুক্তি থাকায় তাঁর জন্য বড় অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দাবি করেছে পাঞ্জাব। তা নিয়েই দর কষাকষি চলছে। দৌড়ে রয়েছে আইএসএলের আরও কয়েকটি ক্লাব।

উত্তরের খেলা

ক্যারমে সেরা ডিএলএলই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃ বিভাগীয় ক্যারমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডিএলএলই। ফাইনালে তাদের তুষার বর্মন-জাহাঙ্গির আলম ৩৩-২৯ পয়েন্টে হারিয়ে দেন কম্পিউটার সায়েন্সের জয়দীপ রায়-রাজা দাসকে। ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল হিমালয়ান স্টাডিজ। ফাইনালে তারা ২-০ গেমে হারিয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে। মহিলাদের প্রদর্শনী ভলিবলে ইংরেজি-হিন্দি ২-১ গেমে জিতেছে জুলজির বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের সহ সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, ১৬ মে সফল খেলোয়াড়দের পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

মিলনপল্লির ব্রিজ শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ মে : উত্তরবঙ্গ ব্রিজ সংস্থার সহযোগিতায় মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের অকশন ব্রিজ রবিবার শুরু হবে। মিলনপল্লির সভাপতি জয়ন্ত সাহা জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়নদের শান্তিরঞ্জন সাহা ট্রফি দেওয়া হবে। রানার্সদের জন্য থাকছে শিশির রায় ট্রফি। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারী পাবেন যথাক্রমে সুশীলকুমার রায় এবং গৌরচন্দ্র দাস ট্রফি। প্রতিযোগিতায় ৫১টি জুটি অংশ নেবে। ফাইনাল ১৮ মে।

তিরন্দাজি বিশ্বকাপে পুরুষদের কম্পাউন্ড বিভাগে সোনা জয়ের পর অভিষেক ভার্মা, ওজাস দেওতালে, ঋষভ যাদবরা।

বিশ্বকাপ তিরন্দাজিতে সোনালি সাফল্য

সাংহাই, ১০ মে : তিরন্দাজি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় পর্যায়ে সোনার সাফল্য ভারতের কম্পাউন্ড তিরন্দাজদের। ব্যক্তিগত ও দলগত বিভাগ মিলিয়ে মোট পাঁচ পদক ভারতের ঝুলিতে।

সাংহাইতে অনুষ্ঠিত তিরন্দাজি বিশ্বকাপে সোনা জিতেছে ভারতের পুরুষ কম্পাউন্ড দল। দলে ছিলেন অভিষেক ভার্মা, ওজাস দেওতালে ও ঋষভ যাদব। হাড্ডাহাড্ডি ফাইনালে মেক্সিকোকে ২৩২-২২৮ পয়েন্টে হারিয়ে দেন তাঁরা। সেই সঙ্গে মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতলেন মধুরা ধমনগাঁওকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারসন ক্রাহের বিরুদ্ধে দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে ১৩৯-১৩৮ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নেন ২৪ বছরের মধুরা। মহিলাদের দলগত কম্পাউন্ড ফাইনালেও ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল মেক্সিকো। ওই বিভাগে লড়াই করেও শেষপর্যন্ত রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, চিকিথা তানিপার্থি, মধুরাদের। কম্পাউন্ড মিক্সড বিভাগেও ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারতের অভিষেক-মধুরা জুটি। ব্রোঞ্জের ম্যাচে মালয়েশিয়ার জুটিকে হারায় তারা। অন্যদিকে পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম জংহো-কে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের ঋষভ।

দেশাত্মবোধ উসকে আজ শুরু এসসিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ মে : কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার স্বস্তিকা যুবক সংঘের শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফির (এসসিটি) তৃতীয় সংস্করণ শুরু হবে। টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি জয়জিৎ চৌধুরী জানিয়েছেন, উদ্বোধনী ম্যাচেই আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্পিনার অলরাউন্ডার ললিত যাদবকে দেখা যাবে। সন্ধে ৬টা থেকে শুরু কিংস ইলেভেন জলপাইগুড়ির বিরুদ্ধে ম্যাচে সিকিমের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ইরাইজের জার্সিতে ললিতকে দেখা যাবে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবার থাকছে দেশাত্মবোধের ছোঁয়া। জয়জিৎ বলেছেন, 'জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে। পহলগামে সন্ত্রাসবাদীদের হানায় নিহতদের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকেল ৫টা থেকে। অনুষ্ঠানের মাঝে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, আইসিএসই ও সিবিএসই পাস করা শিলিগুড়ির ১৬ জনকে সংবর্ধিত করা হবে।'

সৃঞ্জয়দের ইস্তাহার প্রকাশে বাগানের প্রাক্তনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মে : নির্বাচনে জিতে এলে সদস্য-সমর্থকদের সুবিধার্থে নতুন ক্লাবের জন্য নতুন জায়গার খোঁজ করার অঙ্গীকার সৃঞ্জয় বসুর নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবিরের।

এদিনই টুটু বসু ও সৃঞ্জয় বসুদের বিরোধী শিবিরের তরফে নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করা হল তরফে। মোহনবাগান ক্লাবের ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও নির্বাচনি ইস্তাহার দেওয়া হল। সল্টলেকে এক সভ্য সমাবেশে এই ইস্তাহার প্রকাশ করেন সচিব পদপ্রার্থী হতে চলা সৃঞ্জয় এবং ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার কম্পটন দত্ত, শিশির ঘোষ, অমিত ভদ্র, অচিন্ত্য বেলেল, অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাস সহ অনেকেই। উল্লেখ্য, সোমা বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত অ্যাথলেটিক্স কমিটির প্রধান। এদিন, এই ইস্তাহারে সভ্যদের সুবিধার্থে যে সব কাজ তাঁরা করতে চান, সেসবই জানানো হয়েছে। যার প্রথমটি হল, 'বর্তমান ক্লাব প্রাঙ্গণ যেহেতু সেনা-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রে অবস্থিত, তাই নানাবিধ চাহিদা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই বহু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। এক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান করাই হবে নতুন গঠিত কমিটির কাজ।

ক্লাবের জন্য জায়গার বিস্তার সহ একাধিক অঙ্গীকার

ঐতিহ্যবাহী মোহনবাগান ক্লাব যাতে বিস্তার ও প্রসারের নিরিখে এগিয়ে যায় ও নতুন সাফল্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাই হবে লক্ষ্য।' অর্থাৎ বহুকালের ভাবনা বাস্তবায়নের কথা ভাবতে শুরু করেছেন তাঁরা। ময়দানের বাইরে গিয়ে নতুনভাবে নিজেদের কোনও পরিকাঠামো করার কথা অঞ্জন মিত্র বারবার বলতেন। সৃঞ্জয়রা সেটারই বাস্তব রূপায়ণ দিতে চাইছেন।

এছাড়াও, মোহনবাগান সমর্থকদের যে গ্লোবাল কমিউনিটি আছে, বিশেষত বর্তমান সীমাবদ্ধতার কারণে যাঁরা সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের শামিল করানোর ক্ষেত্রে নতুন ক্লাব লয়ালটি প্রোগ্রাম চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রবীণদের জন্য আজীবন সদস্যপদে ফি মকুব করতে চান তাঁরা। মহিলাদের জন্য কিছু পদ সুরক্ষিত করা, যেসব প্রবীণ সদস্য ৫০ বছর ধরে ক্লাবের সদস্যপদ ধরে রেখেছেন, তাঁদের বার্ষিক চাঁদা মকুব করা, টেনিস কার্নিভাল শুরু করা, পরিজনদের কার্ড হস্তান্তর, ম্যাচ টিকিটের সুবন্দোবস্ত, মার্চেন্ডাইজ ও মার্কেটিং সহ একাধিক বিষয় সঠিকভাবে পরিচালনা করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এছাড়া, কার্যনির্বাহী কমিটিতে প্রাক্তন ফুটবলারদের জন্য দুটি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। সৃঞ্জয়কে ভোট দেওয়ার জন্য টুটুবাবুর তরফেও আবেদন করা হয়েছে এই ইস্তাহারে। এদিন দেবাশিস দত্তরা সভা করেন দুর্গাপুরে।

আইপিএলের ভাগ্য নির্ধারণ কাল?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি। আর দুই প্রতিবেশীর সংঘর্ষ বিরতির খবর সামনে আসার পরই অষ্টাদশ আইপিএলের জন্য নয়া অক্সিজেন। সব ঠিক মতো চললে, সাতদিনের জন্য স্থগিত হওয়া আইপিএল শুরুর ফের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর সময়ের সঙ্গে সেই সম্ভাবনা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে।

যদিও তার আগে অন্য একটি দিক রয়েছে। আজ দুই প্রতিবেশীর সংঘর্ষ বিরতির খবর সামনে আসার পরই জানা গিয়েছে, সোমবার দুই দেশের সেনার ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠক রয়েছে। আপাতত সেই বৈঠকের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও। জানা গিয়েছে, সোমবারের বৈঠকের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যায়, তার উপর নির্ভর করে রয়েছে স্থগিত থাকা আইপিএলের ভবিষ্যৎ। রাতের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সোমবারের বৈঠকের পরই আইপিএল শুরুর ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। সম্ভবত, ১৫ অথবা ১৬ মে থেকে ফের প্রতিযোগিতা শুরুর কথা ভাবছে বিসিসিআই। সেই মতো আজই সব ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে তৈরি থাকার কথাও জানিয়েছে বোর্ড। রাতের দিকে ফ্র্যাঞ্চাইজি শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বিসিসিআই আধিকারিকদের বৈঠকও হয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, ধরমশালায় স্থগিত হওয়া পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ দিয়ে ফের আইপিএল শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে বোর্ডের।

শেষ পর্যন্ত ফের আইপিএল শুরু হলে তার সূচি কী হবে, এখনও স্পষ্ট নয়। ঠিক যেমন নিশ্চিত নয়, ২৫ মে কলকাতায় আইপিএল ফাইনাল হবে কিনা। রাতের দিকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, 'বিসিসিআইয়ের থেকে আইপিএল ফের শুরুর ব্যাপারে এখনও কিছু জানানো হয়নি আমাদের। স্পর্শকাতর বিষয়ে না জেনে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না।' জানা গিয়েছে, পাকিস্তান সীমান্ত থেকে অনেকটা দূরে থাকা দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদের মতো শহরে আইপিএলের শেষ পর্বের ম্যাচ সরিয়ে আনা হতে পারে। কিন্তু কলকাতায় নির্ধারিত থাকা আইপিএল ফাইনালের কি হবে? আপাতত অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই। সোমবারের বৈঠকে আইপিএলের ভাগ্য নির্ধারণ চূড়ান্ত হওয়ার পরই কলকাতায় ফাইনাল হওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত হবে।

তবে পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি লঙ্ঘন করায় আইপিএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ফের চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন বিসিসিআই কর্তারা। ফের আইপিএল শুরু হওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা।

INDIAN PREMIER LEAGUE

- সোমবার দুই দেশের সেনার ডিজিএমও পর্যায়ের বৈঠকের পরই আইপিএল শুরুর ঘোষণা হতে পারে।
- ১৫ অথবা ১৬ মে থেকে ফের প্রতিযোগিতা শুরুর কথা ভাবছে বিসিসিআই।
- সব ফ্র্যাঞ্চাইজিকে তৈরি থাকার কথাও জানিয়েছে ভারতীয় বোর্ড।
- ধরমশালায় স্থগিত হওয়া পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ দিয়ে আইপিএল ফেরানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
- ২৫ মে কলকাতায় আইপিএল ফাইনাল হবে কিনা, এখনও নিশ্চিত নয়।

জিটিএস ক্লাবে আম্পায়ার'স ক্লিনিকের সূচনায় ফ্রান্সিস গোমস।

আম্পায়ার'স ক্লিনিকে ফ্রান্সিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ মে : শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার উদ্যোগে জিটিএস ক্লাবে আম্পায়ার'স ক্লিনিক শুক্রবার শুরু হয়েছে। সংস্থার সচিব রানা দে সরকার বলেছেন, 'ক্লিনিকে বিসিসিআইয়ের আম্পায়ার এডুকেটর ফ্রান্সিস গোমসকে কলকাতা থেকে আনা হয়েছে। তিনি আমাদের সদস্য ও পরীক্ষা দিয়ে নতুন পাস করাদের রবিবার পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেবেন। সবমিলিয়ে ৪০ জন অংশ নিয়েছে ক্লিনিকে।'

ফাইনালে দেবাশিস-সুবোধ

বাগডোগরা, ১০ মে : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের তৃতীয় বর্ষ নৃপেন্দ্রনাথ দাস ও মলিনা চক্রবর্তী ট্রফি অকশন ব্রিজে ফাইনালে উঠেছেন দেবাশিস কর-সুবোধ অধিকারী ও বাদল রায়-এম সূত্রধর। সেমিফাইনালে দেবাশিস-সুবোধ ১২১ পয়েন্টে তুহিন চক্রবর্তী-বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যকে হারিয়েছেন। বাদলরা ৭২৮ পয়েন্টে জিতেছেন অভিজিৎ হালদার-রতন সাহার বিরুদ্ধে। রবিবার ফাইনাল ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ রয়েছে।

স্থান: গ্যাংটক, কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মিরিক, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালবাজার, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, মালদা, কোচবিহার, দিনহাটা, হলদিবাড়ি, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, কালীগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, পূর্ণিয়া, কিষানগঞ্জ, বহরমপুর